চতুর্দ্দশ বর্ষ [ ১৩৩৩—[illegible] ] অষ্টম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার

১০৯ নং সচিত্র উপন্যাস

# ডাক্তারের শয়তানী

[ প্রথম সংস্করণ ]

২-এ, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা
‘রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রহস্য-লহরী কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

### 'রহস্য লহরী-বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেস'-সংস্থাপনা

# আমাদের আশা ও প্রার্থনা

'রহস্য-লহরী' উপন্যাস-মালার সদাশয় গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণ ১০৮ নং উপন্যাস 'বন্দিনী রাজনন্দিনী'র প্রারম্ভভাগে 'সম্পাদকের বক্তব্য' পাঠে অবগত হইয়াছেন—সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে, ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই উপন্যাস-মালা 'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে' মুদ্রিত হইতেছে। 'রহস্য-লহরী' মুদ্রাঙ্কনের কার্য্য নিয়মিত সময়ে ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই বহুব্যয়সাধ্য মুদ্রা সংস্থাপিত হইলেও,—যাঁহাদের অনুকম্পায় ও আশীর্ব্বাদে, শুভাকাঙ্ক্ষায় ও সহানুভূতিতে, এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ-কাল 'রহস্য-লহরী'র অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, যাঁহারা 'রহস্য-লহরী'কে স্নেহ ও আদর যত্ন করেন, ভালবাসেন, এবং ইহার উন্নতিতে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন, 'রহস্য-লহরী'র সেই সহস্র সহস্র সহৃদয় অনুগ্রাহক গ্রাহক ও অনুরক্ত পাঠক-মণ্ডলীর নিজেদের যে কিছু ছাপিবার কাজ থাকিবে—তাহা অল্প সময়ে, যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে, নূতন অক্ষরে, পরিচ্ছন্নরূপে ছাপাইবার ভার গ্রহণও 'রহস্য-লহরী-প্রেস' স্থাপনের অন্যতর উদ্দেশ্য। এই কার্য্যেও যাহাতে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারি—তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াই, আমাদের এই আশার কথা তাঁহাদের গোচর করিতে সাহসী হইলাম। তাঁহাদের পুস্তক, পত্রিকা, বিবাহের 'প্রীতি-উপহার'-কবিতা, নিমন্ত্রণ-পত্র, কার্ড, অভিনন্দন-পত্র, হ্যাণ্ডবিল, বিজ্ঞাপন, 'লেটার-হেড' প্রভৃতি যাহাই ছাপাইবার প্রয়োজন হইবে, তাহা ছাপাইবার ভার দয়া করিয়া আমাদের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাঁহাদের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। 'রহস্য-লহরী'র অনুকূলে তাঁহাদের নিকট এই আব্দারের অধিকার তাঁহারাই দিয়াছেন।

'রহস্য-লহরী'র উৎসাহদাতা ও হিতৈষী ভূম্যধিকারিগণের সংখ্যা বঙ্গদেশে

অল্প নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ দয়া করিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহাদের জমীদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্র, চেক-দাখিলা, আর্জি, অর্ডার-সীট প্রভৃতি ছাপাইবার ভার 'রহস্য-লহরী' প্রেসে ন্যস্ত করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, এবং কোন কোন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী তাঁহাদের জমীদারী-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাগজপত্র ছাপাইবার ভার 'রহস্য-লহরী প্রেসে' অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার যে সকল ভূম্যধিকারী এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ 'রহস্য-লহরী'র পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, নানা ভাবে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া ইহার অস্তিত্ব-রক্ষায় সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা 'রহস্য-লহরী-প্রেস'কেও তাহার 'খোরাক' দিয়া সাহায্য করিলে প্রেসের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। আমাদের এই আবেদনের প্রতি বিনীত ভাবে তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছি। ইহা তাঁহাদের পক্ষে তুচ্ছ ও অনায়াসসাধ্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা জীবনীশক্তির অমৃত-নির্ঝর।

দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক-শক্তি-চালিত মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে 'রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালা'র মুদ্রাঙ্কন শেষ করা অতি অল্প সময়ের কার্য্য, প্রত্যহ দুই ঘণ্টাই যথেষ্ট; অথচ এই প্রেসের সমগ্র ব্যয়-ভার বহন করা 'রহস্য-লহরী'র বর্ত্তমান আয়ের সাধ্যাতীত। এ অবস্থায় 'রহস্য-লহরী'র হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক-মহোদয়গণ 'রহস্য-লহরী-প্রেসে' তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী ছাপা-সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, অন্যদিকে অর্থাভাবে নব-প্রতিষ্ঠিত প্রেসকে বিপন্ন হইতে হইবে না। 'রহস্য-লহরী প্রেসে' কিরূপ পরিচ্ছন্ন ভাবে ও সতর্কতা-সহকারে পুস্তকাদি ছাপা হইতেছে—'রহস্য-লহরী'র বর্ত্তমান উপন্যাসই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রেস-সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য চিঠিপত্রাদি কলিকাতায় নিম্নের ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার—
'রহস্য-লহরী' প্রেস।
২-এ, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা।

# ডাক্তারের শয়তানী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ভীষণ হুঙ্কার ও আর্ত্তনাদ

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক বায়ুসেবন করিতে পথে বাহির হইয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে তাঁহার সহকারী স্মিথও তাঁহার ব্লডহাউণ্ড টাইগারকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক বিভিন্ন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই পথের এক দিকে নিউ-স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের-বিশাল অট্টালিকা, অন্য দিকে নদীর বাঁধ; বাঁধের নীচেই টেম্‌স নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ; সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে নদীবক্ষে প্রসারিত হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই বাঁধের ধারে সংরক্ষিত শিলাসনে বসিয়া কি ভাবিতে-ছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার দৃষ্টি নদীজলে সন্নিবিষ্ট। তাঁহার মুখে একটা প্রকাণ্ড চুরুট, টানে টানে তাহার আগুন সন্ধ্যার অন্ধকারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা জানিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্মিথকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের এই বন্ধুটির অবস্থা কি শোচনীয়! যেভাবে জলের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—কোন কারণে জলে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য উহার আগ্রহ হইয়াছে কি না কে জানে?"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "পিঠে একটা ধাক্কা দিয়া উঁহার আগ্রহ পূর্ণ করিব না কি? বন্ধুর মতই কাজ করা হইবে।"

অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা মৃদুস্বরে এই সকল কথা বলিলেও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধ্যানভঙ্গ হইল না; কিন্তু টাইগার ইন্‌স্পেক্টরকে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া কুট্‌সের গালে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, কারণ কুট্‌স তাহাকে দেখিলেই আদর করিতেন। টাইগারের ওষ্ঠ-স্পর্শে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; তাঁহার বিস্মিত ভাব দেখিয়া তরলমতি স্মিথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে! ব্যাপার কি, ইন্‌স্পেক্টর! তোমার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—তোমার পিঠের কাছে 'বয়লার' ফাটিলেও সেই শব্দ তুমি শুনিতে পাইতে না! গোয়েন্দাগিরি যাহাদের পেশা, ঐ রকম অন্যমনস্ক থাকা তাহাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে।"

স্মিথ বলিল, "এবং বিপজ্জনকও বটে; যদি আমরা, এখানে না আসিয়া উঁহার কোন শত্রু এখানে হঠাৎ উপস্থিত হইত, ও পিঠে একটি ধাক্কা দিত, তাহা হইলে উনি লোকান্তরে গিয়া গোয়েন্দাগিরি করিবার সুযোগ পাইতেন!"

ইন্‌স্পেক্টর সকোপে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি থাম হে ছোকরা! দুগ্ধপোষ্য বালকের মুখে জ্যাঠামী শুনিলে রাগ না হয় কার? ব্লেকই তোমার মাথা খাইয়াছেন! তোমাকে স্কুলে না পাঠাইয়া গোয়েন্দাগিরিতে ভর্তি করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন।"

স্মিথ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্মিথকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন—অথচ উভয়ের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধের বিরাম ছিল না। কুট্‌স স্মিথের প্রাণরক্ষার জন্য অনেকবার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, স্মিথও একাধিক বার তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ও সকল বাজে কথা থাক। প্রায় এক সপ্তাহ হইতে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নাই; কাল রাত্রে তোমার বাড়ী গিয়াছিলাম, ডাকাডাকি করিয়া কাহারও সাড়া পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিসেস্ বার্ডেলও তখন বাড়ী ছিল না? সে বোধ হয় তখন তাহার মাসী সারার পিসের কাকার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল! আমি ও স্মিথ শেষরাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছি। একটা সরকারী কাজে উত্তরাঞ্চলে গিয়াছিলাম। ভিন্ন জেলার কয়েকজন সাম্যবাদী প্রচারক আসিয়া খনির মজুরগুলাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুলিশের তাড়ায় তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আগুন জ্বালিয়া গিয়াছে। আমি হোম আফিসে একটা সন্তোষজনক রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।"

স্মিথ বড়ই বেহায়া। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বছর ত শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবার ১লা জানুয়ারীর গেজেটে দেখিব—কর্ত্তা 'সার' খেতাপ পাইয়াছেন। ওটা বেশ স্থূল লাঙ্গুল!"

মিঃ ব্লেক মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "না হে বাপু! খেতাব-টেতাব আমার ধাতে সহ্য হইবে না। ইচ্ছা থাকিলে এতদিন নামের শেষে অনেকগুলি [illegible] বসাইয়া লইতে পারিতাম। ও ব্যাধিটাকে আমি বড়ই ভয় করি।—ও সকল বাজে কথা থাক। এখন বল কুট্‌স, তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি? কি মতলবেই বা আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দুশ্চিন্তা কি সহজে হয়? একটা বিষম ফ্যাসাদে পড়া গিয়াছে! আজ কাল কি তুমি খবরের কাগজ পড়া ছাড়িয়া দিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মফস্বলের পল্লীতে পল্লীতে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ পাঁচ দিন কোন কাগজ পত্র দেখিতে পাই নাই। আমার টেবিলের উপর কাগজগুলি জমিয়া আছে; আজ রাত্রে সেগুলি দেখিব মনে করিতেছি।—কাগজে কি আছে? ফ্যাসাদটাই বা কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি কাগজগুলা পড়িবার আগেই খবরগুলি আমার কাছে শুনিয়া লও; অনেকখানি সময় বাঁচাইতে পারিবে। গত সপ্তাহ হইতে লণ্ডনে জহরত-চুরী কলেরা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির মত সংক্রামক হইয়া

উঠিয়াছে! এই এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের বড় বড় লোকের বাড়ী হইতে অন্ততঃ দশলক্ষ পাউণ্ডের জহরত অদৃশ্য হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি? এ যে একটা প্রকাণ্ড খবর! এক সপ্তাহে লণ্ডন হইতে প্রায় দশলক্ষ পাউণ্ডের জহরত চুরী হইয়াগেল, আর তোমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গিয়াছ! চোরের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলে না? এ কোনও দলের কাজ, না একজন লোকের কাজ—তাহা জানিতে পারিয়াছ!"

ইনস্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দলের কাজ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু যদি এই সকল চুরী একজনের কাজ হয়, তাহা হইলে লোকটা যে অন্ততঃ চতুর ও চট্‌পটে, এবং বিদ্যুদ্বেগে কাজ শেষ করিয়া যায়—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। কোন কোন রাত্রে অল্প সময়ের মধ্যে দুই তিন বাড়ীতে চুরী হইয়াছে, অথচ লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীতে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তস্কর বা তস্কর-দলের কোন সন্ধান পাও নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কাল রাত্রির পূর্ব্বে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত রাত্রে কেন্‌সিংটন বিভাগের কন্‌ষ্টেবল রেনকে তাহার বীটে হাজির পাওয়া যায় নাই। কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল তাহার অনুসন্ধানে চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে সার এলফ্রেড্ অষ্ট্রালের বাগানে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল! তাহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, প্রাণ কণ্ঠাগত! কে যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া থেৎলাইয়া গিয়াছিল! পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—তাহার পাঁজরের চারিখানি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; একখানি হাড় বাঁকিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াছে! চোর সার এলফ্রেড অষ্ট্রালের ঘর হইতে পনের হাজার পাউণ্ডের জহরত আত্মসাৎ করিয়া চম্পট দিয়াছে!

"আজ বৈকালে সেই আহত কন্‌ষ্টেবলটির জ্ঞান হইয়াছে; সে দুই চারি কথায় যে এজাহার দিয়াছে—তাহা বড়ই বিস্ময়কর! সে বলিয়াছে—সার এল্‌ফ্রেডের বাড়ী তাহার বীটের মধ্যে বলিয়া রাত্রিকালে সে সেই বাড়ীর পাশ দিয়া রোঁদে যাইতেছিল। সেই সময় সে সার এলফ্রেডের বাগানে একটা শব্দ শুনিয়া থমকিয়া

দাঁড়ায়, তাহার মনে হইল—সার এলফ্রেডের অট্টালিকার ছাদ হইতে কোন ভারি জিনিস গড়াইয়া সশব্দে নীচে আসিতেছে! ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে পথ হইতে সার এলফ্রেডের বাগানে প্রবেশ করিল। অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া চন্দ্রোদয় হয় নাই; বাগানের ভিতর আলো না থাকিলেও সে অট্টালিকার নিকট গিয়া দেখিল—একটা কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্ত্তি জলের ‘পাইপ’ বহিয়া ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বিড়ালধর্ম্মী তস্কর?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “তাহার চেহারাটা না কি বানরের মত! সুতরাং তাহা[illegible] বানর-চোর ( an ape-burglar ) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জলের পাইপের সাহায্যে কোন বিড়াল ছাদ হইতে নামিতে পারে—এ কথা কোন দিন শুনি নাই, চোখে দেখাত দূরের কথা! যাহা হউক, কনষ্টেবল রেনের কথাই বলি।—সে সেই জানোয়ারটাকে পাইপ বহিয়া সর-সর করিয়া নামিতে দেখিয়া পাইপের অদূরে সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর জানোয়ারটা মাটীতে নামিবামাত্র দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রেনের মনে হইল—সে জানোয়ারটাকে জাপ্টাইয়া ধরিবামাত্র হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া তাহাতে আক্রমণ করিয়াছে! জানোয়ারটা দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, র‍্যাটল সাপ যে ভাবে হরিণ ধরিয়া তাহার অস্থি চূর্ণ করে—সেই ভাবে দুই একটা চাপ দিতেই সে বেচারার চেতনা-লোপ! বিরাটকায় সামুদ্রিক কাঁকড়ার দাঁড়ার মত তাহার হাত দুইখানি কঠিন ও সবল! রেন মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল—জানোয়ারটার হাতের চাপে তাহার পাঁজরের হাড়গুলি মট্‌-মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিতেছিল। তাহার পর কি হইয়াছিল—তাহা তাহার স্মরণ নাই; মূর্চ্ছাভঙ্গে সে দেখিতে পাইল—সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় সে হাসপাতালের একটা বিছানায় পড়িয়া আছে, নড়িবার বা পাশ ফিরিবার শক্তি নাই!”

মিঃ ব্লেক একটা চুরুট টানিতে টানিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নীরব হইলে, তিনি চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! কনষ্টেবল রেন সেই জানোয়ারটার আকার-প্রকার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে পারে নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "না। বলিয়াছি ত বাগানের মধ্যে তখন ঘোর অন্ধকার। আর এই ব্যাপারটাও অত্যন্ত আকস্মিক। প্রচণ্ড ঝড়ের মত তাহাকে আক্রমণ করিয়া সজোরে পিষিয়া ফেলিল, জানোয়ারটার চেহারা দেখিবারই বা তখন তাহার ফুরসৎ কোথায়? সে এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল—সেই জানোয়ারটার শরীর যেমন প্রকাণ্ড, তাহার দেহেও সেইরূপ অমানুষিক শক্তি; বিশেষতঃ, তাহার হাত দুখানা অসম্ভব লম্বা—যেন এক জোড়া লোহার থাম!"

স্মিথ বলিল, "তবে বলুন গরিলা কি সিম্পাঞ্জী! শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে ইণ্ডিয়াতে একটা হনুমান লেজের আগুনে একজন শক্তিশালী রাজার বাড়ী ভস্মীভূত করিয়াছিল। এটা সেই জাতীয় হনুমানও হইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "থামো হে বাপু! হনুমান বানরে বড় লোকের ঘরে ঢুকিয়া জহরত চুরী করে, এ রকম অসম্ভব কথা কখন শুনিয়াছ?"

স্মিথ না থামিয়া বলিল, "আমি সেবার, কর্ত্তার সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় গিয়াছিলাম। সেখানকার তীর্থ স্থানে বানরেরা লোকের ঘটী, কাপড়, এমন কি, ছোট ছেলে পর্য্যন্ত চুরী করিয়া গাছে বা ঘরের ছাদে উঠিয়া বসে—খাবার দিলে আবার রাখিয়া যায়। ঐ জাতীয় বানরগুলা বড়ই বুদ্ধিমান, আমাদের দেশে আসিয়া হয় ত চুরী-বিদ্যায় পরিপক্ক হইয়াছে, জহরত চুরী করিতে শিখিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ, তোমার অনুমানগুলা এখন মুলতুবি রাখ। আমার বিশ্বাস, এ কোন মানুষেরই কাজ। ঐ রকম জোয়ান, দীর্ঘদেহ, বলবান, এবং পাইপ বহিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে পারে—এরূপ তস্করের অভাব নাই; সে একটা বানরের মুখোস পরিয়া অন্ধকারে কনষ্টেবল রেনকে প্রতারিত করিয়া থাকিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কনষ্টেবল রেনও বেশ পালোয়ান; ভারি জিনিস তুলিয়া সে পরীক্ষায় পুরস্কার পাইয়াছিল। সে ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা। তাহার দেহের ওজনও তিন মনের কাছাকাছি! অত-বড় জোয়ানটাকে ধরিয়া যে দুই

মিনিটে তুলোধুনা করিল, তাহার হাড়গুলা দুই চাপনে মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল—সে মানুষ কি আর কিছু, তাহা অনুমান করিয়া বলা অসম্ভব।—আমি ত চাকরীর খাতিরে তাহার সম্মুখে যাইতে রাজী নহি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু যদি সে ক্রমাগত এই ভাবে জহরত চুরী করিয়া বেড়ায়—তাহা হইলে যে উপায়েই হউক তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা আবশ্যক। প্রাণের ভয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেও আপত্তি নাই—এ কথা তোমার মুখে এই প্রথম শুনিলাম—ইন্‌স্পেক্টর!”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “ভয় কি সাধে হইয়াছে? আমাদের বড় কর্ত্তা আমারই উপর সেটাকে বাঁধিবার ভার দিয়াছেন; কিন্তু আমার পাঁজরের হাড়গুলি ত আর লোহার নয়। প্রাণ ও চাকরী একসঙ্গে বজায় রাখিবার উপায় নাই ভাবিয়াই এখানে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলাম। যদি কোন সৎপরামর্শ দিতে পার, এই আশায় কাল রাত্রে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। রেনটা ত হাসপাতালে পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে! কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া সে বেচারার প্রাণ যায়; এদিকে খবরের কাগজগুলার চিৎকারে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়া গেল। আমার মনে হয়, দুই একটা সম্পাদককে ধরিয়া সেই হনুমান বা জাম্বুবানের সম্মুখে ছাড়িয়া দিলে মন্দ হয় না, তর্জ্জন-গর্জ্জনের সুর একদম্ আর্ত্তনাদে নামিয়া আসে। এক সপ্তাহে দশ লক্ষ পাউণ্ডের জহরত যে চুরী করিয়া সাম্‌লাইতে পারে—তাহার কীর্ত্তির পরিচয় পাইয়াও যদি খবরের কাগজগুলা হৈ-চৈ না করে—তবে তাহাদের ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? বিশেষতঃ, হোম-সেক্রেটারী মহাশয়ের ঘরে ঢুকিয়া সে তাঁহার হীরা জহরত-গুলির সদ্গতি করিয়াছে একথা ত গোপন নাই। এ যেন ‘বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা’! তিনি প্রীতিভোজনে বন্ধু-বান্ধবদের পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, সেই সুযোগে এই অদ্ভুত দস্যু ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার স্ত্রীর হীরকালঙ্কারগুলি চুরী করিয়া চম্পট দিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চুরীর কোন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে? সাধারণতঃ কত রাত্রে চুরী হইতেছে—বলিতে পার?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “সন্ধ্যা হইতে যে বিলম্ব! কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর রাত্রি আটটার সময়েও চুরী হইয়াছে সংবাদ পাইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া নদীর দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি বলিলেন, “এ চোর গ্রেপ্তার করা পুলিশেরই কর্ত্তব্য, কুট্‌স! এ চুরী একজনেরই কাজ; অন্য কোন চোরের সাহায্যে এ সকল চুরী হইতেছে না---ইহাই আমার বিশ্বাস। পুলিস তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করুক; ইচ্ছা থাকিলেও এ বিষয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। আমি উপযাচক হইয়া অনধিকারচর্চ্চা করিব না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হতাশভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ ব্লেকের শক্তি ও বুদ্ধি-কৌশলে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তিনি তাঁহাকে অন্য ভাবে সাহায্য না করিলেও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিবেন—এই আশায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বড়ই নিরুৎসাহ হইলেন।

মিঃ ব্লেক কুট্‌সের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া সদয় ভাবে বলিলেন, “যদি এখন তোমার অবসর থাকে তাহা হইলে তুমি ঘণ্টাখানিকের জন্য আমার সঙ্গে চল। আমার বাড়ী গিয়া এক গ্লাস হুইস্কি টানিলে তোমার সাহস ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিবে, মন চাঙ্গা হইবে; সেই অবসরে এই চুরী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে; কি বল?”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টরের মুখ প্রসন্ন হইল; তিনি বলিলেন, “তোমার প্রস্তাব বড়ই লোভনীয়। আমার অবসর থাক না থাক, তোমার প্রস্তাবে আমি খুব রাজী আছি। যদি কোন উপায় বলিয়া এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ঘরে বসিয়া সারারাত্রি বোতল-বাহিনীর উপাসনা করিতেও আমার আপত্তি নাই। সে দস্যু বানরই হউক আর মানুষই হউক, কনষ্টেবল রেনের যে দুর্গতি করিয়াছে—তাহাকে একবার ধরিতে পারিলে হয়; কিন্তু আমি দারুণ অন্ধকার ভিন্ন কোন দিকে একবিন্দু আলো দেখিতে পাইতেছি না!”

সেই পথ । মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টাইগারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি যুবক ও বাঘের গহার ভাব দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কোন ধারে দাঁড়াইয়া ফটা বিড়াল সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত কলহ করিবার ইচ্ছায় কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সমস্ত লোম কণ্টকিত করিয়া তুলে—টাইগারের সর্ব্বাঙ্গের লোম কুট্‌স এবং স্মিথ ণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চঞ্চলভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কয়েকজন ‘পরি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল, এবং পুনঃ পুনঃ মাটী শুঁকিতেছিল! কাহারও সহিত লাফাইয়া উঠিয়া, পথের এক দিকে এভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ গন্তব্য পথে অগ্রা ধরিয়া তাহাকে সামলাইয়া রাখা স্মিথের অসাধ্য হইয়া

মিঃ ব্লেক দ সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিল।

গুণ্ডা গলায় ‘মরর শিকল ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, দৃষ্টিতে চাহিতে গন্ধ পাইয়া এরকম অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি দেখিবামাত্র চমৎআর ইহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না কর্ত্তা! কিন্তু সে মিঃ কোথাও বিড়ালের গন্ধ পাইয়াছে না কি? না, পথের ধারে ইঁদুর মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিলে উহার মেজাজ এ রকম রুক্ষ হয় না।”

চিনিতে পাকান কথা বলিলেন না। টাইগার স্মিথকে টানিয়া লইয়া পথের ডেপ্টফো অবস্থিত ও অন্যান্য অট্টালিকার সংস্রব-বর্জ্জিত একটি প্রকাণ্ড করিবার দিকে অগ্রসর হইল। সেই অট্টালিকার দেউড়ী বন্ধ থাকায় টাইগার জন্য ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না,—ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সম্মুখের স। দিয়া দ্বার ঠেলিতে লাগিল, এবং এক এক বার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া । গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল সে বাব লুকের গন্ধ পাইয়াছে! আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও চঞ্চল ইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “ব্যাপার কি ব্লেক! আমি ত একদিনও টাইগারকে এ ভাবে ক্ষেপিয়া উঠিতে দেখি নাই! উহার চিৎকারে আমার কানে তালা লাগিয়া গেল। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিবে না?”

মিঃ ব্লেক টাইগারকে ধমক দিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন; টাইগার তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত, এবং তাঁহার আদেশ পালন করিত; কিন্তু

তখন সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ ব্লেকের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহার সক্রোধে গর্জ্জনেরও বিরাম হইল না। মিঃ ব্লেক টাইগারের সেরূপ গর্জ্জন বহুকাল শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার মনে পড়িল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন তাঁহার কোন শিকারী বন্ধুর সহিত আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, সে সময় টাইগার তাঁহার সঙ্গে ছিল; সেই অরণ্যে সে একটি অদৃশ্য গরিলার গন্ধ পাইয়া এই ভাবে গর্জ্জন করিতেছিল, এবং তাহার বিকট গর্জ্জনে নিস্তব্ধ বনভূমি যেন প্রকম্পিত হইতেছিল; কিন্তু লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পল্লীর আলোক-সমুজ্জ্বল জনপূর্ণ রাজপথে দাড়াইয়া তাহার এরূপ গর্জ্জনের কারণ কি, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

কয়েক মিনিট পরে টাইগারের গর্জ্জন বন্ধ হইল; কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনি বায়ুতরঙ্গে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই একটি করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। সেই আর্ত্তধ্বনি শুনিয়া মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহা কোন বিপন্ন ব্যক্তির মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ! যেন কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক বিপদে পড়িয়া, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কাহারও সাহায্য লাভের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সেই আর্ত্তনাদ হঠাৎ থামিয়া গেল; কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ হইল! কাহারও শ্বাস রুদ্ধ হইলে দারুণ যন্ত্রণায় সে যে ভাবে আর্ত্তনাদ করে, এবার সেইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যেই শূন্যে বিলীন হইল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, “কেহ মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ঐ ভাবে আর্ত্তনাদ করিল! বোধ হয় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া লোকটি মারা গেল! কিন্তু কে সে?—কে কি জন্য তাহাকে আক্রমণ করিয়া ওভাবে হত্যা করিল? এ যে অতি জটিল রহস্য! এই রহস্য-ভেদের উপায় কি? কোথায়, কত দূরে আর্ত্তনাদ হইল—তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না; মনে হইতেছে এই অট্টালিকার দ্বিতলে কেহ নিহত হইল!”

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখ স্বভাবতই লাল, কিন্তু এই আর্তনাদ শুনিয়া তাঁহার লাল মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হইয়া গেল! তিনি টুপি খুলিয়া রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন; তাহার পর ব্যাকুল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্মিথের পা' দু'খানি তখন ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মিঃ ব্লেক অত্যন্ত সাহসী ও ধীর প্রকৃতির লোক; কিন্তু তিনিও মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না। টাইগার লোমাঞ্চিত দেহে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার চক্ষু আরক্তিম, প্রসারিত জিহ্বা হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল, এবং তাহার লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল; সে চঞ্চল দৃষ্টিতে এক এক বার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহার সেই দৃষ্টি মিনতি-ভরা; যেন সে কাতর ভাবে মিঃ ব্লেককে জানাইতেছিল—“এক বার আমাকে ছাড়িয়া দাও—আমি শত্রুর গন্ধ পাইয়াছি; আমাকে তাহার নিকট যাইতে দাও।”

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহচরেরা তখন লণ্ডনের জনপূর্ণ ও আলোক-সমুজ্জল রাজপথে দাঁড়াইয়া ছিলেন—ইহা সকলেই যেন বিস্মৃত হইলেন। তাঁহাদের মনে যে উদ্বেগ ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা পথের আলোকে এবং উৎসবচঞ্চল নগরীর নাগরিকবর্গের কলকোলাহলে অপসারিত হইল না!

মিঃ ব্লেক অতঃপর কি করিবেন, কোন্ দিকে যাইবেন—তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ দেউড়ী খুলিয়া গেল, এবং সেই অট্টালিকার উজ্জ্বল আলোকে দ্বার-প্রান্তে দণ্ডায়মান কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ-ধারী দীর্ঘদেহ একটি লোকের মূর্ত্তি তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে

একটি হুইশ্ল বাহির করিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন। হুইশ্লের দীর্ঘ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

'হুইশ্ল'-ধ্বনি শুনিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইলেন; তিনি জানিতেন পুলিশের কোন কর্ম্মচারী বিপন্ন গৃহবাসীর এই সাঙ্কেতিকধ্বনি অগ্রাহ্য করিতে পারে না। ইন্স্পেক্টর টুপিটি মাথায় সজোরে বসাইয়া দিয়া দৃঢ়পদে দেউড়ীর ভিতর অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ভিতরে এস ব্লেক! এই বাড়ীতেই নিশ্চয় কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে; এই বাড়ীর ভিতর হইতেই আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। টাইগার যে ব্যাকুল ভাবে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল—ইহা অকারণ বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের অনুসরণ করিলেন। ইন্স্পেক্টর সেই অট্টালিকার সম্মুখের দ্বারে উপস্থিত হইলেও, পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া সজোরে পুনঃপুনঃ হুইশ্ল-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি প্রাচীন, তাঁহার গোঁফগুলি পাকিয়া শনের মত সাদা হইয়াছিল। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হালো! ব্যাপার কি? এখানে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শীঘ্র বলুন, আমি পুলিশের লোক—হুইশ্ল শুনিয়া আপনাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি রুদ্ধশ্বাসে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "খুন—চুরী,—দুর্ঘটনার আর 'বাকি কি মহাশয়!"—হঠাৎ মিঃ ব্লেকের মুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখ যেন হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, 'মিঃ রবার্ট ব্লেক! আপনি আসিয়াছেন? ওঃ, আপনি ঠিক সময়ই আসিয়া পড়িয়াছেন! আশা করি আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক এই ভদ্র লোকটিকে চিনিতেন, তিনি জাহাজ-ব্যবসায়ী। তাঁহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন কোন কার্য্যের জন্যই তাঁহাকে একাধিকবার মিঃ ব্লেকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; এজন্য তাঁহার কথা মিঃ ব্লেকের স্মরণ ছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সার ডিকটন পারসনস্! আপনাকে চিনিতে পারিব না—ইহা কি সম্ভব? আমি এখানে একাকী আসি নাই; ইনি আমার বন্ধু ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুটস; আপনি পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী হইলে ইন্‌স্পেক্টর কুটস আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন; কিন্তু ব্যাপার কি—আগে বলুন, আপনি বলিয়াছিলেন খুন ও চুরী হইয়াছে!—সকল কথা খুলিয়া বলুন।”

সার ডিকটন ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “আমি কি কিছু জানি—যে, সকল কথা খুলিয়া বলিব? ব্যাপারটা আগাগোড়া যেন ভৌতিক কাণ্ড! আমি ‘ডিনারে’ বসিলে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। আহার করিতে করিতে একটা মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি ছুরী কাঁটা ফেলিয়া দ্রুতবেগে দোতালায় উপস্থিত হইলাম; সেখানে গিয়া দেখিলাম—আমার সর্দ্দার খানসামা মরিয়া পড়িয়া আছে; আমার স্ত্রীর জহরতের অলঙ্কারগুলি চুরী গিয়াছে!”

সার ডিকটনের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটস অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।—এখানেও সেই রকম জহরতের অলঙ্কার চুরী! এ যে বড়ই বিষম ব্যাপার! আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে সকল রহস্যজনক চুরী সম্বন্ধে তিনি মিঃ ব্লেকের উপদেশ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং যে সকল চুরীর কথা আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইতেছিলেন—আধ ঘণ্টা অতীত না হইতে পথের মধ্যেই এই সন্ধ্যাকালে আবার একটা সেই রকম রহস্যপূর্ণ জহরত চুরী—সঙ্গে সঙ্গে নরহত্যা!—এক সপ্তাহ ধরিয়া যে জানোয়ার-চোর সমগ্র লণ্ডনে ভীষণ বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহাও কি তাহারই কাজ? যে ভীষণ তস্কর এক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের বিভিন্ন সৌধ হইতে দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জহরত আত্মসাৎ করিয়াছিল, বলবান, সাহসী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিস কনষ্টেবল রেন যাহাকে ধরিতে গিয়া চূর্ণদেহে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাশয্যায় নিপতিত ছিল,—সে কি এই সন্ধ্যাকালে সার ডিকটন পারসন্‌সের অট্টালিকার দ্বিতলে গোপনে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার স্ত্রীর হীরকালঙ্কাররাশি অপহরণ করিয়াছে—এবং সর্দ্দার-খানসামা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া তাহার হস্তে নিহত হইয়াছে? তাঁহারা কি [illegible] পথ হইতে যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা

কি দস্যু-কবলিত সেই পরিচারকেরই আর্ত্তনাদ ?—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন, মিঃ ব্লেকের মুখও অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল।

দুইজন পুলিশ কন্‌ষ্টেবল সেই সময় রোঁদে বাহির হইয়াছিল ; সার ডিক্‌টনের হুইশ্ল-ধ্বনি শুনিয়া তাহারা দ্রুতবেগে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তাহারা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সার ডিকটনের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কন্‌ষ্টেবলদ্বয়ের একজনকে সেই অট্টালিকার বাহিরে পাহারায় রাখিয়া অন্য কন্‌ষ্টেবল সহ সার ডিক্‌টনের অনুসরণ করিলেন। সার ডিক্‌টন সকলকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্যের সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্মিথ টাইগারের শিকল ধরিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিতেছিল। হল-ঘরে প্রবেশের পর টাইগারকে আটক করিয়া রাখা স্মিথের অসাধ্য হইয়া উঠিল। টাইগারের লোমরাশি কদম্ব কেশরের ন্যায় কণ্টকিত! সে ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমাগত গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছিল। তখন তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে সকলেরই সন্দেহ হইত কুকুরটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে!

মিঃ ব্লেক সদলে হল-ঘর হইতে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। ভোজন-টেবিলে তুষার-শুভ্র আস্তরণ প্রসারিত ছিল ; তাঁহারা তাহার উপর রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধ খাদ্যাধার দেখিতে পাইলেন। তাহাদের উজ্জ্বল পালিশের উপর বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছিল! নিকটে একজন পরিচারক দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হাতে খাদ্য দ্রব্যপূর্ণ একখানি থালা ( ট্রে ) ; কিন্তু ভয়ে তাহার হাত কাঁপিতেছিল, এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত চক্ষু দুটি যেন কপালে উঠিয়াছিল।

সার ডিক্‌টন পারসন্‌স ভোজন-টেবিলের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র চাকরটা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সার ডিকটন ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহাকে স্থির হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “আমি একাকী আহার করিতেছিলাম, কারণ লেডি পারসন্‌স থিয়েটার দেখিতে গিয়াছেন। হঠাৎ

দ্বিতল হইতে ভয়বিহ্বল কণ্ঠের করুণ আর্ত্তধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার মুখের গ্রাস পড়িয়া গেল; আমার বুকের রক্ত যেন জমিয়া গেল! সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম—উহা আমার সর্দ্দার-খানসামা বার্কারের কণ্ঠস্বর,—সে দ্বিতলে পাহারায় ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইয়া, আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বার খুলিলাম, দ্বার খুলিয়াই ওঃ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সার ডিকটনের কণ্ঠরোধ হইল; ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে কম্পিত পদে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক সদলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতলস্থ একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া, সার ডিকটন সেই কক্ষের দ্বার এক ধাক্কায় খুলিয়া ফেলিলেন, এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই ঘরে—"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে অন্য সকলে সভয়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। সেই কক্ষটি তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন; সার ডিকটন বৈদ্যুতিক 'সুইচ' টিপিবামাত্র উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সেই সুসজ্জিত কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই শয়ন-কক্ষের মধ্যস্থলে সুদৃশ্য খট্টা, তাহার উপর মূল্যবান শয্যা প্রসারিত। জানালার নিকট একটি সুন্দর ডেস্ক, তাহার উপর লিখিবার উপকরণাদি সংরক্ষিত। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহা পুরুষের শয়ন-কক্ষ। তিনি সেই কক্ষে লেডি পারসনসের ব্যবহারযোগ্য কোন সামগ্রী দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে মেঝের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি মেঝের উপর একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। মৃতদেহটি কুণ্ডলী-পাকাইয়া এ ভাবে পড়িয়া ছিল যে, কোথায় তাহার পা আর মাথাটাই বা কোন্ দিকে, প্রথম দৃষ্টিতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না! মিঃ ব্লেক মৃতদেহের নিকটে গিয়া ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দেখিলেন, মৃত ব্যক্তির জানুদ্বয় বাঁকিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়াছে; তাহার পিঠ ও বাঁকিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করিয়াছে! লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, কি ভয়ানক!"—নিহত ভৃত্যের দেহের সমস্ত রক্ত যেন তাহার মুখমণ্ডলে আসিয়া জমিয়া নীল হইয়া গিয়াছিল! অতি ভীষণ দৃশ্য!

ভৃত্য যে অত্যন্ত যাতনা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্যুকালে সে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগেরও সুযোগ পায় নাই,—ইহা তাহার মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন। ভৃত্যের দেহে এরূপ চাপ পড়িয়াছিল যে, তাহার মুখের রক্ত যেন গাল ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল! তাহার চক্ষু দুইটি অক্ষিঃকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল; সেই চক্ষু হইতে ত্রাস যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মুখবিবর হইতে জিহ্বা প্রায় আধ হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং [illegible] তাহা ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অদূরে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! চাকরটি মৃত্যুকালে কি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল—আমরা পথে দাঁড়াইয়া তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই হতভাগ্য ভৃত্য মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ঐ ভাবে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়াছিল।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি টাইগারকে লইয়া এই কক্ষের দ্বারের বাহিরে প্রতীক্ষা কর।"

স্মিথ তাঁহার আদেশে টাইগারের শিকল ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। টাইগার সেই কক্ষে প্রবেশের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহাকে সংযত করিয়া রাখা স্মিথের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। টাইগারকে মিষ্ট কথা বলিয়া, আদর করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াও, স্মিথ তাহাকে বশীভূত করিতে পারিল না; অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহার মস্তকে দুই একটা মৃদু চপেটাঘাত করিল; কিন্তু টাইগার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট গর্জ্জন করিল—যেন বলিতে চাহিল, "এ তোমার ভারি অন্যায়; তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না! আমাকে ছাড়িয়া দাও, অনেক কাজ আছে।"

মিঃ ব্লেক গালিচার উপর নিপতিত মৃতদেহের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া

দেহটি সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যটির বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বলিয়াই তাঁহার অনুমান হইল। তাহার মুখ দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত ; অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ। দেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—অল্পকাল পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার দেহের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল, তাহার মেরুদণ্ডও চূর্ণ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মৃত ভৃত্যের গলদেশ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "না, গলায় কোন চিহ্ন নাই ; সুতরাং গলা টিপিয়া ইহাকে হত্যা করা হইয়াছে—এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। অনন্তর তিনি মৃতদেহটি চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার পদদ্বয় সজোরে টানিয়া সোজা করিলেন, বাঁকা পিঠও চাপ দিয়া সরল করিলেন। তাহার পর তিনি কি ভাবিয়া তাহার ওয়েষ্ট-কোটের বোতামগুলি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং উভয় হস্তে তাহার বক্ষঃস্থল ও উভয় পঞ্জর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার বুকে ও দুই পাঁজরে ধীরে ধীরে হাত চালাইতে চালাইতে মিঃ ব্লেকের চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, কি ভয়ানক !"

মিঃ ব্লেক মৃত ভৃত্যের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কোন জীবিত ব্যক্তির দেহের উপর বাষ্পচালিত 'রোলার' ( ষ্টীম রোলার ) পরিচালিত করিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গের অস্থি যে ভাবে চূর্ণ হয়—সেই ভৃত্যের বুকের ও পাঁজরের অস্থিগুলি ঠিক সেই ভাবে চূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাহার বক্ষঃস্থলের ও পঞ্জরের একখানি অস্থিও অভগ্ন অবস্থায় পাইলেন না। ম্যাচ-বাক্সে সজোরে পদাঘাত করিলে তাহা যে ভাবে চূর্ণ হয়, তাহার দেহের অস্থিগুলিও সেই ভাবে চূর্ণ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন কার্য্যোপলক্ষে ব্রেজিলে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় একজন শিকারী সেই দেশের একজন আদিম অধিবাসীর মৃতদেহ একটি বোরা সাপের আলিঙ্গন-পাশ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সাপটিকে গুলী করিয়া মারিয়া তাহার কুণ্ডলীর ভিতর হইতে মৃতদেহটি বাহির করা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন—তাহার দেহের অস্থিগুলিও এই ভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই

ভৃত্য ত সেইরূপ ভীষণাকার সর্পের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে নাই ; তবে ইহার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুর কারণ কি ?—মিঃ ব্লেকের চক্ষু-দুটি কৌতূহলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজনায় অধীর হইলেন, এবং হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কুট্‌স, তোমার কন্‌ষ্টেবল রেনের দেহের আঘাতের সহিত এই হতভাগ্যের মৃতদেহের আঘাতের ঐক্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি ! উভয়েই অভিন্ন জানোয়ার বা মানুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ; তবে রেন সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহার দেহের সকল অস্থি চূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু এই ভৃত্যের দেহের—বুকের ও পাঁজরের একখানি অস্থিও অভগ্ন নাই, এই জন্য মুহূর্ত্ত-মধ্যে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। রেন যে তস্করকে জলের 'পাইপ' বহিয়া নামিতে দেখিয়া গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—ও যাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, সার ডিকটন পারসন্‌সের সর্দ্দার-খানসামাও তাহারই পলায়নে বাধা দিতে গিয়া, তাহার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল ; তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ !"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হইল ; তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিলেন, যেন তাঁহার আশঙ্কা হইল—কোনও একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার সেই কক্ষের কোন অদৃশ্য কোণ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, এবং উভয় হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার দেহের অস্থিগুলি চূর্ণ করিবে !—যে কনষ্টেবলটা তাঁহার অনুসরণ করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই কন্‌ষ্টেবল রেনের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিল ; মিঃ ব্লেকের কথাগুলি শুনিয়া সে সভয়ে দ্বারের নিকট সরিয়া-গিয়া হতাশ ভাবে রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিল, এবং কি কৌশলে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে—তাহাই ভাবিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তাঁহার আদেশ ব্যতীত সেই দ্বার খুলিতে তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার ডিকটন পারসন্‌স্ আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিলেন,

"চোরটা জানোয়ার ?—জানোয়ার আমার ঘরে ঢুকিয়া হীরকালঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছে ? এ যে অতি ভয়ানক কথা !"

তিনি সেই কক্ষের একটি দেওয়ালের নিকট গিয়া একটি ছোট গা-আলমারি স্পর্শ করিলেন; তখন অন্য সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন—আলমারির একখানি কপাট চৌকাট হইতে খুলিয়া-আসিয়া, একখানি কব্জায় বাধিয়া ঝুলিতেছিল, এবং সেই আলমারির ভিতর হইতে অলঙ্কারগুলি অদৃশ্য হইয়াছিল।

সার ডিকটন আলমারিটি দেখাইয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার অনুমান অসঙ্গত নহে। এই আলমারির কপাট গায়ের জোরে টানিয়া খুলিতে পারে এরূপ বলবান লোক কেহ আছে কি না জানি না; কিন্তু চোর এই আলমারির কপাট এরূপ বলে আকর্ষণ করিয়াছিল যে, চৌকাট হইতে তাহার কব্জা উপ্‌ড়াইয়া আসিয়াছে! চোর আলমারির ভিতর হইতে হীরকালঙ্কারগুলিও অপহরণ করিয়াছে। ঐ সকল অলঙ্কারের মধ্যে একছড়া হীরার নেকলেস ছিল; অল্পদিন পূর্ব্বে তাহা আমার স্ত্রীকে কুড়ি হাজার পাউণ্ডে কিনিয়া দিয়াছিলাম। চোরকে চুরী করিতে দেখিয়া আমার সর্দ্দার-খানসামা বোধ হয় তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু চোর তাহার দেহের অস্থিগুলি চূর্ণ করিয়া—তাহাকে হত্যা করিয়া অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। আমার স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়াই প্রভুভক্ত বার্কারের প্রাণ গিয়াছে! ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক সার ডিকটনের কথা শুনিয়া কোন কথা বলিলেন না। সেই কক্ষে তিনটি বাতায়ন ছিল; প্রত্যেক বাতায়নের সম্মুখে সুদৃশ্য পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। মিঃ ব্লেক সেই পর্দ্দাগুলি সরাইয়া পর পর তিনটি জানালাই পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, জানালাগুলির অর্গল ভিতর হইতে রুদ্ধ; কোনও জানালা খোলা ছিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চোরটা কোন জানালা দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করে নাই; বোধ হয় দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর আসিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যদি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সে চুরী করিয়া এই

কক্ষ ত্যাগ করিয়া থাকে—তাহা হইলে এখনও সে এই বাড়ী হইতে পলায়ন করিতে পারে নাই ; এই অট্টালিকার কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া পলায়নের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা চারি দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেই তাহাকে ধরিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কিন্তু তাহাকে আটক করিতে পারিবে কি?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে একটা শ্রবণভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি জিনিস কোন উচ্চ স্থান হইতে পতনের শব্দ ; মুহূর্ত্ত পরেই টাইগারের ভীষণ হুঙ্কার !—মিঃ ব্লেকের মনে হইল টাইগার গর্জ্জন করিতে করিতে দূরে প্রস্থান করিল।

মিঃ ব্লেক সভয়ে বলিলেন, “স্মিথ হঠাৎ ও ভাবে আর্ত্তনাদ করিল কেন? না জানি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে!”—তিনি এক লম্ফে পশ্চাৎস্থিত রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন।

দ্বারের বাহিরে সুপ্রশস্ত ঘেরা-বারান্দা দিয়া পথ। মিঃ ব্লেক সেই বারান্দায় আসিয়া স্মিথকে রেলিংএ ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাহার মুখ মলিন ; সে তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল, এবং তাহার হস্তস্থিত শিকলের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়িতেছিল! মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহা টাইগারের শিকল ; কিন্তু চামড়ার গলাবন্ধটা ছিঁড়িয়া শিকলে সংলগ্ন থাকিয়া স্মিথের হাতে ঝুলিতেছিল!

মিঃ ব্লেক ব্যগ্র ভাবে স্মিথের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন।—স্মিথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াও ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি স্মিথ! তুমি এ ভাবে কাঁপিতেছ কেন? টাইগার কোথায়?”

স্মিথ সেই বারান্দার অন্য দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “টাইগারটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে কর্ত্তা! আপনার আদেশে আমি তাহার শিকল ধরিয়া ঐ দ্বারের সম্মুখে বসিয়া ছিলাম। টাইগার অত্যন্ত অস্থির ভাবে মুক্তি

লাভের চেষ্টা করিতেছিল ; অবশেষে সে এরূপ জোরে একটা ঝাঁকুনী দিল যে, তাহার 'কলার'টা ফট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে যে উল্কার মত বেগে ঐদিকে দৌড়াইল ! তাহার গর্জ্জন শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল—সে কোন বন্য জন্তুর গন্ধ বা সাড়া পাইয়াছে। সে বোধ হয় এতক্ষণ তেতালায় উঠিয়াছে। ঐ শুনুন—সে কি রকম চিৎকার করিতেছে !"

সেই মুহূর্ত্তে তেতালার দিক হইতে টাইগারের বিকট গর্জ্জন মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। তাহার গর্জ্জনের বিশেষত্ব মিঃ ব্লেকের সুবিদিত ছিল। টাইগার তখন যে ভাবে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সে যে শিকারের সন্ধানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—এতক্ষণ পরে তাহার সম্মুখীন হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখন মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চোরটা এখনও এই অট্টালিকা হইতে পলায়ন করিতে পারে নাই ; বোধ হয় পলায়নের চেষ্টায় তেতালার দিকে গিয়াছে। টাইগার তাহার গন্ধ পাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছে। চল, আমরাও ঐ দিকে যাই।"

মিঃ ব্লেক আর পশ্চাতে না চাহিয়া দৃঢ়পদে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বিপদে পড়িয়া তাঁহার ভয় পাইবার অভ্যাস ছিল না। তিনি সেই অসমসাহসী ও বলবান নরহন্তা দস্যুকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় দ্বিতলের বারান্দা দিয়া দ্রুতপদে চলিতে চলিতে টাইগারের গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। তিনি সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া কিছুদূর যাইতেই তেতালায় উঠিবার সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় এক এক লাফে দুই তিন ধাপ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। টাইগার তখন আরও উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, টাইগার কত দূরে আছে তাহা স্থির করিয়া লইলেন, তাহার পর পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রভৃতি তখন তাঁহার অনেক পশ্চাতে ছিলেন।

মিঃ ব্লেক তেতালার কয়েক ধাপ নীচে থাকিতেই পুনর্ব্বার টাইগারের কণ্ঠস্বর

শুনিতে পাইলেন; কিন্তু তাহার সেই সাহস ও উৎসাহপূর্ণ ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের পরিবর্ত্তে এবার আতঙ্কবিহ্বল করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল! যেন সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাতর স্বরে তাহার প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। তাহার করুণ কণ্ঠস্বর অসহায় বিপন্নের নিরাশাব্যঞ্জক আকুলতায় পূর্ণ! মিঃ ব্লেক টাইগারের সেইরূপ ব্যকুল আর্ত্তনাদ পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করেন নাই। আততায়ীর আক্রমণে টাইগারের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি স্খলিত পদে তাড়াতাড়ি তেতালায় উঠিয়া, তেতালার বারান্দা দিয়া বাঁ-ধারের একটি কোণের দিকে অগ্রসর হইলেন, কারণ টাইগার সেই দিকে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বারান্দাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মিঃ ব্লেক দেওয়ালে হাত রাখিয়া সতর্ক ভাবে চলিতেছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে সেই কোণের কাছে আসিয়া বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচে' তাঁহার হাত পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ 'সুইচ' টিপিবামাত্র বারান্দার সেই অংশ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই উজ্জ্বল আলোকে সবিস্ময়ে দেখিলেন, টাইগার তাঁহার কয়েক গজ দূরে অত্যন্ত ভয়বিহ্বল ভাবে জড়সড় হইয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার স্বাভাবিক নির্ভীক দর্পোদ্ধত ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার তেজ, সাহস, বিক্রম অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল পশ্চাতের পদদ্বয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে তাহার সম্মুখের দুই পায়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বিপন্ন ও আহত খেঁকি কুকুরের মত 'কেঁউ কেঁউ' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে, এবং তাহার মুখ-বিবর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে!—সে আতঙ্ক-বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি এক একবার সম্মুখবর্ত্তী রুদ্ধ দ্বারের দিকে তুলিয়া, স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিল তাহা মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন না; কারণ রুদ্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কয়েক বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন; কিন্তু টাইগার তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করিল না! বোধ হয়

তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না। মিঃ ব্লেক তাহার এরূপ ব্যবহার আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি টাইগারের নিকটে গিয়া, তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি রে টাইগার! তোর কি হইয়াছে? এত ভয় পাইয়াছিস্ কেন?"—কিন্তু টাইগার তাঁহার আদরে বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল না হইয়া সর্ব্বশরীর আরও অধিক সঙ্কুচিত করিল, এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভীতিবিহ্বল 'কেঁউ কেঁউ' স্বরে তাহার বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মিঃ ব্লেক তখন বুঝিতে পারিলেন—সেই রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে তাঁহাদের দুর্দ্দান্ত শত্রু লুকাইয়া আছে, দ্বার খুলিলেই হয় ত তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই দ্বারটি সেই অট্টালিকার ত্রিতলস্থ একটি কক্ষের দ্বার। মিঃ ব্লেকের হৃদয় উদ্বেগ ও কৌতূহলে পূর্ণ হইল; তিনি দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার হাতল ধরিয়া সজোরে এক ধাক্কা দিলেন, দ্বার ভিতরে অর্গল-রুদ্ধ না থাকায়, সেই ধাক্কার প্রাবল্যবশতঃ হঠাৎ এরূপ বেগে খুলিয়া গেল যে, তিনি ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন; কিন্তু মেঝের উপর পড়িবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কক্ষটি তেতালার প্রান্তস্থিত বারান্দার এক কোণে অবস্থিত বলিয়া, বারান্দার দীপালোক সেই কক্ষে প্রবেশ করে নাই; তবে কিছু দূরে আলোক থাকায় তাহার আভায় সেই কক্ষের অন্ধকার কতকটা হ্রাস হইয়াছিল। সেই তরল অন্ধকারে তিনি কক্ষ-দ্বারের বিপরীত দিকে গরাদেবিহীন একটি খোলা জানালা দেখিতে পাইলেন। সেই জানালা দিয়া বাহিরের শীতল বায়ুর ঝাপ্‌টা আসিয়া তাঁহার চোখে মুখে লাগিল; কিন্তু তিনি যে দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন—তাহাতে স্প্রিং সংযুক্ত থাকায়, তিনি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই, তিনি একটা ভীষণমূর্ত্তি জানোয়ারকে সেই বাতায়নের অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন! মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জানোয়ারটা দাঁত বাহির করিয়া সরোষে কট-মট করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং তিনি আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল বাহির করিবার

পূর্ব্বেই, সে এক লম্ফে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল! মিঃ ব্লেকের মনে হইল—তাহার সুদীর্ঘ হাত দুইখানি যেন ইস্পাত নির্ম্মিত। তাঁহার দুই হাত দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; এবং জানোয়ারটা তাঁহাকে এ ভাবে বাহু-পাশে বন্দী করিয়াছিল যে, তাঁহার আর হাত নাড়িবার সামর্থ্য রহিল না। জানোয়ারটা দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে বুকে চাপিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক নিরুপায় হইয়া ঊর্দ্ধে মুখ তুলিবামাত্র সেই জানোয়ারটার উত্তপ্ত নিশ্বাস তাঁহার চোখে মুখে লাগিল; তাঁহার বোধ হইল যেন আগুনের একটা হল্কা বহিয়া গেল! তিনি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু জানোয়ারটার দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত; তাহার দেহে অসাধারণ বল। তাহার তুলনায় তিনি যেন একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশু! সে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ও পাঁজরে এরূপ জোরে চাপ দিতে লাগিল যে, তাঁহার আশঙ্কা হইল কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার দেহের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইবে, এবং মৃত খানসামাটার মত তাঁহাকেও নিহত হইতে হইবে। তাঁহার পশ্চাতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ, তিনি সেই কক্ষে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন—ইহা কেহ জানিতে পারিবে না; টাইগার প্রাণভয়ে আকুল,—সে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিবে না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, স্মিথ প্রভৃতি তখনও তেতালার নীচে; তাঁহারা তাঁহার সন্ধানে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইহলীলার অবসান হইবে!—তিনি যে চিৎকার করিয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন—তাহারও উপায় দেখিলেন না, তাঁহার তখন কণ্ঠরোধ হইয়াছিল; তিনি বুঝিলেন, মুহূর্ত্তপরেই তাঁহার শ্বাসরোধ হইবে।—সেই পিশাচের কবলগত হইয়া তাঁহার অস্থিগুলি মট্-মট্ শব্দ করিতে লাগিল; তাঁহার বক্ষের স্পন্দনও যেন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল! তাঁহার উদ্ধার-লাভের আশা ক্রমে বিলুপ্ত হইল; মৃত্যুর অন্ধকার প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিল!

কিন্তু মিঃ ব্লেকের মস্তিষ্ক তখনও অসাড় নাই; যে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব—তাহাতে তিনি তখনও বঞ্চিত হন নাই!

তিনি সেই বিকটাকার, বলিষ্ঠ পশুর কবল হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিলেন—বলে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা নাই, কৌশলে তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে; এইজন্য তিনি কৌশলাবলম্বনের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সেই দুর্দ্দান্ত জানোয়ারটার বাহুপাশে আবদ্ধ থাকিয়া, এতক্ষণ মুক্তিলাভের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। জাঁতা-কলের নীচে ইঁদুর পড়িলে, জাঁতার চাপে ইঁদুরের যেরূপ অবস্থা হয়—তাঁহার অবস্থাও প্রায় সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চেষ্ট হইলেন। তাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া তিনি অসাড়ভাবে দণ্ডায়মান থাকায় জানোয়ারটা মনে করিল—তাঁহার আসন্নকাল সমাগত হইয়াছে; সুতরাং তাহারও উৎসাহ যেন একটু হ্রাস হইল। মিঃ ব্লেক জানিতেন—ইঁদুর কোন কুকুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে—বিপন্ন ইঁদুরটা যতক্ষণ পলায়নের চেষ্টা করে—ততক্ষণ কুকুর তাহাকে ধরে ও ছাড়ে, ছাড়িয়া দিয়া ইঁদুর একটু নড়া-চড়া করিলে আবার ধরে; কিন্তু ইঁদুর মরিলে বা আড়ষ্টভাবে পড়িয়া থাকিলে, কুকুরের সে উৎসাহ থাকে না; সে একটু অসতর্ক হয়। জানোয়ারটার অবস্থাও সেইরূপ হইল, মিঃ ব্লেককে অসাড় ও আড়ষ্ট দেখিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য অসতর্ক হইল,—সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক তাঁহার মস্তক দ্বারা সেই জানোয়ারটার নাসিকায় এরূপ প্রচণ্ড বেগে এক গুঁতা দিলেন যে, সেই আঘাতে তাহার নাক থেঁৎলাইয়া গেল; সে যন্ত্রণায় মানুষের মত স্বরে তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে নাক ধরিল। পশুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেও, সেই সুযোগে মিঃ ব্লেক তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই প্রচণ্ড বেগে তাহার তলপেটে পদাঘাত করিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি দেহের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে স-বুট পদাঘাত করিলেন, তাহার বেগ সামান্য নহে; সেই আঘাতে জানোয়ারটা পূর্ব্বোক্ত জানালার সম্মুখে সটান চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

মিঃ ব্লেকও সেই অবসরে এক লম্ফে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নিমেষে তাঁহার পাৎলুনের পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তলটি বাহির করিলেন; তিনি তাঁহার আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া তাহা উদ্যত করিতে না করিতে, সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা না

করিয়া, মুহূর্ত্ত-মধ্যে এক লম্ফে সেই উন্মুক্ত বাতায়নের পাটাতনের (.sill) উপর উঠিয়া বসিল, এবং বাতায়নের ঊর্দ্ধস্থিত ঝিলিমিলি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ছাদে উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তে তাহার পা লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের আওয়াজ করিলেন।—সেই শব্দে ঘর কাঁপিয়া উঠিল। জানোয়ারটা পিস্তলের গুলীতে আহত হইল কি না মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু নরাকৃতি পশুটা ছাদের নিম্নস্থিত কাঠের ঝিলিমিলির সাহায্যে অবলীলাক্রমে ছাদে উঠিয়া অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বারের বাহিরে শুনিতে পাইলেন, "ব্লেক! তুমি কোথায়? আমরা যে তোমাকে চারি দিকে খুঁজিতেছি!"

কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন ইন্স্পেক্টর কুট্স সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্স ও তাঁহার সঙ্গীগণের সম্মুখীন হইলেন। সার ডিকটন পারসন্স্ ব্যগ্র ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালের 'সুইচ' টিপিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ আলোকিত করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার হাতে পিস্তল, মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কেশ বেশ বিশৃঙ্খল; নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা ও অবসাদ তাঁহার চোখে মুখে সুপরিস্ফুট!

ইন্স্পেক্টর কুট্স সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "আঃ ব্লেক! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমার জীবন বিপন্ন হয় নাই। ব্যাপার কি বল। আমরা তোমার পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি; তুমি কোথায় ছিলে—তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; তেতালায় আসিয়া কোন দিকে তোমার সন্ধান পাই নাই; শেষে টাইগারের চিৎকার শুনিয়া এইদিকে আসিতে আসিতে পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। চোরটাকে দেখিতে পাইয়া গুলী করিয়াছিলে কি?"

মিঃ ব্লেক পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই নরহন্তা দস্যুকে গুলী করিয়াছিলাম। এক মিনিট পূর্ব্বেও সে এই কক্ষেই ছিল। আমি এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল;

আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এত জোরে চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, আর দুই এক মিনিটের মধ্যেই আমার বুকের ও পাঁজরের হাড়গুলি চূর্ণ হইত; আমাকেও সার ডিকটনের সর্দ্দার-খানসামার মত নিহত হইতে হইত; কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আমি কৌশলে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাহার পেষণে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, বুক ও দুই পাঁজর নিদারুণ বেদনায় টন্-টন্ করিতেছে। আমি পদাঘাতে তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না—এই জন্য তাহাকে খোঁড়া করিয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলাম; গুলী তাহার পায়ে লাগিয়াছে কি না বলিতে পারি না। সে ঐ জানালার ঝিলিমিলি ধরিয়া ছাদে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।"

সার ডিকটন সবিস্ময়ে বলিলেন, "জানালার ঝিলিমিলি ধরিয়া ছাদে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়াছে?—অদ্ভুত! কিন্তু ছাদের উপর হইতে তাহার ত পলায়নের পথ নাই; তবে যদি সে ছাদের জল-নিঃসারণের নালি (পাইপ) বহিয়া নীচে নামিয়া যায়—তাহা হইলে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই! কিন্তু নীচে একজন কন্‌ষ্টেবল পাহারায় আছে—চোরটা তাহার চোখে ধূলা দিয়া পলাইতে পারিবে কি? যাহা হউক, আর এখানে দাঁড়াইয়া তর্ক বিতর্কে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, বারান্দার ঐ পাশে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলেই চোরটাকে ধরিতে পারিব। আমার বিশ্বাসী ভৃত্য বার্কারকে হত্যা করিয়াও সে যদি পলায়নের সুযোগ পায়, তাহা হইলে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না।"

মিঃ ব্লেক সার ডিকটনের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—সেই অট্টালিকার অন্য প্রান্তস্থিত সিঁড়ি দিয়া ছাদে যাইতে যে সময় লাগিবে—সেই অবসরে নর-হন্তা দস্যু কোন উপায়ে পলায়ন করিবে; সুতরাং তিনি সার ডিকটনের অনুসরণ না করিয়া, জানোয়ারটা গুলী খাইয়া যে পথে ছাদে উঠিয়াছিল—সেই পথে তাহার অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন, এবং সেই কক্ষের খোলা জানালার পাটাতনে উঠিয়া দুই হাতে পূর্ব্বোক্ত ঝিলিমিলি ধরিলেন, ও পলাতক দস্যুর ন্যায়

অবলীলাক্রমে ছাদে উঠিলেন। ব্যায়ামকুশল খেলোয়াড়েরা সমান্তরাল দণ্ডের উপর যেরূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করে, মিঃ ব্লেকের এই কার্য্যেও সেই রূপ দক্ষতা লক্ষিত হইল। তিনি দুই মিনিটের মধ্যে ছাদে উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিলেন। ছাদের উপর একটা চিম্‌নী দেখিয়া—চোরটা যদি সেই চিম্‌নীর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এই সন্দেহে, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু চিম্‌নীর আড়ালে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। হঠাৎ ছাদের উচ্চ আলিশার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি একটা বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থকে দ্রুতবেগে সেই আলিশার অন্য দিকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন।

মুহূর্ত্ত-পরে ফুল গাছের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ টব সবেগে তাঁহার মস্তক উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই তিন হাত দূরে পড়িয়া চূর্ণ হইল! সৌভাগ্যক্রমে তাহা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিল না; কিন্তু দূর হইতে সেই ভারি টবটা যেরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হইল—তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার আততায়ীর বাহুবলের পরিচয় পাইলেন। পর পর আরও দুইটি টব তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু তিনি যথেষ্ট তৎপরতার সহিত আত্মরক্ষা করিলেন।

মিঃ ব্লেক যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহার প্রায় কুড়ি গজ দূরে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। কয়েক মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলেন। দুর্দ্দান্ত দস্যুটা মিঃ ব্লেককে দেখিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে পূর্ব্বেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং দূর হইতে তাঁহাকে আহত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; এবার সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়া অধিকতর ভীত হইল, এবং ছাদের এক প্রান্ত হইতে দ্রুতবেগে অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইল।

সে যখন দৌড়াইয়া পলায়ন করে, তখন মিঃ ব্লেক গগনবিহারী নক্ষত্র পুঞ্জের অস্ফুট আলোকে দেখিতে পাইলেন—সেই ভীষণদর্শন দস্যু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়াইতেছে! তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গুলী ব্যর্থ হয় নাই; তাঁহার গুলীতে তাহার একখানি পা আহত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেকও দ্রুতবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে শয়তান! দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া তুই সোজা হইয়া দাঁড়া! তোর

পলায়নের পথ বন্ধ হইয়াছে। আমরা তোকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিব। পুলিশ এ বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক এই কথা বলিয়া দস্যুটাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; সে তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দশ বার গজ দূরবর্ত্তী আলিসার নিকট উপস্থিত হইল। সেই আলিসা মাটী হইতে প্রায় যাট ফিট উচ্চ। মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে দেখিলেন চোরটা মুহূর্ত্ত-মধ্যে আলিসার উপর উঠিয়া ক্ষণ-মাত্র চিন্তা না করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল!

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত ভাবে রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল মুহূর্ত্ত পরেই নিম্নস্থ মৃত্তিকায় তাহার পতনশব্দ শুনিতে পাইবেন; যাঠ ফিট উচ্চ-ছাদ হইতে নীচে পড়িবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে, এবং সে কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। সে তাহার কুকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে।

কিন্তু কৈ?—তিনি তাহার পতন-শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তাহার আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; তৎপরিবর্ত্তে তিনি সেই অট্টালিকার প্রান্তস্থিত বৃক্ষের শাখা-পত্রের আন্দোলন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—যেন উদ্দাম ঝটিকা-প্রবাহে বৃক্ষশাখা মড়-মড় শব্দে নড়িয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ছাদের আলিসার সেই অংশে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই ছাদের অদূরে একটি প্রকাণ্ড এল্‌ম গাছ দেখিতে পাইলেন; বৃক্ষের কোনও শাখা ছাদ স্পর্শ করে নাই, এবং ছাদের আলিসা হইতে কেহ লাফ দিয়া সেই বৃক্ষের কোনও শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে—ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; আলিসা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই বৃক্ষের কোন শাখা স্পর্শ করা মনুষ্যের অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সেই এল্‌ম বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন—একটা কৃষ্ণবর্ণ বানরাকার মূর্ত্তি সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে সবেগে নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে! একটি শাখা ধরিয়া ও অন্ত শাখায় পা রাখিয়া সে এরূপ

অবলীলাক্রমে নামিতেছিল যে, তাহা বানর ভিন্ন মনুষ্যের অসাধ্য! কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। সে নিবিড় পত্ররাশির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। মিঃ ব্লেক অতঃপর শাখা-পত্রের আন্দোলনের শব্দও শুনিতে পাইলেন না। গাছের একটি পাতাও নড়িল না।

মিঃ ব্লেককে আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দ্রুতগতি আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, এবং ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শয়তানটা কোথায় ব্লেক? তোমার সম্মুখ হইতে সে নিশ্চয়ই পলাইতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক সম্মুখস্থ এল্‌ম বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "সে ঐ গাছের উপর লাফাইয়া পড়িয়া চম্পট দিয়াছে—ইন্‌স্পেক্টর! অদ্ভুত ব্যাপার! তুমি স্বচক্ষে দেখিলেও তোমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতে না! আমি তাহাকে খোঁড়াইতে দেখিয়াছি; আমার পিস্তলের গুলীতে তাহার একখানি পা জখম হইয়াছে—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; তথাপি সে এই আলিসার উপর হইতে ঐ গাছে লাফাইয়া পড়িয়া, এক ডাল হইতে অন্য ডাল দিয়া কাঠবিড়ালীর মত অবলীলাক্রমে নামিতে লাগিল,—ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম! অদ্ভুত সাহস! বিস্ময়কর শক্তি!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিয়া ও দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ঐখানে গাছ—আর এই আলিসা, মধ্যে এতখানি ব্যবধান; সে এক লাফে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গাছে লাফাইয়া পড়িল? পা ফস্‌কাইয়া নীচে না পড়িয়া, গাছের ডাল ধরিয়া অবলীলাক্রমে নীচে নামিতে লাগিল! না ভাই ব্লেক! এবার আর চাকরী বজায় রাখিতে পারিব না।—ঠিক বলিতে পার—গাছ হইতে সে নীচে নামিয়া গিয়াছে?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অদূরবর্ত্তী পথের দিক হইতে মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনের ঘস্‌-ঘস্ শব্দ উত্থিত হইয়া নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সেই শব্দ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ শব্দের কারণ বুঝিতে পারিয়াছ?—আমাদের

খোঁড়া বন্ধু নির্ব্বিঘ্নে মোটর্-গাড়ীতে উঠিয়া চম্পট দান করিল। হাঁ, নিশ্চয়ই কোন মোটর-গাড়ী পথের ধারে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে গাছ হইতে নামিয়া অন্তের অলক্ষ্যে সেই গাড়ীতে আশ্রয় লইবামাত্র গাড়ী আমাদের অক্ষমতাকে সশব্দে উপহাস করিতে করিতে দূরে প্রস্থান করিল। কুট্‌স, আজ আমাদের কি শোচনীয় পরাজয়! কিন্তু এখনও বোধ হয় তাহার চুরীর সাধ পূর্ণ হয় নাই। পুনর্ব্বার তাহার সন্ধান পাইব। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে সমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আরে ভাই, মুখ দেখান ত পরের কথা! আমার এত দিনের চাকরীটিও যে বজায় রাখিতে পারিব না। চাকরী বজায় রাখিতে হইলে এখন দুইটি জিনিসের দরকার হইবে, নতুবা ডিস্‌মিস্!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি জিনিস?"

ইনস্পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একটি লাঙ্গুল, আর একটি—গাছের ডালে ডালে বিচরণের অভ্যাস!"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## পিতলের চাক্তি

সাধ্য হইলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পলাতক তস্করের মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিতেন; কিন্তু তিনি ও মিঃ ব্লেক হাতে পাইয়াও যাহাকে ধরিতে পারিলেন না, পলায়নের পর তাহার অনুসরণের চেষ্টা নিষ্ফল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সিঁড়ি দিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

স্মিথ টাইগারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দোতালার বারান্দায় তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। টাইগারের আতঙ্ক দূর হইলেও তাহাকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও অবসন্ন দেখাইতেছিল। সে মিঃ ব্লেককে দেখিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার জানুতে মাথা ঘসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক সস্নেহে তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিমর্ষভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। টাইগার পূর্ব্বে কোনও দিন কোন দুর্দ্দান্ত ও বলবান শত্রুকে দেখিয়া ঐরূপ ভীত বা সঙ্কুচিত হয় নাই, কোন দিন এভাবে কাতরতা প্রকাশ করে নাই। সে সিংহের ন্যায় সাহসী, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলবান, এবং কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে কখন কুণ্ঠিত হইত না; সেই টাইগারের আজ এ কি ব্যবহার? সাধারণ খেঁকি কুকুরের যতখানি তেজ ও সাহস থাকে, আজ সে তাহাও দেখাইতে পারিল না! লেজ গুটাইয়া, মাথা লুকাইয়া সে আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল! নিজের শোচনীয় পরাজয়ের উপর টাইগারের নিন্দনীয় ব্যবহারে ব্লেক অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। মানসিক গ্লানি ও লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টাইগারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্লেক, আমি তোমার টাইগারের ব্যবহার দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি! উহার শক্তি ও

সাহসের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। চোরটা যে জানোয়ারই হউক, আর তাহার দেহে যতই শক্তি থাকুক—টাইগার তাহাকে আক্রমণ না করিয়া ছাড়িত না ; অন্ততঃ, মরিয়া হইয়া তাহাকে এমন কামড় দিত যে, তাহা ছাড়াইয়া লওয়া চোরটার পক্ষে সহজ হইত না ; কিন্তু টাইগার তাহার কাছে ঘেঁসিতেও সাহস করিল না, দূরে দাঁড়াইয়া ভয়ে লেজ গুটাইয়া কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল ! ইহার কারণ কি ? যাহার প্রাণের ভয় নাই, সে কোন্ ভয়ে এরূপ কাতর হইল ?"

স্মিথ বলিল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস, টাইগার তাহার কাছে যাইবামাত্র কি একটা অদৃশ্য শক্তিতে প্রতিহত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছে; বলে বা সাহসে সেই শক্তি প্রতিরোধ করা অসম্ভব। মনে করুন বৈদ্যুতিক শক্তি ; মনে যতই সাহস থাক—আর দেহে যতই বল থাক—তাহার সাহায্যে কেহ কি প্রচণ্ড-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক 'ব্যাটারী' ধরিয়া থাকিতে পারে ?—আমি বলিতেছি না যে, জানোয়ারটা একটা জীবন্ত বৈদ্যুতিক ব্যাটারী ; কিন্তু যে টাইগার ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখীন হইতে ভয় পায় না, সে ঐ জানোয়ারটার ছায়া স্পর্শ করিতেও সাহস করিল না, ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।—এ যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার !"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ভৌতিক ব্যাপার-ট্যাপার আমি বিশ্বাস করি না ; তবে এই জানোয়ারটার দেহে কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উঃ, আমার বুকের ও পাঁজরের হাড়গুলা এখনও বেদনায় টন্-টন্ করিতেছে। ঐ আকারের কোনও প্রাণীর দেহে ঐ রকম বিপুল শক্তি থাকিতে পারে—ইহা আমি পূর্ব্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই। বলবান মনুষ্যকে চাপিয়া-ধরিয়া তাহার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিতে পারে, মনুষ্য বা মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী কোন জানোয়ারের এরূপ শক্তির অস্তিত্ব আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমি উহার চেহারাখানা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলে এই বিষয়ের আলোচনার একটা পথ পাইতাম।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স নিকটস্থ থানায় টেলিফোন করিবার জন্য একজন কন্ষ্টেবল পাঠাইয়া, সার ডিকটন পারসন্সের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই কক্ষে খানসামার মৃতদেহ তখনও

পড়িয়া ছিল। অল্পক্ষণ পরে সেই বিভাগের পুলিশের ডাক্তার সহ একজন ইন্‌স্পেক্টর ও একজন সার্জ্জেন্ট সার ডিকটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

আগন্তুকগণ সেই কক্ষে নীত হইলে ইন্‌স্পেক্টর কূট্‌স পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরকে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ সকল কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন; ইত্যবসরে পুলিশের ডাক্তার খানসামার মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন।—মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "লোকটা মরিয়াছে বটে! পরীক্ষায় বুঝিতে পারিলাম, আধঘণ্টা পূর্ব্বে মরিয়াছে; পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ মিনিট পূর্ব্বেও হইতে পারে। উহার বুকের ও পাঁজরের অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়াছে। লোকটা হঠাৎ ষ্টীম-রোলারের নীচে পড়িয়াছিল, তাহাতেই উহার অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই ঘটনার কথা গোপন করিয়া, উহাকে দ্বিতলের এই সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে আনিয়া ফেলিয়া রাখিবার কারণ নির্ণয় করা আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের এক্তারের বাহিরে! শ্বাসরোধে মৃত্যুর পর অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়াছে, কি অস্থি চূর্ণ হইয়া শ্বাসরোধ হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে—তাহা এখন স্থির করা কঠিন; সম্ভবতঃ আগেই অস্থি চূর্ণ হইয়াছিল, তাহার পর শ্বাসরোধ হয়! —এ ভাবে মানুষ মরিতে এই প্রথম দেখিলাম।"

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পিনার বলিলেন, "আপনি ষ্টীম-রোলারের কথা কি বলিতেছেন? ও কি কলের কুলী? ষ্টীম-রোলার সেই চোরটার হাত দু'খানা! সে সেদিন আমাদের কনষ্টেবল রেনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আধ-গুঁড়া করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে তাহার চিকিৎসা করিতে হয় নাই; তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি।—এ সেই চোরটারই কীর্ত্তি!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, একই সংক্রামক ব্যাধি! রেন সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে; এ বেচারার উপর চাপটা একটু বেশী পড়িয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। রোগীকে ছাড়িয়া রোগও চম্পট দিয়াছে।"—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ 'সি, আই, ডি-আফিসার'দের মধ্যে রসিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর পিনার সার ডিকটনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কোন অলঙ্কার-পত্র চুরী গিয়াছে? জুয়েলারী-টুয়েলারী কিছু?"

সার ডিকটন বলিলেন, "বিলক্ষণ! আমার স্ত্রীর যে সকল হীরকালঙ্কার অপহৃত হইয়াছে—তাহাদের মূল্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের কম নয়! একছড়া হীরার নেক্‌লেস চুরী গিয়াছে—তাহারই মূল্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড!—লণ্ডনে জহরত-চুরীটা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া আমি অলঙ্কারগুলি কালই ব্যাঙ্কে রাখিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ রাত্রে হঠাৎ এই বিভ্রাট! চোরটা বোধ হয় আমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা আজ রাত্রেই হঠাৎ আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে কেন?—গিন্নি থিয়েটারে গিয়াছেন। বাড়ী ফিরিয়া সকল কথা শুনিয়া তিনি হার্ট-ফেল করিয়া না বসেন!"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধভাবে দূরে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। পুলিশকে তদন্ত আরম্ভ করিতে দেখিয়া তিনি সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; অনধিকারচর্চ্চায় তাঁহার অনুরাগ ছিল না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেন না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগ্ন-আলমারিটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।—চোর পলাইলে তাঁহার বুদ্ধি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরীক্ষার পর তিনি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, দস্তুর-মাফিক কাজ করা শক্ত হইবে,—আঙ্গুলের দাগ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। চোরটা হয় হাতে দস্তানা দিয়া এই আলমারি খুলিয়াছিল, না হয়—ও কি ব্লেক! হঠাৎ তোমার ভাব লাগিল কেন?"

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বাঃ, এ কি!"—এই কথা শুনিয়াই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ ব্লেক তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার উভয় করতল পরীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন, তাঁহার উভয় করতলে চট্‌চটে সাদা রঙ্গ লাগিয়া আছে। কিন্তু তাঁহার স্মরণ হইল দশ মিনিট পূর্ব্বেও তাঁহার করতল পরিষ্কৃত ছিল; এই অল্প

সময়ের মধ্যে কোথায় কিরূপে তাঁহার অজ্ঞাতসারে হাতে রঙ্গ লাগিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, “আমার ভাব লাগে নাই, হাতে রঙ্গ লাগিয়াছে ; এই দেখ।—কিন্তু কোথা হইতে কিরূপে এই রঙ্গ আসিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না !”

মিঃ ব্লেক উভয় করতল প্রসারিত করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখাইলেন। তাঁহার হাত সাদা রঙ্গে ভরিয়া গিয়াছে দেখিয়া স্যার ডিকটন পার্‌সন্‌স্‌ তাঁহাকে বলিলেন, “আপনার হাতে রঙ্গ লাগিল কিরূপে তাহা আমি বলিতে পারি। আপনি চোরটার অনুসরণ করিবার জন্য তেতালার কুঠুরীর জানালা দিয়া ছাদে উঠিয়াছিলেন, স্মরণ আছে ত ? ছাদের কার্ণিশের নীচে কাঠের যে ঝিলিমিলি আছে—সেইগুলিতে আজ নূতন করিয়া রঙ্গ দেওয়া হইয়াছে ; সেই রঙ্গ এখনও শুকায় নাই। আপনি জানালার পাটাতনে উঠিয়া, সেই ঝিলিমিলি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কার্ণিশে উঠিয়াছিলেন, সেই সময় আপনার হাতে রঙ্গ লাগিয়াছিল ; আপনি তখন তাহা লক্ষ্য করেন নাই।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তদ্বারা উভয় করতল পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় উৎসাহে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল তিনি যে একাকীই ঐভাবে ছাদে উঠিয়াছিলেন এরূপ নহে, চোরটাকেও দুই হাতে ঝিলিমিলি ধরিয়া ছাদে উঠিতে হইয়াছিল। এই কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, “দেখ কুট্‌স, নরহন্তা চোরটার অঙ্গুলির চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে আমি বোধ হয় তোমাকে কতকটা সাহায্য করিতে পারিব।”

অনন্তর তিনি স্যার ডিকটন পারসন্‌সকে বলিলেন, “স্যার ডিকটন, আপনি আমাকে একটা ‘তিরজুত’ ও একটা হাতুড়ী আনিয়া দিতে পারেন ?”

তিরজুত ও হাতুড়ী কি কাজে লাগিবে—তাহা বুঝিতে না পারিলেও স্যার ডিকটন অবিলম্বেই তাহা আনিয়া দিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা হাতে লইয়া ত্রিতলের যে কক্ষে চোরের কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; এবং যে বাতায়নের সাহায্যে ছাদে উঠিয়াছিলেন, সেই

বাতায়নের পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া, হাতুড়ী ও তিরজুতটি ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তিনি অদূরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, “ইন্‌স্পেক্টর একটা বাতি জ্বালিয়া এই দিকে উঁচু করিয়া ধরিতে পার? অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, “তোমার মতলব কি ব্লেক! ক্ষেপিলে না কি? যদি পুনর্ব্বার ছাদে উঠিবার প্রয়োজন থাকে—তবে সিঁড়ি দিয়া ছাদে যাও; চোর ত চম্পট দিয়াছে, দুই চারি মিনিট বিলম্বে কি ক্ষতি হইবে?”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে আর কোন কথা না বলিয়া সার ডিকটন পারসন্‌সকে বলিলেন, “একটা বাতি ধরিতে পারিবেন না সার ডিকটন?”

সার ডিকটনের পকেটে বিজলি-বাতি ছিল, তিনি তাহা জ্বালিয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন। মিঃ ব্লেক সেই আলোকের সাহায্যে তিরজুত দিয়া বাতায়নের ঊর্দ্ধস্থিত ঝিলিমিলির দুই দিকের জোড়ের মুখের স্ক্রু-গুলি খুলিয়া লইয়া, সেখানে হাতুড়ীর আঘাত করিতেই প্রায় তিনহাত লম্বা একখানি ঝিলিমিলি খুলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক তাহা নামাইয়া দিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, “সাবধানে দুই পাশে ধর, সম্মুখে হাত না পড়ে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা দুই হাতে ধরিয়া জানালার নীচে নামাইয়া রাখিলেন; তাহার উপর কাঁচা রঙ্গ তখনও চট্‌চট্‌ করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “ব্যাপার কি ব্লেক! তুমি কি সার ডিকটনের ঘর-দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? এ আবার কি ভাবের গোয়েন্দাগিরি?”

মিঃ ব্লেক হাসিতে হাসিতে জানালা হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ঝিলিমিলিখানি পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, “আমার অনুমান অসঙ্গত হয় নাই; এই ঝিলিমিলির কাঁচা রঙ্গের উপর চোরের অঙ্গুলি-চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি! ছাদে উঠিবার সময় আমি এই ঝিলিমিলি দু’হাতে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; এজন্ত ইহার রঙ্গের উপর যেমন আমার আঙ্গুলের ছাপ পড়িয়াছিল, চোরটাও সেই ভাবে ছাদে উঠায়, ঝিলিমিলির রঙ্গে তাহারও আঙ্গুলের দাগ বসিয়াছিল। তুমি এই ঝিলিমিলি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে লইয়া যাও;

সেখানে ইহার ফটো লইয়া, সেই ফটো তোমাদের অঙ্গুলি-চিহ্নের বিশেষজ্ঞকে দেখাইবে; এই সকল অঙ্গুলি-চিহ্নের সাহায্যে ভবিষ্যতে ফল পাওয়া যাইতেও পারে।—এই পন্থাটি উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সোৎসাহে করতালি দিয়া বলিলেন, “বাহবা ব্লেক বাহবা! কি সূক্ষ্ম তোমার অন্তর্দৃষ্টি!”—পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পিনারও প্রশংসমান নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনার উদ্ভাবনী-শক্তি অসাধারণ, মিঃ ব্লেক!—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। দেখি কিরূপ অঙ্গুলি-চিহ্ন?”

ইন্‌স্পেক্টর পিনার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং দুই তিন মিনিট পরে সবিস্ময়ে বলিলেন, “এই কি অঙ্গুলি-চিহ্ন মিঃ ব্লেক? মানুষের এ রকম অদ্ভুত আকারের অঙ্গুলি-চিহ্ন পূর্ব্বে কখন দেখি নাই! যে সকল বক্ররেখা ও চক্রের উপর নির্ভর করিয়া অঙ্গুলি-চিহ্নের পার্থক্য নির্ণীত হয়—এই সকল অঙ্গুলি-চিহ্নে সেই বিশেষত্ব কোথায়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছি; তথাপি এগুলি ত অঙ্গুলি-চিহ্ন বটে; ইহার ফটো পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞ কি মত প্রকাশ করেন—তাহা জানা আবশ্যক।”

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই ঝিলিমিলির দুই প্রান্ত ধরিয়া সতর্কভাবে তাহা নীচে লইয়া চলিলেন। মিঃ ব্লেক ত্রিতলের সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবার সময় উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—গোলাকার কি একটা চক্‌চকে জিনিস্ দ্বারের অদূরে মেঝের উপর পড়িয়া আছে!—তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইলেন; হাতে তুলিয়া দেখিলেন—তাহা পিত্তল-নির্ম্মিত মেডেলের মত গোলাকার একখানি চাক্তি! তাহার একপ্রান্তে একগাছি সূক্ষ্ম কিন্তু সুদৃঢ় পিতলের চেন ঝুলিতেছিল। সেই চাক্তিখানা একটি আংটাদ্বারা চেনের সহিত আবদ্ধ ছিল। মিঃ ব্লেক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—সম্পূর্ণ চেনের কিয়দংশ মাত্র সেই চাক্তিতে আবদ্ধ ছিল,—যেন একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা টানে চেনগাছটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সেই ছিন্ন অংশ চাক্তিসহ সবেগে ঐস্থানে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই চাক্তিখানি, আর কেহ দেখিতে না পায়—এই উদ্দেশ্যে, তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিলেন। তিনি স্থির করিলেন, বাড়ী ফিরিয়া জিনিসটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবেন।

অতঃপর সার ডিকটন পারসন্সের গৃহে তাঁহাদের আর কিছুই করিবার ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও পিনার স্ব-স্ব নোট-বহি খুলিয়া সুদীর্ঘ রিপোর্ট লিখিলেন; তাহার পর হাসপাতালের গাড়ী আনাইয়া খানসামা বার্ব্বারের মৃতদেহ মড়িখানায় পাঠাইয়া তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ঝিলিমিলি লইয়া ইন্‌স্পেক্টর পিনার-সহ প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক টাইগার ও স্মিথকে লইয়া সার ডিকটনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুলিশের ডাক্তার ও সার্জেণ্ট পূর্ব্বেই স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন; তাহার পর আলোকিত উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত চাক্তিখানির কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে চাক্তিখানি পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাহা সেই কক্ষে লইয়া আসিলেন। তিনি কিরূপ বিপদে পড়িয়া ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন—তাহা স্মরণ হওয়ায় স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ আজ আমার পুনর্জ্জন্ম! উঃ, কি ভীষণ রাক্ষসের কবলেই পড়িয়াছিলাম! আমার বুকে ও পাঁজরে এখনও বেদনা আছে। জানোয়ারটা আমার শরীরের যে যে অংশ চাপিয়া ধরিয়াছিল—সেই সকল স্থানেই বোধ হয় কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে!"

স্মিথ বলিল, "পরমেশ্বরই আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, নতুবা আপনার অবস্থাও ঐ মৃত খানসামাটার মতই হইত কর্ত্তা!—আপনি গুলী মারিয়াও তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেন না, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।"

হঠাৎ মিঃ ব্লেকের হাতের চাক্তিখানার দিকে স্মিথের দৃষ্টি পড়িল; সে সবিস্ময়ে বলিল, "আপনার হাতে সোনার মেডেলের মত ওটা কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক স্মিথের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেই চাক্তিখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার এক দিকে একটি ভীষণাকৃতি

হনুমানের মূর্ত্তি খোদিত আছে! চাক্তিখানির আকার একটি আধুলি অপেক্ষা বৃহৎ নহে; তাহারই ভিতর সেই বানরটার মুর্ত্তির ভীষণতা সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল। হনুমানটার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি সমস্তই দেখা যাইতেছিল; তাহার সুদীর্ঘ লোম; হস্তদ্বয় বক্ষঃস্থলে সংস্থাপিত; এবং তাহার বিস্ফারিত ক্রুদ্ধ নেত্রে উগ্রতা সুপরিস্ফুট। জানোয়ারটা দুই পায়ে ভর দিয়া উচু হইয়া বসিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক চাক্তিখানি উল্টাইয়া, তাহার অপর দিকে কয়েক ছত্র হরফ দেখিতে পাইলেন। বাদসাহদিগের আমলের মোহরের উপর যেরূপ হরফ থাকে, সেইরূপ হরফ। ভাষাটা উর্দ্দু বলিয়াই প্রথমে তাঁহার ধারণা হইল। মিঃ ব্লেক উর্দ্দু ভাষা পড়িতে পারিতেন, কিন্তু এই অক্ষরগুলি পড়িতে পারিলেন না; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—উহা প্রাচ্যভাষা হইলেও উর্দ্দু নহে।

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এটি কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? ইহা কি চিজ্ তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না, কারণ আমি নিজেই তাহা জানি না; তবে সার ডিকৃটনের তেতালার যে কক্ষে সেই জানোয়ার দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই কক্ষের দরজার কাছে মেঝের উপর ইহা পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়া কুড়াইয়া বাড়ী আনিয়াছি। আমার বিশ্বাস—ইহা কাহারও গলায় ছিল,—টানাটানিতে ছিঁড়িয়া দরজার কাছে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "বোধ হয় উহা সেই জানোয়ারটার গলায় ঐ পিতলের চেন দিয়া বাঁধা ছিল। জানোয়ারের গলায় কে কি উদ্দেশ্যে উহা বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসাধ্য। শুনিয়াছি অনেক দেশের লোক গলায় মাদুলী কবচ প্রভৃতি ধারণ করে; কোন কবচে ঔষধ থাকে, কোন কবচ মন্ত্রপূত। কিন্তু উহা দেখিতে যে মেডেলের মত! মেডেলে রাজার চেহারা থাকে—উহাতে বানরের বা বন-মানুষের মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহা সেই জানোয়ারটার প্রতিমূর্ত্তি না কি? বাপ্‌রে! কি ভীষণ আকার! দাঁতগুলা মূলোর চেয়ে একটু ছোট, কিন্তু বেশী সাদা! আর চক্ষু দুটি ফাটিয়া প্রেম যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে!—হাঁ কর্ত্তা, উহা নিশ্চয়ই

সেই জানোয়ারটার গলায় ঝুলিতেছিল। টাইগার তাহাকে দেখিয়া আক্রমণ করিবার সময়, তাহার বুক বহিয়া লাফাইয়া-উঠিয়া টুঁটি কামড়াইতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহা না পারিলেও, আমার বিশ্বাস, ঐ চেনটা সে দাঁত দিয়া ধরিয়া জোরে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মারিয়াছিল—সেই টানে চেনগাছটা চাক্তি সমেত ছিঁড়িয়া দরজার কাছে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। হাঁ, এ টাইগারেরই কীর্ত্তি! আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে।”

টাইগার সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্তে গালিচার উপর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেদিন তাহার উৎসাহ ও প্রফুল্লতা অদৃশ্য হইয়াছিল; কিন্তু স্মিথ প্রসঙ্গক্রমে দুই তিন বার তাহার নাম উচ্চারণ করায়, সে মাথা তুলিয়া সাগ্রহে স্মিথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে কি খেয়াল হইল—তিনি উঠিয়া টাইগারের সম্মুখে আসিয়া সেই চাক্তিখানির শিকলটি এভাবে উচু করিয়া ধরিলেন যে, চাক্তিখানি টাইগারের নাকের কাছে ঝুলিতে লাগিল। টাইগার একবার নাক তুলিয়া সেই চাক্তিখানির ঘ্রাণ লইল; সঙ্গে সঙ্গে সে সেই দ্বার-প্রান্ত হইতে এক লাফে মিঃ ব্লেকের টেবিলের তলায় গিয়া আশ্রয় লইল, এবং পশ্চাতের পদদ্বয়ের ভিতর লেজ পুরিয়া দিয়া, ও মাথাটা সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের ভিতর রাখিয়া, লগুড়াহত খেঁকি কুকুরের মত হতাশভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; তাহার দেহের লোমরাশি ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল!

টাইগারের এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হইলেন। স্মিথ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাই ত! এ কি ব্যাপার!—এই সামান্য একখানি পিতলের চাক্তির গন্ধে টাইগার এত ভয় পাইল কেন? ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না! তবে চাক্তিখান যে সেই জানোয়ারটার গলায় এই চেন দিয়া বাঁধা ছিল—এবিষয়ে আমার আর এক বিন্দু সন্দেহ নাই। টাইগারই ইহা টানিয়া ছিঁড়িয়াছিল—তোমার এই অনুমান সত্য। এই চাক্তির কি কোন অদৃশ্য শক্তি আছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত জীবনে দেখি নাই!”

স্মিথ বলিল, “ও নিশ্চয়ই ভুতুড়ে চাক্তি কর্ত্তা! নিশ্চয়ই উহা মন্ত্রপূত কবচ।

আমার বিশ্বাস, টাইগার সেই জানোয়ারটার ভয়ে ও-রকম ব্যাকুল হয় নাই ; ঐ চাক্তিখানার অদৃশ্য শক্তিতেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।—চাক্তিখানা আপনার হাতে আছে—আপনার কোন অনিষ্ট না হয়!”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “অনিষ্ট হইলে তাহা ত জানিতে পারিব ; পরীক্ষাটা না হয় আমার উপর দিয়াই হইয়া যাউক। চাক্তিখানা পাওয়া ভালই হইয়াছে ; একটা সূত্র ত হস্তগত হইয়াছে। ইহার এক পিঠে একটা বানরের ছবি আছে,—অন্য পিঠে কোন্ ভাষায় কি লেখা আছে—জানা আবশ্যক। প্রাচ্য-ভাষাবিৎ কোন পণ্ডিতকে ইহা দেখাইয়া পাঠোদ্ধার করিতে হইবে। লেখাটার অর্থ জানিতে পারিলে রহস্যভেদের একটা পথ পাওয়া যায়।”

মিঃ ব্লেক চাক্তিখানি কোটের পকেটে রাখিলেন ; কিন্তু সেই চাক্তির মূল্য কি, এবং তাহার সাহায্যে কি দুর্ব্বোধ্য রহস্যের সন্ধান হইবে—তাহা তাঁহার কল্পনা করিবারও সামর্থ্য ছিল না। এই চাক্তির জন্য তাঁহাকে ও স্মিথকে পুনর্ব্বার কিরূপ ভয়ানক সঙ্কটে পড়িতে হইবে, এবং কি ভাবে তাঁহাদের জীবন বিপন্ন হইবে, তাহাও তখন তাঁহাদের বুঝিবার উপায় ছিল না। তাঁহারা বিদ্যুতালোক-সমুদ্ভাসিত সেই নিরাপদ কক্ষে বসিয়া মনে করিতেছিলেন তাঁহাদের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এই চাক্তির সাহায্যে ও ঝিলিমিলি-স্থিত অঙ্গুলি-চিহ্ন দ্বারা তাঁহারা সেই নরহন্তা তস্করের সন্ধান জানিতে পারিবেন ; কিন্তু কি ভীষণ বিপদের মেঘ তাঁহাদের মস্তকের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া বজ্রনাদে ও প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে তাঁহাদিগকে অভিভূত করিবার আয়োজন করিতেছিল—কৌতূহলী পাঠক পাঠিকাগণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলে যথাসময়ে তাহার পরিচয় পাইবেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## টাইগার মোশরা উঠল

রাত্রিকালে মিঃ ব্লেকের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই ; তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, গভীর নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্বরাত্রির সকল ঘটনা তাঁহার মনে পড়িল। পরিস্ফুট দিবালোকে তাঁহার মনে হইল—পূর্ব্বরাত্রির সেই লোমাঞ্চকর ব্যাপার যেন সত্য নহে ; যেন তিনি নিদ্রাঘোরে একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন !—তিনি স্নানাদির পর প্রাতর্ভোজনের জন্য উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল সদ্য-প্রস্তুত সুগন্ধি কফির সহিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাঁহার টেবিলে রাখিয়া গেল। মিসেস্ বার্ডেলের আর যে দোষই থাকুক—রন্ধন-বিদ্যায় তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, এবং মনিবের রুচি সে বেশ বুঝিতে পারিত ; মিঃ ব্লেকের সেবার প্রতিও তাহার বিশেষ যত্ন ও লক্ষ্য ছিল। এইজন্য মিঃ ব্লেক তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। তিনি আহার করিতে করিতে প্রাভাতিক সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই জানোয়ার-দস্যুর অদ্ভুত চৌর্য্যবৃত্তি ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সার ডিকটন পারসন্সের গৃহে সে যে সকল কাণ্ড করিয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ; সুতরাং সংবাদ-পত্রের বর্ণনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য ছিল কি না তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

মিঃ ব্লেক প্রথমে যে দৈনিকখানি খুলিয়াছিলেন, তাহাতে পাঠ করিলেন, “নিউ-স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারী ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই চুরী ও ভীষণ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই বহুদর্শী কর্ম্মঠ ইন্‌স্পেক্টর

অবিলম্বে নরহন্তা তস্করকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহার যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রির তদন্ত-প্রসঙ্গে সংবাদ-পত্রে তাঁহার নামের উল্লেখ না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু দুঃখিত হইলেন না। তিনি কাহারও নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হইতেন না, এবং খ্যাতিরও আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের উপদেশে ও সহায়তায় অনেক দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, জনসমাজে তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এই প্রশংসা ও খ্যাতি যে, প্রকৃতপক্ষে ব্লেকেরই প্রাপ্য, তাহা অতি অল্প লোকেই জানিত, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সে সকল কথা কোন দিন প্রকাশ করিয়া নিজের প্রাধান্য ও গৌরব খর্ব্ব করা সঙ্গত মনে করেন নাই; তথাপি তিনি বিপদে পড়িলেই অসঙ্কোচে মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হইতেন, এবং মিঃ ব্লেকও যথাশক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু লোকটি কিরূপ অসার ও দর্পান্ধ, তাহার বহু পরিচয় পাইয়া তিনি মনে মনে হাসিতেন।

টাইগার পিতলের চাক্তিখানির ঘ্রাণ লইয়া কিছুকাল বিহ্বল ও বিচলিত ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রমে শান্ত ও সুস্থ হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে তাহার কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। মিঃ ব্লেক সরকারী কার্য্যে কয়েক দিনের জন্য মফস্বলে গমন করায়, সেই কয়েক দিন তাঁহার সংবাদ-পত্র পাঠের সুযোগ হয় নাই; সুতরাং সেই দিন প্রভাতে সেই সকল সংবাদপত্র পাঠ করিয়া জ্ঞাতব্য ঘটনাগুলি জানিয়া লইলেন। যে সকল সংবাদ তাঁহার প্রয়োজনীয় মনে হইল, তাহাদের পাশে নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া, তাহা কাটিয়া-রাখিবার জন্য কাগজগুলি স্মিথের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্মিথ সংবাদগুলি কাঁচি দিয়া কাটিয়া খাতায় আঁটিতেছিল।

প্রভাত হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল; বারটা পাঁচ মিনিটের সময় মিঃ ব্লেকের টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাহার দপ্তর ফেলিয়া উঠিয়া গেল, এবং টেলিফোনে দুই চারিটি

কথা বলিয়া, চোঙটি হাতে ধরিয়া রাখিয়াই মিঃ ব্লেককে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর কূট্‌স আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কর্ত্তা! তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিয়া মনে হইতেছে, কোন কারণে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আপনি অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিবেন কি না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্গে তাহার তাড়াতাড়ি দেখা করিবার কি প্রয়োজন, জানিতে পারিয়াছ কি?"—নীল পেন্সিলটা তখনও তাঁহার হাতে ছিল।

স্মিথ বলিল, "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—কাল রাত্রে তিনি সার ডিক্‌টনের বাড়ী হইতে যে ঝিলিমিলি ঘাড়ে লইয়া আফিসে গিয়াছিলেন, সেই ঝিলিমিলি-সংলগ্ন আঙ্গুলের চিহ্ন সম্বন্ধে কি পরামর্শ করিবার জন্যই আপনাকে সেখানে যাইতে বলিতেছেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথা শুনিয়া সংবাদ-পত্রগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষুতে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রতিফলিত হইল। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "কূট্‌স এখনও ওখানে আছে কি? তাহাকে বল আমি এখনই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি।"—তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন; তাহার পর স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

পথে আসিয়া তাঁহারা একখানি খালি ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; সেই সময় একজন লোক অল্প দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। লোকটার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ ওভার-কোট; মাথায় নীল রঙ্গের একটা পাগ্‌ড়ী। তাহার ভাব দেখিলে মনে হইত, সে মিঃ ব্লেকেরই প্রতীক্ষায় কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু লোকটা তাঁহাদের পশ্চাতে থাকায় মিঃ ব্লেক বা স্মিথ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা পশ্চাতে না চাহিয়া, সম্মুখে কোন ট্যাক্সি আসিতেছে কি না তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে লোকটা চক্ষুর নিমেষে এক অদ্ভুত কাজ করিল! তাহার হাতে

কাচনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র পিচকিরি ছিল, সে সেই পিচকিরিটা উদ্যত করিয়া তাহার ডাণ্টিতে আঙ্গুলের চাপ দিল; সঙ্গে সঙ্গে ‘ফিস্’ করিয়া মৃদু শব্দ হইল, এবং পিচকিরির ভিতর হইল কয়েক বিন্দু শুভ্র তরল পদার্থ নিঃসারিত হইয়া মিঃ ব্লেকের পরিচ্ছদের পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিল। মিঃ ব্লেক সেই কয়েক বিন্দু লঘু আরোকের মৃদু-স্পর্শ বুঝিতে পারিলেন না।

মুহূর্ত্তের জন্য লোকটার গোল গোল ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি পিচকিরিটা পকেটে ফেলিয়া মিঃ ব্লেকের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না।

দুই তিন মিনিট পরে একখানি খালি ট্যাক্সি সেই দিকে আসিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া ট্যাক্সিচালককে থামিতে বলিলেন; গাড়ী থামিলে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। ট্যাক্সিচালক তাঁহাদিগকে লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অভিমুখে ধাবিত হইল।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটকের সম্মুখে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, এবং সেই সুবৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দোতালায় ইন্‌স্পেক্টর কূট্‌সের আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কূট্‌স তখন একটি ‘ফেল্‌ট হ্যাট’ পরিয়া কৃষ্ণবর্ণ একটি প্রকাণ্ড চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে একটি সাহেবের কথা শুনিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক কুট্‌সের আফিসে প্রবেশ করিয়া সেই সাহেবটিকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তিনিও স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ইন্‌স্পেক্টর, কিন্তু তিনি অঙ্গুলি-চিহ্নের বিশেষজ্ঞ। অপরাধীদের অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা বিভাগের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “বাঃ, খুব শীঘ্র আসিতে পারিয়াছ ত! ঐ চেয়ারখানা অধিকার কর, আর একটা চুরুট ধরাইয়া লও। তোমার মুখে চুরুট কি পাইপ না থাকিলে এমন বেঁড়ে দেখায়, যেন—”

মিঃ ব্লেক উপবেশন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “যেন লাঙ্গুলহীন শৃগাল,

অথবা পুচ্ছহীন ময়ূর! সে কথা যাক, এত জরুর তলপ কেন বল ত।”—তিনি একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস্ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, “গতকল্য আমাদের জানোয়ার বন্ধুর যে অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি ঘাড়ে-করিয়া আনিয়াছি, তাহার পরীক্ষা-ফল শুনাইবার জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।”

“মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পরীক্ষায় কি সপ্রমাণ হইল ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্স তাঁহার সহযোগী ইন্‌স্পেক্টর বডামের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “অঙ্গুলি-চিহ্ন বিশ্লেষণের মালিক ঐ বসিয়া আছেন—উনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।”

ইন্‌স্পেক্টর বডাম এবার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, “বড়ই অদ্ভুত পরীক্ষা, মিঃ ব্লেক! আমাদের আফিসের খাতা-পত্রে অসংখ্য অপরাধীর অঙ্গুলি-চিহ্ন বর্ত্তমান; কিন্তু এরূপ বিস্ময়কর অঙ্গুলি-চিহ্ন একটিও নাই। এ কেবল অদ্ভুত নহে, অসাধারণ ব্যাপার!”

মিঃ ব্লেক কৌতূহল দমন করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, “কোন্ হিসাবে অসাধারণ বলুন। উহা একটু অন্য রকম হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।”

ইন্‌স্পেক্টর বডাম কয়েকখানি চিত্রিত কার্ড বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “এগুলিকে অঙ্গুলি-চিহ্ন বলিবেন, কি কি বলিবেন, জানি না; ঝিলিমিলি-সংলগ্ন রঙ্গের উপর যে দাগগুলি দেখা গিয়াছিল—ইহা তাহাদেরই ফটো।”

মিঃ ব্লেক ফটোগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এগুলি নিশ্চয়ই মানুষের অঙ্গুলি-চিহ্ন নহে।”

ইন্‌স্পেক্টর বডাম বলিলেন, “না। লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কের পশুশালায় যে কয়েকটি ভীষণমূর্ত্তি গরিলা ও সিম্পাঞ্জি পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে—এগুলি তাহাদেরই কোনটার অঙ্গুলি-চিহ্ন! তাহাদের অঙ্গুলি-চিহ্নের সহিত এই চিহ্নগুলির কোন সাদৃশ্য আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে সেই পশুশালায় গিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর বডামের কথা শুনিয়া তাঁহার মুখে বিস্ময়ের ভাব পরিব্যক্ত না হইলেও তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি সেই ফটোগুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম এই যে, গত রাত্রে যে তস্কর সার ডিকটন পারসন্‌সের দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্দ্দার-খানসামাকে হত্যা করিয়াছিল, এবং সেই কক্ষের দেওয়ালের গা-আলমারি ভাঙ্গিয়া ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত অপহরণ করিয়াছিল—সেই অসমসাহসী ধূর্ত্ত তস্কর মানুষ নহে—একটা বানর, গরিলা বা সিম্পাঞ্জি মাত্র!"

ইন্‌স্পেক্টর বডাম বলিলেন, "পরীক্ষা-ফলে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। উহা মনুষ্যের অঙ্গুলি-চিহ্ন হইতেই পারে না।"

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কুণ্ডলীকৃত ধূমের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর বডামের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয়! এতদিন মানুষ-চোরের সন্ধানে গ্রামে নগরে ঘুরিয়া বেড়ান গিয়াছে, চোর ধরিবার জন্য এবার বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইল! কিন্তু নর অপেক্ষা বানর পাকড়ান কঠিন ব্যাপার; একবার যদি সে কোন প্রকারে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিতে পারে; তাহা হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সজ্ঞানে মোক্ষলাভ, গোয়েন্দাগিরির খতম! ব্যাপারখানা ক্রমেই জটিল ও সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি!—তবে কথা এই যে, হনুমান ও বানরগুলা মানুষের ভাষায় কথা বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে পারে ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কথাটা খুলিয়া বল, তোমার ওকথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাল রাত্রে সেই জানোয়ারটার সুদৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া যখন খাবি খাইতেছিলাম—সেই সময় তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় আমি হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে মাথা ঠুকিয়া তাহার নাকটি

প্রায় সাবাড় করিয়াছিলাম ; সেই আকস্মিক আঘাতের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে যে ভাষায় আর্ত্তনাদ করিয়াছিল—তাহা বানরের ভাষা নহে, তাহা মানুষের ভাষা ! বানরেরা এখন মানুষের ভাষা শিক্ষা করিয়াছে কি না তাহা আমার অজ্ঞাত।—সে যে কদর্য্য ও অশ্লীল ভাষায় সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল -তুমি পুলিশের লোক হইলেও, সে ভাষা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করিবে ; আমি ভদ্রলোক, গোয়েন্দাগিরি করিলেও, তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না। বানরটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ইতর শ্রেণীর দস্যু তস্কর বা গুণ্ডাদের দলে মিশিয়া ঐরূপ অকথ্য অশ্লীল কথা বলিতে শিখিয়াছে। তোমরা বলিবে, পাখীতেও কথা বলিতে পারে—আর শিক্ষা পাইলে বানর কথা কহিবে না ?—কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেই জানোয়ারটা বানর নহে। সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর বডামের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অঙ্গুলি-চিহ্নের-বিশ্লেষণ অকাট্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। বানর মানুষের মত কথা বলিতে পারে, এবং সিন্দুক আলমারি ভাঙ্গিয়া, হীরা জহরত চিনিয়া-লইয়া চুরী করিতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে বোতল ছাড়িয়া অন্য কিছু ধরা আবশ্যক !”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বডামের মুখের দিকে চাহিয়া নাক চুল্‌কাইতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বডাম অতঃপর কি বলিয়া আত্মসমর্থন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না ; কিন্তু কিছু না বলিলেও চলে না, এইজন্য তিনি ফটোগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া লইয়া, সেই দিকে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, “আমি ত ও সকল কথা জানি না ; আমি যে অঙ্গুলি-চিহ্নগুলি পাইয়াছি, কোন মানুষের আঙ্গুলের চিহ্ন ঐ রকম হয় না—হইতে পারে না, ইহাই জানি। সুতরাং এই সকল অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিয়া, এই চিহ্ন গুলি যাহার আঙ্গুলের—সে মানুষ, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই।—সিম্পাঞ্জি বা ঐ জাতীয় বৃহদাকার বানরের অঙ্গুলি-চিহ্ন ভিন্ন, ইহা যে মানুষের অঙ্গুলি-চিহ্ন নহে—এই বিদ্যার প্রত্যেক বিশেষজ্ঞকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; তবে বানরের মত আঙ্গুল বিশিষ্ট মানুষ কোথাও আছে কি না—তাহাও আমার অজ্ঞাত।”

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু

পূর্ব্ব রাত্রে যাহার কবলে পড়িয়া তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে বহু কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সে যতই বলবান ও দুর্দ্দান্ত হউক, মানুষ ভিন্ন সে যে কোন জানোয়ার—এ কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কি করিয়াই বা তাহা বিশ্বাস করিবেন? অঙ্গুলি-চিহ্ন একটা অকাট্য প্রমাণ হইলেও তাঁহার বিশ্বাস—বন-মানুষ বা কোন জাতীয় বানর পরিচ্ছদ পরিধান করে না, মানুষের মত সিন্দুক আলমারি ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করে না, এবং প্রহৃত হইয়া মানুষের মত ভাষায় হুঙ্কার দেয় না। সুতরাং এ কি রহস্য—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কয়েক মিনিট চিন্তার পর মিঃ ব্লেক চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, ঐ অঙ্গুলি-চিহ্নগুলিই তাহার বানরত্বের অকাট্য প্রমাণ—এই ধারণা পরিত্যাগ কর। আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য উহা কোন দুর্দ্দান্ত চতুর তস্করের অবলম্বিত একটা কৌশল বলিয়াই মনে হয়! কোন কোন তস্কর চুরী করিবার সময় হাতে রবারের দস্তানা ব্যবহার করে; যাহার যেরূপ ইচ্ছা—সে তাহার দস্তানার আকার সেইরূপই করিতে পারে। অল্প দিন পূর্ব্বে প্যারিসে যে চামার-দস্যুটা ধরা পড়িয়াছিল—তাহার কথা স্মরণ নাই কি? সকলে তাহাকে 'প্যারিসের সজারু' ( The porcupine of Paris ) বলিত। তাহার দস্তানায় ইস্পাত-নির্ম্মিত সূচ্যগ্র কাঁটা থাকিত; সে যাহাকে ধরিত তাহারই সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। সেই দুর্দ্দান্ত চতুর দস্যু লাকোম্বিকে আমার বন্ধু মিঃ উল্‌ফ্‌ অতি কষ্টে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। * তাহার দস্তানা-ঢাকা অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিয়া কি কিছু বুঝিতে পারা যাইত?—আমাদের এই চতুর বন্ধুটিও বোধ হয় ধূর্ত্ত লাকোম্বির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই জানোয়ারের বেশে আমাদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও সে বানর সাজিয়াই চুরী করিবে।—তবে তাহার শক্তি, সাহস ও ক্ষিপ্রতা যে অসাধারণ, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।"

* সুবিখ্যাত ফরাসী দস্যু 'সজারুর' কৌতুহলোদ্দীপক ও লোমহর্ষণ কাহিনী ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'র ২১৬-২২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। রহস্য-লহরীর অনেক পাঠক বোধ হয় তাহা পাঠ করিয়াছেন।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে এই সকল কথা বলিবার সময় মিঃ ব্লেক একটি কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি সার ডিক্‌টনের গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তেতালার কক্ষ-দ্বারের নিকট হনুমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত যে পিতলের চাক্তিখানি পাইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার স্মরণ হইল না। তিনি মুহ্যমান ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট বিদায় লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড পরিত্যাগ করিলেন, স্মিথও নীরবে তাঁহার সঙ্গে চলিল।

তাঁহারা উভয়ে পদব্রজে চলিতে চলিতে ক্যানন রো অতিক্রম করিয়া পার্লিমেণ্ট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "এই ব্যাপারের আগাগোড়া দুর্ব্বোধ্য রহস্যে আবৃত! অনেকের ধারণা, অঙ্গুলি-চিহ্নের প্রমাণ অব্যর্থ; কিন্তু অঙ্গুলি-চিহ্ন গোপন বা বিকৃত করিবার উপায়ও বিস্তর আছে। স্বীকার করি বটে—বানর বা বনমানুষকে দীর্ঘকাল শিক্ষা দিলে তাহাদের দ্বারা অনেক কঠিন কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মিঃ ব্লেক সহসা এক লাফে প্রায় তিন হাত পশ্চাতে পিছাইয়া পড়িলেন। তিনি পথের যে ধার দিয়া চলিতেছিলেন—তাহার অদূরে একজন বণিকের গাড়ী-ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেক সেই গাড়ীর ঘোড়াটার পাশে উপস্থিত হইবামাত্র ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল! গাড়ীতে জোতা না থাকিলে সে বোধ হয় পদাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিত। তাহার উন্মত্ত ভাব, রক্তাক্ত চক্ষু, ও দংশনোন্মুখ উন্মুক্ত দন্তশ্রেণী দেখিয়া স্মিথও সভয়ে দূরে পলায়ন করিল।

কোচম্যান গাড়ীতেই বসিয়া ছিল, সে যথাসাধ্য চেষ্টায় ঘোড়াটাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে পথিকগণকে সতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু ঘোড়াটা অন্য কোন দিকে না গিয়া ব্লেককেই আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাড়া করিয়া চলিল! অগত্যা মিঃ ব্লেক দৌড়াইয়া একজন তামাকবিক্রেতার দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঘোড়াটা তখনও প্রতিনিবৃত্ত হইল না; ফুটপাথে উঠিয়া সেই দোকানের দিকে যাইবার চেষ্টা করিল! সেই সময় একজন কন্‌ষ্টেবল পথের অন্য দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে অতি কষ্টে পথের অন্য দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ঘোড়াটা তখনও এক এক

বার থমকিয়া দাঁড়াইয়া তামাকওয়ালার দোকানের দিকে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল!

ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সেই কন্‌ষ্টেবল কোচম্যানটাকে বলিল, "এ রকম ক্ষ্যাপা ঘোড়া গাড়ীতে জুতিয়া পথে আনা তোমার উচিত হয় নাই; ইহাকে গুলী করিয়া না মারিলে কি একটা বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিবে! তোমার ঘোড়া এক দম বে-সায়েস্তা কেন?"

কোচম্যান বলিল, "কি জানি কর্ত্তা, ঘোড়াটা হঠাৎ ঐ রকম করিতেছে কেন? আজ দশ বৎসর এই ঘোড়া গাড়ী টানিতেছে; ইহার মেজাজ চমৎকার ঠাণ্ডা, আজ হঠাৎ কি রোগ হইল বুঝিতে পারিতেছি না!—এই দেখুন, এখন ত আর কোন রকম বজ্জাতি করিতেছে না।"—গাড়ী ঘোড়া তখন অনেক দূরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পথে আসিয়া স্মিথকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ঘোড়াটা এখন বেশ শান্ত ভাবে যাইতেছে! তবে কি আমার শরীরে কোন রকম গন্ধ পাইয়া ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল? এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! পথের ঘোড়া আমাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া কাম্‌ড়াইতে আসে—এরূপ ব্যাপার জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম!"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের সহিত ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের দিকে চলিতে চলিতে বলিল, "আমি ত জানি দুর্দ্দান্ত জানোয়ারগুলাকে পর্য্যন্ত আপনি সহজে বশীভূত করিতে পারেন। চিড়িয়াখানার একজন পশুপালক আপনার সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া সেবার বলিয়াছিল—আপনার হাতে পড়িলে বন্য জন্তুগুলা অতি অল্প দিনেই পোষ মানে। আজ তাহার উল্টা দৃষ্টান্ত দেখিলাম কর্ত্তা!"

কিছুকাল পরে মিঃ ব্লেক এই অপ্রীতিকর ব্যাপার বিস্মৃত হইলেন; কিন্তু সেই দিনই অপরাহ্ণে এই ঘটনার কথা তাঁহার মনে পড়িবার কারণ ঘটিল। কারণটি এরূপ অদ্ভুত যে, বিস্ময়, উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁহাকে অভিভূত হইতে হইল।—সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

সার ডিকটন পারসন্‌সের সর্দ্দার-খানসামার হত্যাকারী দুর্দ্দান্ত জানোয়ারটার

অঙ্গুলি-চিহ্নের রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক হে-মার্কেটের একজন তামাকবিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন 'পাইপ' ক্রয় করিলেন ; কারণ ক্ষ্যাপা ঘোড়াটা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি যখন পলায়নের চেষ্টা করেন—সেই সময় তাঁহার পাইপটা তাঁহার মুখ হইতে খসিয়া-পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পাইপ কিনিয়া, পাইপে সাজিয়া খাইবার গুঁড়া তামাক'ও তিনি খানিক কিনিয়া লইলেন। তাহার পর স্মিথের সঙ্গে বেকার ষ্ট্রীটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

চলিতে চলিতে স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা! আজ দিনটি কি চমৎকার! মেঘশূন্য আকাশ, ধব্‌ধবে সাদা খাসা রোদ। ইচ্ছা হইতেছে একখান গাড়ী লইয়া গল্‌ফ-খেলিবার মাঠে যাই ; সেখানে খানিক—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "ও-সকল খেয়ালে এখন আর কাজ নাই স্মিথ! হাতে বিস্তর কাজ জমা হইয়া আছে। আর বৈকালে আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে হইবে। কয়দিন বাড়ী না থাকায় মুলতবি কাজের আর অন্ত নাই! শনিবারের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বেলা দুইটার সময় বাড়ী ফিরিলেন! গৃহে প্রবেশ করিতেই মাংস-পাকের মিষ্ট গন্ধ মিঃ ব্লেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। প্রভাতে অল্প কিছু আহার করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন ; মাংসের গন্ধে তাঁহার ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

টাইগার সেই কক্ষের মধ্যস্থলে গালিচার উপর উপুড় হইয়া বসিয়া ঘর পাহারা দিতেছিল। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল ; সে বোধ হয় একটু আদর লাভের আশায় তাঁহার কাছে যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, "কি রে টাইগার! কাল রাতের সেই ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিয়াছিস্ ত? আয় কাছে আয়, তোর মেজাজটা কেমন আছে দেখি।"

মিঃ ব্লেক টাইগারের দিকে হাত বাড়াইলেন। টাইগার তাঁহার হাতের কাছে আসিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহার ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল, নাক ফুলাইয়া সে ফোঁস-ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল; তাহার পর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া, দাঁতগুলি সমস্তই বাহির করিল!

মিঃ ব্লেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে টাইগারের এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। টাইগার সক্রোধে গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া, শত্রু দেখিলে তাহাকে যে ভাবে আক্রমণ করিত, মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিবার জন্য সেই ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া লাফাইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হাত টানিয়া গলার কাছে তুলিয়া, এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল—টাইগার লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবে।

মিঃ ব্লেকের সতর্কতাবলম্বনের পূর্ব্বেই টাইগারের সম্মুখের পদদ্বয় তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিল; তিনি সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাহার সুতীক্ষ্ণ নখের আঘাতে তাঁহার কোটের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গেল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক সরিয়া দাঁড়াইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, টাইগার ভীষণগর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া স্মিথ তাহার গলার ‘কলার’ ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু ক্রুদ্ধ টাইগারকে শান্ত করা তাহার অসাধ্য হইল। সে টাইগারের মাথায় মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, “থাম্, টাইগার থাম্! তুই কি ক্ষেপিয়া গিয়াছিস্? তোর হইল কি?”

মিঃ ব্লেকের মুখ সাদা হইয়া গেল! তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে টাইগারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; টাইগার স্মিথকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার আরক্তিম চক্ষু ক্ষ্যাপা-কুকুরের চক্ষুর ন্যায় অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা হইল—টাইগার কোন

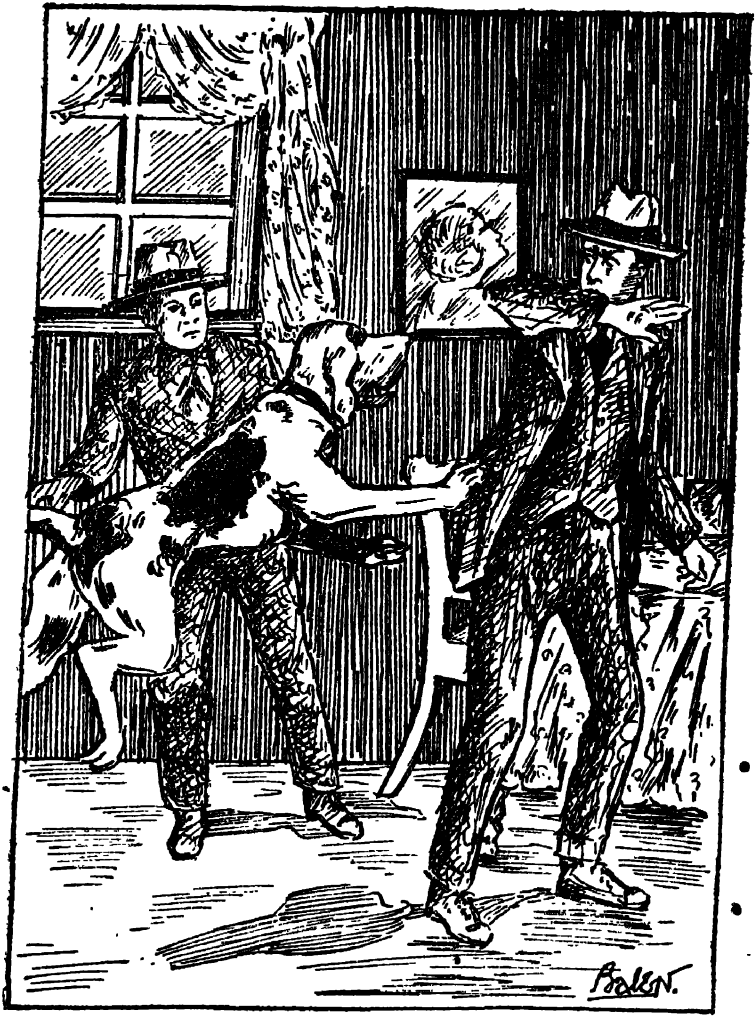

মিঃ ব্লেক প্রসারিত হাত গলার কাছে তুলিয়া, সরিয়া দাঁড়াইলেন টাইগারের সুতীক্ষ্ণ নখের আঘাতে তাঁহার কোটের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গেল। স্মিথ তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। ( ৫৬ পৃষ্ঠা )

কারণে নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া গিয়াছে। শেষে কি তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিতে হইবে? টাইগারকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে হইবে—এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য! কিন্তু উপায় কি? ক্ষিপ্ত টাইগারের দংশনে জলাতঙ্করোগে প্রাণত্যাগ করাও তিনি প্রার্থনীয় মনে করিলেন না।

মিঃ ব্লেক যখন টাইগারকে ক্রয় করিয়াছিলেন—তখন সে নিতান্ত শিশু, তাহার বয়স তিন মাসের অধিক ছিল না; তাহার পর তিনি তাহাকে পরম যত্নে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। টাইগার তাঁহার কিরূপ অনুরক্ত ছিল, কতবার সে কত ভয়ঙ্কর বিপদে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল—তাহার অনেক বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের সুবিদিত। সেই প্রভুভক্ত, চিরবিশ্বাসী, আজ্ঞানুবর্ত্তী টাইগার—আজ হঠাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার কণ্ঠশোণিত পান করিতে উদ্যত! মিঃ ব্লেকের পুত্র ছিল না; কিন্তু যদি তাঁহার পুত্র থাকিত, এবং সে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইত—তাহা হইলে তিনি হৃদয়ে যেরূপ কঠোর আঘাত পাইতেন, টাইগারের ব্যবহারেও তিনি সেইরূপ ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইলেন।

যাহা হউক, স্মিথ টাইগারের 'কলার' ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাকে অন্য দিকে টানিয়া লইয়া গেল। মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন টাইগার স্মিথকে আক্রমণ করিল না, বা তাহার প্রতি আক্রোশও প্রকাশ করিল না; তাঁহারই উপর টাইগারের যত রাগ!—ইহারই বা কারণ কি?

স্মিথ টাইগারকে অন্য একটি কক্ষে আটকাইয়া-রাখিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। মিঃ ব্লেক আয়নার কাছে গিয়া দেখিলেন—টাইগারের নখরাঘাতে তাঁহার মূল্যবান কোটটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার মুখে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও বিস্ময়ের চিহ্ন এরূপ পরিস্ফুট হইল যে, আয়নায় মুখ দেখিয়া নিজের মুখও যেন তিনি চিনিতে পারিলেন না! টাইগার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দংশন করিতে পারে নাই, এমন কি, তাঁহার দেহের কোন স্থানে তাহার নখরও স্পর্শ করে নাই; কিন্তু তিনি সতর্ক না হইলে ও স্মিথ টাইগারকে বাধা না দিলে, তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইত—তাহা চিন্তা করিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন; টাইগারের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়া ক্ষোভে দুঃখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

স্মিথ বলিল, "টাইগারকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া আসিলাম কর্ত্তা! কিন্তু ও-ঘরে গিয়া সে ত কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। তাহার মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে; এখন ক্ষ্যাপামীর চিহ্ন মাত্র নাই। আমাকে ত সে মুহূর্ত্তের জন্যও আক্রমণের চেষ্টা করে নাই; তাহার সকল রাগ আপনারই উপর!—ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না স্মিথ! তুমি যে কথা ভাবিতেছ—আমিও ত তাহাই ভাবিতেছি। টাইগারের এরূপ বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কি? আমার বিশ্বাস, উহার বুদ্ধিবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে; উহার কাজের জন্য উহাকে দায়ী করা যায় না। শীঘ্র একজন পশু-চিকিৎসককে আনাইয়া উহার রোগটা পরীক্ষা করা দরকার; সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এখন ত উহার স্বাভাবিক অবস্থা; রোগের কোন লক্ষণই নাই। টাইগার নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া উঠে নাই। যদি ক্ষেপিত, তাহা হইলে আপনার মত আমাকেও কাম্‌ড়াইবার চেষ্টা করিত; আমি উহাকে বশীভূত করিতে পারিতাম না। কিন্তু আপনার দৃষ্টির বাহিরে যাইবামাত্র উহার রাগ, অস্থিরতা, গর্জ্জন সমস্তই থামিয়া গিয়াছে। আমি একখণ্ড মাংস তাহাকে খাইতে দিয়া আসিয়াছি; সে মহানন্দে তাহা চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আমি আদর করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইলে—সে লেজ নাড়িয়া আমার পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাহার যে ঐ রকম উদ্ধত ভাব হইয়াছিল—ইহা যেন তাহার মনে নাই। এ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ত্তা! টাইগার ত কোন কারণে আপনাকে অন্য কোন লোক বলিয়া ভুল করে নাই?"

মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস ভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ছদ্মবেশে আমাকে তোমরা চিনিতে না পারিলেও—টাইগার আমাকে চিনিতে পারে; প্রথমে দুই একবার গর্জ্জন করিয়া, আমার ঘ্রাণ পাইবামাত্র আমার পায়ে লুটাইয়া পড়ে,—সে আমার

স্বাভাবিক বেশে আমাকে অন্য লোক মনে করিয়া আক্রমণ করিতে আসিবে? অসম্ভব!—আমার বিশ্বাস, টাইগারের এইরূপ বিচিত্র ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। গত রাত্রে সেই চোরটাকে আক্রমণের চেষ্টা করিবার পর হইতে টাইগারের স্বভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। কাল রাত্রে বাড়ী আসিয়াও উহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাইয়াছিলাম; আজও সেইরূপ হইল! যাহা হউক, আহার শেষ করিয়া একজন ডাক্তার আনিয়া দেখ; সে কি বলে জানা আবশ্যক।”

অতঃপর মিঃ ব্লেক ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন। যদি টাইগার সত্যই ক্ষেপিয়া থাকে—এবং চিকিৎসায় সে নিরাময় না হয়—তাহা হইলে তাহাকে গুলী মারিয়া হত্যা করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে—তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাকে হত্যা করিবার চিন্তাও তাঁহার অসহ্য হইল। টাইগারকে হারাইলে তাঁহার একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহার শোক সংবরণ করা তাঁহার অসাধ্য হইবে।—মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় মিসেস্ বার্ডেল তাঁহার টেবিলে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু টাইগারের অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ক্ষুধা তৃষ্ণা লোপ পাইয়াছিল; তিনি প্রায় কিছুই খাইতে পারিলেন না; স্মিথ নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। টাইগারকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, দ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। স্মিথও নিবিষ্ট চিত্তে আহার করিতেছিল; টাইগার কোনও কৌশলে তাহার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে মিঃ ব্লেকের টেবিলের নীচে গিয়া তাঁহার হাঁটুতে মস্তক স্পর্শ করিল। মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া পদপ্রান্তে টাইগারকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। মিঃ ব্লেক তাহাকে শান্ত ও সংযত দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তিনি সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে

পারিলেন, টাইগার তাহার পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য যেন অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল! তাহার চক্ষুতে একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে আহার বন্ধ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে টাইগারের দিকে তাকাইয়া আছে!—মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার স্মিথ! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; টাইগারের ক্ষ্যাপামী ত আর নাই!' এখন শান্ত শিষ্ট ভাবে আমার কোলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে—আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এখন উহার অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছে; কথা বলিবার শক্তি থাকিলে, টাইগার বোধ হয় আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত। ক্ষেপিয়াছে ভাবিয়া উহাকে গুলী করিয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম! কিছুকাল পূর্ব্বে হঠাৎ উহার ক্ষেপিয়া উঠিবার কি কারণ ঘটিয়াছিল স্থির করিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "আমিও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; তবে আমার অনুমান হইতেছে—আমরা যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন টাইগার বোধ হয় কোন দুর্দ্দান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণের কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল! কুকুরেও ঘুমের ঘোরে মানুষের মত স্বপ্ন দেখে—এ কথা মিথ্যা নয় কর্ত্তা! আমার বিশ্বাস টাইগার ক্ষিপ্ত হয় নাই; ক্ষেপিলে ও এত শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হইত না। কুকুরের ক্ষ্যাপামী আপনা হইতে চট্ করিয়া সারিয়া যায়—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

মুহূর্ত্ত পরে টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক কলের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি টেলিফোনে যে কথা শুনিলেন তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে নম্বর ভুল করিয়া আমার টেলিফোনে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে! এ রকম অত্যাচার—"

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শয়ন-কক্ষে কি একটা শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন টাইগার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাঁহার পরিচ্ছদের আল্‌নার কাছে দাঁড়াইয়া, আল্‌না হইতে একটি কোট টানিয়া লইয়া দাঁত দিয়া ছিঁড়িতেছে, আর

সর্ব্বাঙ্গের লোম কণ্টকিত করিয়া গোঁ-গোঁ-শব্দ করিতেছে! সে তখন অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথ ব্যগ্রভাবে মিঃ ব্লেকের পার্শ্বে উপস্থিত হইল, এবং দ্বারপ্রান্ত হইতে টাইগারের সেই অবস্থা দেখিয়া বলিল, "কর্ত্তা, টাইগারের আবার সেই মূর্ত্তি দেখিতেছি! আপনার কোটটা যে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিল! কাল রাত্রেও ঐ কোটটিই নখ বাধাইয়া ছিঁড়িয়াছিল, যে টুকু বাকি ছিল—আজ তাহা শেষ করিল! ঐ কোটের উপর উহার এত রাগ কেন?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টাইগার তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া সেই কোটটি সম্মুখের দুই পায়ে চাপিয়া-ধরিয়া দাঁত দিয়া ক্রমাগত টানিতেছিল, এবং ছিন্ন অংশ এক পাশে ফেলিয়া, কোটের অন্য অংশ সবেগে আকর্ষণ করিতেছিল,—যেন কোটের নীচে তাহার কোন অদৃশ্য শত্রু লুকাইয়া ছিল!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোটটি শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একটা নেকড়ার স্তূপে পরিণত হইল! তখন সে তাহার আরব্ধ কার্য্যে বিরত হইয়া সেই কক্ষের দ্বারের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র আহ্লাদ-ভরে লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন সে মিঃ ব্লেকের কি একটা প্রকাণ্ড উপকার করিয়াছে; এবং ঐ ভাবে কোটটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার একটা মহৎ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছে! কিন্তু মূল্যবান কোটটি এই ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মিঃ ব্লেক সুখী হইতে পারিলেন না; অথচ টাইগার অকারণে এই কাজ করিয়াছে—ইহাও বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্মিথকে বলিলেন, "টাইগারের ব্যবহার ক্রমেই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে স্মিথ! টাইগার পূর্ব্বে কোনও দিন আমার কোন ক্ষতি করে নাই; এই কোটটার উপর তাহার এত আক্রোশ কেন অনুমান করিতে পার?"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কর্ত্তা, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কাল রাত্রে সেই চোরটা যখন আপনাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছিল—তখন ঐ কোট

আপনার গায়ে ছিল; সুতরাং ঐ কোটে তাহার গায়ের গন্ধ লাগিয়া থাকাই সম্ভব। সেই জন্যই কি কোটটার উপর উহার অত রাগ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কোটটার উপর উহার আক্রোশ দেখিয়া তোমার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি—ঐ কোট আমার গায়ে থাকাতেই টাইগার আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল; উহার আক্রমণের বস্তুই কোট! কিন্তু কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধের জন্যই টাইগার কোটটা ওভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিল—ইহাও যে বিশ্বাস করা কঠিন! উহা আমি বহুদিন হইতে ব্যবহার করিতেছি, ইহার পূর্ব্বে কোনও দিন ত কোটটির উপর দন্তের শক্তি পরীক্ষার জন্য উহার এরূপ আগ্রহ দেখিতে পাই নাই!”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু আরও একটা কথা ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি কর্ত্তা! হইতে পারে টাইগার ঐ কোটে শত্রুর গায়ের গন্ধ পাইয়া রাগ করিয়া ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আমাদের বাড়ী ফিরিবার সময় সেই ঘোড়াটা কিজন্য হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া আপনাকে কামড়াইতে আসিয়াছিল? আপনি তাড়াতাড়ি তামাকওয়ালার দোকানে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ঘোড়াটা আপনার মাথা চিবাইয়া খাইত, না হয় পদাঘাতে আপনার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিত। অথচ কোচম্যান বলিল—ঘোড়াটা বেশ শান্ত শিষ্ট; কোন দিন তাহাকে ঐ রকম বেসায়েস্তা দেখা যায় নাই। আপনার ঐ কোটের মহিমায় ঘোড়াটাও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল কি না তাহাই বা কে বলিবে?—উহাতে এরূপ কি গন্ধ ছিল যে, তাহা পশুমাত্রকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিত?”

মিঃ ব্লেক স্মিথের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাহার কথাগুলি যে অযৌক্তিক নহে—ইহা বুঝিতে পারিলেন। স্মিথ তাঁহার আদেশে টাইগারকে সেই কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করিলে, তিনি সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তন্তুসার কোটটি তুলিয়া লইয়া সতর্কভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার ঘ্রাণ লইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন অপ্রীতিকর গন্ধ পাইলেন না। কুকুরের, বিশেষতঃ, টাইগারের ন্যায় ব্লড-হাউণ্ডের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র হইলেও, কোটে কোন রকম দুর্গন্ধ থাকিলে তাহার একটুও তাঁহার নাসারন্ধ্রে

প্রবেশ করিত না—ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সুতরাং তিনি এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যভেদের চেষ্টায় বিরত হইয়া অন্য কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

সেদিন তাঁহার অনেক কাজ ছিল; তন্মধ্যে চিঠি পত্র লেখা ও ডাকে দেওয়া একটি প্রধান কাজ। তিনি কয়েক দিন বাড়ীতে না থাকায় তাঁহার টেবিলের উপর একগাদা চিঠি জমিয়া ছিল। কতকগুলি চিঠি অত্যন্ত জরুরী, এবং অবিলম্বে তাহাদের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি পত্রগুলি খুলিয়া তাহাদের উপর চোখ বুলাইয়া, কতকগুলি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিলেন, কয়েকখানি পত্র স্মিথকে 'ফাইলে' গাঁথিয়া রাখিতে বলিলেন, এবং অবশিষ্ট কয়েকখানির উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল উত্তর 'টাইপ' করিয়া ডাকে পাঠাইবার ভার স্মিথের উপর অর্পিত ছিল।

মিঃ ব্লেক যখন পত্রগুলি লিখিয়া উঠিলেন—তখন রাত্রি প্রায় বারটা। অতঃপর তিনি ধূমপান করিয়া শয়ন করিতে চলিলেন। তিনি সন্ধ্যার পর কাজের মধ্যেই নৈশাহার শেষ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট হইতে কোন সংবাদ পান নাই; সেই দুর্দ্দান্ত তস্কর সেই রাত্রে অন্য কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া হীরকালঙ্কার অপহরণ করিলে, ভবিষ্যতে তাহাকে ধরিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে, এবং পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান পাইবে কি না, এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিদ্রামগ্ন হইলেন।

মিঃ ব্লেক জরুরি কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে রাত্রিকালে সাধারণতঃ ছয় ঘণ্টা ঘুমাইতেন, এবং হাতে সহস্র কাজ থাকিলেও তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত না; কিন্তু সেই রাত্রে তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবার কিছুকাল পরেই হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন।

তিনি শয্যাপ্রান্তে টেবিলের উপর ঘড়িটা খুলিয়া রাখিতেন, অন্ধকারেও তাহার কাঁটা দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া, ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন—দুইটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি আছে; সুতরাং তিনি দেড় ঘণ্টামাত্র ঘুমাইয়াই জাগিয়া উঠিয়াছিলেন।

হঠাৎ অদূরে কি একটা শব্দ শুনিয়াই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বালিশ হইতে মাথা না তুলিয়াই সেই শব্দের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েক মিনিট উৎকর্ণভাবে অপেক্ষা করিয়াও তিনি অদূরবর্ত্তী রাজপথে একখানি ট্যাক্সির ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ ও ঘড়ির টিক্‌-টিক্‌ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তথাপি তিনি অদূরে কোন ভারি দ্রব্য পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিয়াছেন, এ ধারণা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার শয়ন-কক্ষের একটি বাতায়নে ধপ্‌ করিয়া শব্দ হইল। কে যেন বাহিরের দিক হইতে তাহাতে ধাক্কা দিল!—সেই বাতায়নটি তাঁহার শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকায়, তিনি সেই দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সম্মুখে পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় জানালার শার্সি কেহ খুলিয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সেই জানালার মধ্যস্থলে একখানি প্রসারিত-হস্ত দেখিতে পাইলেন; অপরিস্ফুট চন্দ্রালোকে হাতখানি পর্দ্দার পাশ দিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; মুহূর্ত্ত পরে তিনি দেখিলেন, একটা বিকট মূর্ত্তি জানালার পাটাতনের বাহিরে জড়-সড় হইয়া বসিয়া, হাত বাড়াইয়া জানালার পর্দ্দাখানি এক পাশে সরাইয়া দিল।

মিঃ ব্লেক এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য—তাহা তিনি হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই মূর্ত্তিটা জানালার পর্দ্দাখানি সরাইয়া-ফেলিয়া, জানালার নিম্নস্থিত খড়খড়ির কাটা-পাল্লার উপর উঠিয়া বসিল। এইবার তাহাকে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কি বিকট মূর্ত্তি! কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত নৈশ আকাশের ধূসরাভ পটবিন্যস্ত কৃষ্ণবর্ণ চিত্রবৎ তাহা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে প্রতীয়মান হইল।

আকস্মিক সঙ্কটে মিঃ ব্লেকের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব হইত না; সুতরাং এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই তাঁহার বিস্ময় দূর হইল। তিনি শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহই

তাঁহার মাথার বালিশের নীচে টোটাভরা পিস্তল ও বৈদ্যুতিক দীপ রাখিয়া দিতেন; তিনি নিঃশব্দে মাথার বালিশের নীচে হাত পুরিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুইটি জিনিস টানিয়া বাহির করিলেন, এবং শয্যায় বসিয়া বাম হস্তে বিজলি-বাতিটা প্রজ্জ্বালিত করিয়া, তাহার আলোক উন্মুক্ত জানালার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার হস্তস্থিত বিজলি-বাতির উজ্জ্বল আলোক সেই উন্মুক্ত জানালার দিকে প্রসারিত হইবামাত্র জানালার খড়খড়ির কাটা-পাল্লার পাটাতনের উপর তিনি যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার দেহের শোণিত যেন হিম হইয়া গেল, এবং বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত রহিত হইল! সেরূপ ভয়াবহ, কুৎসিত মুখচ্ছবি তাঁহার কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না। তাহার বিস্ফারিত সুগোল চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া ভয়ে তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইল। সে মুখ মানুষের মুখ নহে; মুখের চারি দিকে সিংহের কেশরের ন্যায় পিঙ্গলাভ লোমরাজি বিরাজিত; সুদীর্ঘ লোমশ হস্তদ্বয় পেশীবহুল; ললাট ক্ষুদ্র ও ঢালু; চক্ষুদুটি ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় জ্বলিতেছিল। ক্ষুধিত হায়েনার বুভুক্ষা সেই চক্ষু হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার নাক থ্যাবড়া; মুখ-বিবর উন্মুক্ত, তাহাতে করাতের মত তীক্ষ্ণধার সুবৃহৎ শুভ্র দন্তশ্রেণী।—সে যেন তাঁহাকে কবলিত করিয়া চর্ব্বণ করিবার উদ্দেশ্যেই জানালার উপর বসিয়া ছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষুর নিমেষেই বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুক মানুষ নহে, অতি ভীষণাকার হনুমান, বা সিম্পাঞ্জি, বা গরিলা জাতীয় বানর!—মিঃ ব্লেক বিজলি-দীপটি জানালার দিকে প্রসারিত করিয়া, তাহার উজ্জ্বল আলোক জানোয়ারটার মুখের উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র মুহূর্ত্তের জন্য সে চক্ষু সঙ্কুচিত করিল; তাহার পর সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে বিকট গর্জ্জনে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই, মিঃ ব্লেক তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন।—তিনি মুহূর্ত্ত-কাল বিলম্ব করিলে সেই জানোয়ারটা

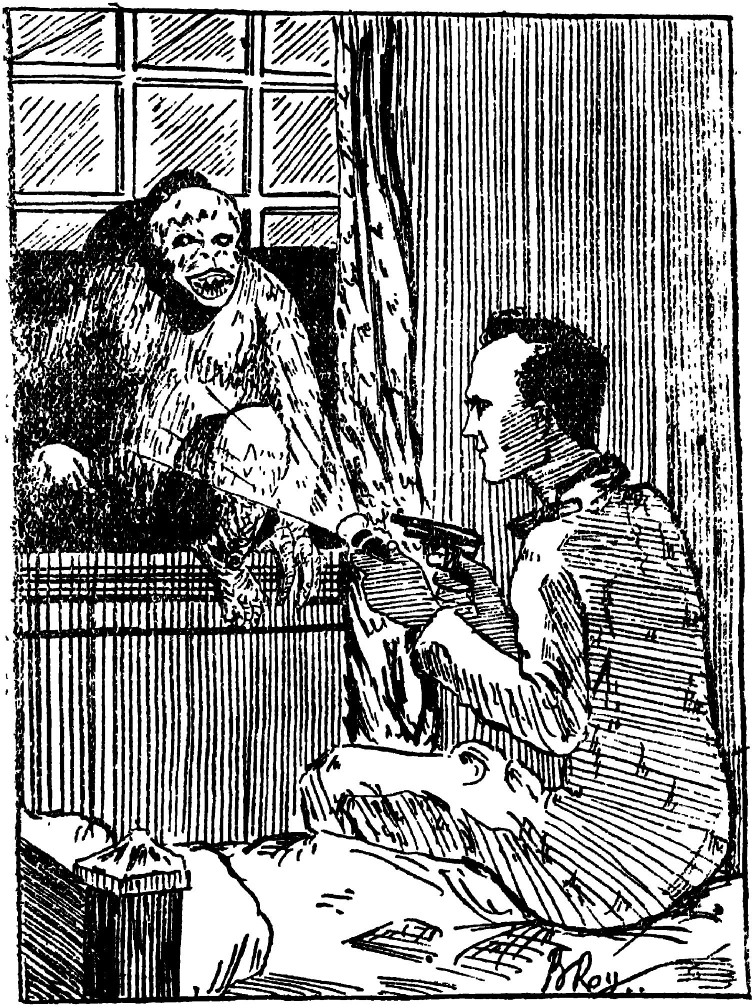

মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির উজ্জ্বল আলোক জানোয়ারটার মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন। ( ৬৬ পৃষ্ঠা )

তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া, সুদৃঢ় বাহুপাশে তাঁহাকে বন্দী করিত তাহার পর তাঁহার কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করিয়া তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

কিন্তু দুর্দ্দান্ত পশুটা জানালা হইতে তাঁহার শয্যায় লাফাইয়া পড়িবার অবকাশ পাইল না; সরোষে গর্জ্জন করিয়া লম্ফপ্রদানের পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেকের পিস্তলের অব্যর্থ গুলী তাহার সুপ্রশস্ত লোমশ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। জানোয়ারটা গুলী খাইয়াও এক মুহূর্ত্ত সেই জানালা ধরিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর তাহার অবশ হস্ত জানালা হইতে খসিয়া ঝুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন বিশাল দেহ জানালার বাহিরে প্রাচীরের নীচে সশব্দে নিপতিত হইল।

মিঃ ব্লেক পিস্তল নামাইয়া, পুনর্ব্বার সেই জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দুই একটি নক্ষত্রের স্তিমিত প্রভা তাঁহার আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে প্রতিফলিত হইল। তাঁহার সন্দেহ হইল, নিদ্রাঘোরে তিনি আতঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তিকে গুলী করিয়াছেন! কিন্তু জানোয়ারটার বিকট গর্জ্জন তখনও তাঁহার শ্রবণ-বিবরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য! অতি কঠোর সত্য!"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## গোদা হনুমান সেখানে কে আনিল

**মিঃ** ব্লেক এক লম্ফে শয্যা হইতে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে পতিত হইলেন; দ্বিতীয় লম্ফে দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া 'সুইচ' টিপিয়া সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করিলেন। মিঃ ব্লেক হনুমানটার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া যে গুলী মারিয়াছিলেন, তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন; এইজন্য তাহার পতনের পূর্ব্বে দ্বিতীয় বার তাহাকে গুলী করিবার সুযোগ পাইয়াও সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। গুলী খাইয়া সে জানালা হইতে মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল, সেই সুযোগে মিঃ ব্লেক তাহাকে পুনর্ব্বার গুলী করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। সিংহ ব্যাঘ্র গুলী খাইয়াই শিকারীর উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে; কিন্তু বানরটা সেরূপ চেষ্টা না করিয়া, আড়ষ্ট ভাবে পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেও আপনাকে কতকটা নিরাপদ মনে করিতে পারিয়াছিলেন। জানোয়ারটা নিহত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিলেও সে কোথা হইতে তাঁহার জানালায় আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং কি জন্যই বা তাঁহাকে নিশীথে গোপনে হত্যা করিতে তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহার আদ্যোপান্ত সকল ব্যাপারই দুর্ভেদ্য রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেকের দেহ তখন শয়নের পরিচ্ছদে আবৃত ছিল; তিনি তাড়াতাড়ি গায়ে একটা গাউন জড়াইয়া, এবং চটি পায়ে দিয়া সেই কক্ষের বাহিরে যাইবেন—সেই সময় স্মিথ আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে স্খলিত পদে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল, এবং বিস্ফারিত চক্ষু দুটি যেন কপালে উঠিয়াছিল।

স্মিথ তাঁহাকে দেখিয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি কর্ত্তা ! এত রাত্রে অসময়ে এ কি কাণ্ড ? হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; ভাবিলাম, কে হয় ত আপনাকেই গুলী করিয়াছে ! আপনি আহত হন নাই দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কেহ কি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে স্মিথ। একটি অপরিচিত অতিথি বিনা-নিমন্ত্রণে এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল। অগত্যা একটি সুমিষ্ট সীসার গোলা দিয়া পরম সমাদরে অতিথি-সৎকার করিয়াছি।—গোলাটি সে তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিয়াছে।"

স্মিথ ব্যগ্রস্বরে বলিল, "পরিহাস রাখুন কর্ত্তা ! এই গভীর রাত্রে শয়ন-কক্ষে অতিথি !—তবে কি কোন চোর আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল ?—কোথায় সে ? গোলাটি সে তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াছে বলিলেন। গুলী মারিয়া তাহাকে খোঁড়া করিয়াছেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খোঁড়া করিব কি ? গুলী খাইয়া সে অক্কা-লাভ করিয়াছে। আমার জানালা হইতে এক লম্ফে যমালয়ে পৌঁছিয়াছে।"

স্মিথ সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "লোকটাকে হত্যা করিয়াছেন ?—সহস্র অপরাধ করিলেও আপনি ত কাহাকেও খুন করেন না কর্ত্তা ! নরহত্যা যে মহাপাপ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু বানর-হত্যা, বিশেষতঃ অত্যাচারী হিংস্র-প্রকৃতির বানরকে হত্যা করা বোধ হয় পাপ নহে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "বানর ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অথবা গোদা হনুমান। একটা ভীষণাকৃতি প্রকাণ্ড হনুমান আমার শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, এবং পিস্তলটাও মাথার বালিসের নীচে ছিল ;—বিজলি-বাতি জ্বালিয়া যেমন তাহার বিকটমূর্ত্তি

দর্শন, আর তৎক্ষণাৎ আমার পিস্তলের গুলী-বর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কদলী-ভক্ষণ ও জানালার বাহিরে পতন।”

স্মিথ বিহ্বল স্বরে বলিল, “গোদা হনুমান? কি সর্ব্বনাশ! কিরূপে কোথা হইতে আগমন? আপনার উপর তাহার আক্রোশের কারণ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে সকল কথার কিছুই জানি না স্মিথ! অনুমান করিবারও সাধ্য নাই। যদি তোমার সন্দেহ হইয়া থাকে—আমি ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া, উত্তেজনার বশে গুলী চালাইয়াছি, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল তোমার সন্দেহভঞ্জন হইবে।”

এই কথা বলিয়া, যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল—তাহা মিঃ ব্লেক সঙ্ক্ষেপে স্মিথের গোচর করিলেন। তাহার পর পিস্তল ও বিজলি-বাতি হাতে লইয়া তাঁড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন; স্মিথ কৌতূহলস্পন্দিত বক্ষে তাঁহার অনুসরণ করিল। মিসেস্ বার্ডেল তখন শয্যায় শয়ন করিয়া সুগম্ভীর নাসিকা-গর্জ্জনে তাহার শয়ন-কক্ষ মুখরিত করিতেছিল। পিস্তলের শব্দে তাহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক সিঁড়ির নীচে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের বহির্ভাগে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় তাঁহার বহির্দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি দ্বার খুলিয়া দিতেই দ্বারের বাহিরে একজন দীর্ঘদেহ স্থূলকায় কনষ্টেবলকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, “ব্যাপার কি, মিঃ ব্লেক! আপনার বাড়ীতে কি কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে?—কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আপনার বাড়ীর পাশ দিয়া রোঁদে যাইতে যাইতে আপনার ঘরে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াছি; পরমুহূর্ত্তেই আপনার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমারই পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াছিলে ব্রিগ্‌স! আমার শয়ন-কক্ষে একটি প্রাণীর শুভাগমন হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই গুলী করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কার্য্যটি না করিলে তোমরা কাল সকালে আমাকে জীবিত দেখিতে না।”

কনষ্টেবল ব্রিগ্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। সে জানিত, মিঃ ব্লেক কাহাকেও অযথা গুলী মারিবার লোক নহেন; নিতান্ত প্রাণের দায়েই তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। মিঃ ব্লেককে সে বিলক্ষণ চিনিত। দস্যু তস্করেরা তাঁহার কিরূপ শত্রু—তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। যে সকল দুর্দ্দান্ত দস্যু তস্কর গুণ্ডা ও বাট্‌পাড় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমগ্র পুলিশ ফৌজকে অগ্রাহ্য করিত—তাহারা মিঃ ব্লেককে যমের মত ভয় করিত; তাহাদেরই কেহ রাত্রিকালে গোপনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।—তিনি আত্মরক্ষার জন্য গুলী করিয়া থাকিলে—তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই ভাবিয়া সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনার গুলী বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু চোরটা খোঁড়া হইয়াছে না মরিয়াছে জানিতে পারিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইতে পারিব।"

কনষ্টেবল ব্রিগ্‌স কৌতূহলভরে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন। মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে ব্রিগ্‌সকে বলিলেন, "আমি যাহাকে গুলী করিয়াছি, সে যদি নিহত হইয়া থাকে—তাহা হইলে করোনারের তদন্তের প্রয়োজন হইবে না।"

ব্রিগ্‌স তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে জানিত—তাহার উপরওয়ালারা সর্ব্বদাই মিঃ ব্লেকের বাড়ীতে ধরণা দিয়া থাকেন, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। মিঃ ব্লেক পাকশালা অতিক্রম করিয়া ভাঁড়ার ঘরের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার ছিল; এই দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার পশ্চাতে যাওয়া যাইত। এই স্থানটুকু উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; সেই প্রাচীরের বাহিরে একটি পথ। পার্শ্বে প্রাচীর থাকায় সেই পথ হইতে মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্টিগোচর হইত না। উচ্চ প্রাচীরের মাথা হইতে তাঁহার শয়ন-কক্ষের ব্যবধান অধিক নহে।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও ব্রিগ্‌সকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়নের নিম্নস্থিত প্রাচীরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিস্তলের গুলী ব্যর্থ হয় নাই—ইহার প্রমাণ পাইলেন। হনুমানটা সেই প্রাচীরের গোড়ায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রচুর শোণিত নিঃসারিত হইয়া যেন স্রোত বহিতেছিল; তাহার ভীষণ মুখ উন্মুক্ত, দৃষ্টিহীন চক্ষু উন্মিলিত। সুদীর্ঘ হাত দুইখানি বুকের উপর রাখিয়া দুই হাঁটু উচু করিয়া সে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বিকট আকার দেখিয়া স্মিথ ও ব্রিগ্‌স উভয়েই অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল!

ব্রিগ্‌স ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এটা যে বানর! না, না, বানর ত নয়, চিড়িয়াখানাব যে গরিলা না সিম্পাঞ্জি দাঁত খিঁচাইয়া দর্শকদের ভয় দেখায়—এ যে তাহাদেরই একটা! কোনও কৌশলে চিড়িয়াখানা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু রাত্রিকালে আপনার ঘরে ঢুকিয়াছিল কেন? মরিবার আর যায়গা ছিল না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথা হইতে আসিয়া আমার শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিয়া, কি মতলবে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছিল তাহা জানি না ব্রিগ্‌স! যদি হঠাৎ আমার ঘুম না ভাঙ্গিত, এবং পিস্তল ও বাতি মাথার নীচে না থাকিত, তাহা হইলে তখনই আমাকে আক্রমণ করিয়া অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিত। কোন· প্রকারেই আমি উহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না।"

মিঃ ব্লেক দৈবানুকম্পায় কি সাংঘাতিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন—তাহা বুঝিয়া স্মিথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ব্রিগ্‌স দূরে দাঁড়াইয়া নিহত বানরটার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "উঃ, কি ভয়ঙ্কর জানোয়ার! কি লম্বা দাঁত!—হা' দেখিয়া মনে হইতেছে আমাদের মাথা মুখের মধ্যে পুরিয়া কেকের মত অতি সহজে চিবাইয়া খাইতে পারে!—ও বেটা নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু মরিবার জন্য আপনার ঘরে ঢুকিয়াছিল কেন? ঘরে পাকা কলা-টলা ছিল বুঝি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না পাকা কলা আমার ঘরে নাই। উনি কোথা হইতে

আসিয়াছিলেন, কেনই বা আমার উপর উঁহার দয়া হইয়াছিল—তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। তবে চিড়িয়াখানায় এত বড় গোদা হনুমান নাই, ইংলণ্ডে আছে কি না সন্দেহ! ইহা ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।”

স্মিথ বলিল, “বেটা আপনার দোতালার জানালায় উঠিল কিরূপে? সদর দরজা বন্ধ ছিল, বাড়ীর ভিতর নিশ্চয়ই আসিতে পারে নাই।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী উচ্চ প্রাচীর ও তাহার সন্নিহিত গৃহ-প্রাচীর-সংলগ্ন জলের নালির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন।—প্রাচীরের গায়ে আইভি লতার বন; সুতরাং প্রাচীরে আরোহণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। সে প্রাচীরের উপর হইতে দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করিয়া জলের নালি ধরিতে পারিয়াছিল। সেই নালির সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত বাতায়নে উপস্থিত হওয়াও তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই।

পূর্ব্ব-রাত্রের সকল ঘটনার কথাই মিঃ ব্লেকের মনে পড়িল। যে জানোয়ারের কবলে পড়িয়া সার ডিকটনের খানসামা নিহত হইয়াছিল, যে সার ডিকটনের পত্নীর ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের হীরকালঙ্কার তাঁহার শয়ন-কক্ষের আলমারি ভাঙ্গিয়া অপহরণ করিয়াছিল, এবং যাহার বাহুপাশে বন্দী হইয়া মিঃ ব্লেকের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এই নিহত হনুমান ও সে অভিন্ন জানোয়ার কি না—তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন! স্মিথও ভাবিল—এই জানোয়ারটাকে দেখিয়াই কি টাইগার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল? মিঃ ব্লেক যে পিতলের চাক্তিখানি পাইয়াছিলেন, তাহার এক দিকে ঠিক এইরূপই ভীষণ মূর্ত্তি খোদিত ছিল।—এ কি রহস্য?

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে নিহত হনুমানটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই বন্য জানোয়ারটাকেই যে তিনি পূর্ব্ব-রাত্রে সার ডিকটনের অট্টালিকা হইতে বৃক্ষের সাহায্যে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন,—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি না হইলেও, এই উভয় জীবের আকার ও কার্য্যপ্রণালীতে সাদৃশ্য আছে—এ ধারণা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ব্রিগ্‌স বলিল, “বানরটা কোথা হইতে এখানে আসিয়াছিল—সন্ধান লইতে

হইবে। বহুদূর হইতে আসে নাই; যদি অধিক দূর হইতে আসিত—তাহা হইলে কেহ না কেহ উহাকে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইত।"

মিঃ ব্লেক কি ভাবিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, টাইগারকে একবার এখানে লইয়া এস। তাহার সাহায্যে এই বান্দরে'-রহস্যের কোনও সূত্র আবিষ্কৃত হইতেও পারে।"

মিঃ ব্লেকের কথা স্মিথের এতই মনঃপুত হইল যে, সে মহা উৎসাহে তৎক্ষণাৎ টাইগারকে আনিতে চলিল। টাইগার হনুমানটার মৃতদেহ দেখিয়া কি করে—তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল হইল! সে টাইগারের ঘরে গিয়া তাহার 'কলারে' শিকল আঁটিয়া দিল, তাহার পর সেই শিকল ধরিয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে মিঃ ব্লেকের নিকট লইয়া চলিল। পাছে সে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠে, এই সন্দেহে স্মিথ একটু ভয়ে ভয়ে বানরটার মৃতদেহের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু টাইগার মৃতদেহটা দেখিবার পূর্ব্বেই অস্থির হইয়া, লোমাঞ্চিত দেহে ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিল, এবং বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিতে লাগিল; তাহার পর স্মিথকে টানিয়া লইয়া খিড়কীর দিকে পলায়ন করিল। বানরটার নিকটে যাইতে তাহার সাহস হইল না। তাহার আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠের আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ব্রিগ্‌স টাইগারের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "বানরটা মরিয়া গিয়াছে—এখনও টাইগারের এত ভয়! টাইগার এই জানোয়ারটাকে আগে দেখিয়াছিল না কি?"

মিঃ ব্লেক তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সেই প্রাচীর-সন্নিবিষ্ট একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিলেন; সেই দ্বারটি মিঃ ব্লেকের খিড়কী। সেই দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেকের বাস-ভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী পথে যাওয়া যায়। মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতি হাতে লইয়া সেই দ্বার দিয়া রাজপথে আসিলেন, এবং টাইগারকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য স্মিথকে আদেশ করিলেন। টাইগার মস্তক অবনত করিয়া মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে সেই পথে চলিল। কয়েক গজ দূরে পথের এক স্থানে আসিয়া টাইগার

মুখ তুলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার গর্জ্জনে আকৃষ্ট হইয়া মিঃ ব্লেক পথের সেই স্থানটি বিজলি-বাতির আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—পথের কিয়দংশ তেলে ভিজিয়া গিয়াছে! তাহার পাশে মোটর-গাড়ীর চাকার টায়ারের দাগ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে একখানি মোটর-গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, বানরটা সেই গাড়ী হইতে নামিয়া আমার বাড়ীর প্রাচীরের কাছে আসিয়াছিল; তাহার পর প্রাচীরে উঠিয়া আমার শয়ন-কক্ষের জানালায় প্রবেশ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই।"

কনষ্টেবল ব্রিগ্‌স বলিল, "আপনি কি মনে করেন—বানরটা মানুষের মত মোটর চালাইয়া এখানে আসিয়া নামিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে নিজে গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল, একথা বলিতেছি না। আমার বিশ্বাস, কেহ তাহাকে সঙ্গে আনিয়া মোটর-গাড়ী হইতে এখানে নামাইয়া দিয়া গিয়াছিল। মোটর-গাড়ীখানা যে এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। টাইগারও উহার গন্ধের অনুসরণে এই স্থানে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "এ যে বড়ই বিষম কথা কর্ত্তা! হনুমানটাকে আপনার উপর লেলাইয়া দেওয়ার জন্য এই রাত্রিকালে কে উহাকে মোটরে তুলিয়া আনিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছিল? আর হনুমানটাই বা অন্য কোন দিকে না গিয়া, প্রাচীরে উঠিয়া আপনারই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল কেন? আপনি যে ঐ ঘরেই ঘুমাইতেছিলেন, বানরটা কি উপায়ে ইহা জানিতে পারিল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য স্মিথ!—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, জানোয়ারটার যদি কেহ মনিব থাকে, যে কারণেই হউক, সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। আজ রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে তাহার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত।"

স্মিথ আর কোন কথা বলিল না। মিঃ ব্লেকের কোন দুর্দ্দান্ত শত্রু তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এই অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—এবিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু রাত্রিকালে কাহারও দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষে পোষা বানর পাঠাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা এরূপ অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ও লোমহর্ষণ যে, স্বচক্ষে না দেখিলে স্মিথ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। এরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারে—ইহা তাহার কল্পনাতেও স্থান পাইত না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ যে বড়ই দুর্ব্বোধ্য রহস্য কর্ত্তা! বানরটা কাহারও আদেশে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন! দূর হইতে শিকার দেখাইয়া দিলে পোষা জানোয়ার তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার! ইহা অনেক সাহসী ও চতুর দস্যুরও অসাধ্য। আপনার অসংখ্য শত্রু নানা কৌশলে ও বহু চেষ্টায় যে কাজ করিতে পারে নাই, একটা হনুমান তাহা প্রায় সফল করিয়া তুলিয়াছিল! হনুমানের এরূপ কীর্ত্তি এ দেশে এবং এ কালে নূতন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বানরগুলাকে কেহ এভাবে শিক্ষিত করিতে পারে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতাম না, এবং চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

ব্রিগ্‌স বলিল, "অবিশ্বাস করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইতাম; কিন্তু মরা হনুমানটা এখনও যে আপনার জানালার নীচে পড়িয়া আছে! দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। আধঘণ্টা আগে আমি এই পথে রোঁদে বাহির হইয়াছিলাম; যদি হঠাৎ এই জানোয়ারের সম্মুখে পড়িতাম, তাহা হইলে আমাকে পথের ধারেই মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত।—বানরটা ত মরিয়াছে, কিন্তু উহার মনিবটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে চলিতেছে না।—সে বড় সোজা লোক নয়!"

সেই সময় কন্‌ষ্টেবলের উপরওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সকল কথা শুনিয়া সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর মিঃ ব্লেকের সঙ্গে নিহত জানোয়ারটাকে দেখিতে চলিল। তাহারা

ভীষণ আকৃতি দেখিয়া সার্জেণ্টেরও দুই চক্ষু কপালে উঠিল। সে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে তাঁহার ঘরে আসিয়া প্রথমে থানায় টেলিফোন করিল, তাহার পর পশুশালার অধ্যক্ষকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিল—পশুশালা হইতে একটা হনুমান কি গরিলা পলায়ন করিয়াছে কি না?

পশুশালার অধ্যক্ষ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাত্রি তখন তিনটা। টেলিফোনের ঝন্‌ঝনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি সার্জেণ্টের প্রশ্নটা না বুঝিয়াই ক্রোধকম্পিত-স্বরে বলিলেন, "পশুশালায় যে সকল গরিলা আছে—তাহাই যথেষ্ট, ওখানে নূতন গরিলা রাখিবার স্থান হইবে না। কে হেৎবাপু তুমি! এই শেষ-রাত্রে আমার ঘাড়ে আর একটা গরিলা চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ? তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক পশুশালার অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া সার্জেণ্টকে বলিলেন, "ঘুমের ঘোরে লোকটা তোমার কথা বুঝিতে পারে নাই; শেষ-রাত্রে উহার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছ—রাগ হইবারই কথা! যাহা হউক, উহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে—পশুশালার কোন বানর-টানর পলায়ন করে নাই। এরূপ ভীষণাকার বানর কিরূপে লণ্ডনে আসিয়া জুটিয়াছিল তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রে আর ঘুমাইতে পারিলেন না; তিনি চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতে টানিতে মনে মনে এই অদ্ভুত রহস্যের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন,—কিন্তু এরূপ বিস্ময়াবহ বিচিত্র কাণ্ড তাঁহার জীবনে নূতন! বানরের এরূপ শয়তানীর কাহিনী তিনি কোন পুস্তকেও পাঠ করেন নাই। সার ডিকটন পারসন্‌সের গৃহে প্রবেশ করিয়া যে জানোয়ার তাঁহার খানসামাকে হত্যা করিয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীর হীরকালঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছিল, এবং অবশেষে তাঁহাকেও আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—নিহত হনুমানটাই কি সেই জানোয়ার? সেটি সার ডিকটনের ছাদের উপর হইতে ছাদ-সন্নিহিত বৃক্ষের

সাহায্যে নামিয়া মোটর-গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল; যে হনুমানটা সেই ঘটনার এক রাত্রি পরে তাঁহার গুলীতে নিহত হইয়াছে—তাহাকেও মোটর-গাড়ীতে আনিয়া তাঁহার গৃহ-সন্নিহিত পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—ইহার প্রমাণও তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু কে তাহাকে এই ভাবে মোটরে তুলিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল? সে কোন্ দেশের লোক? সকলের অজ্ঞাতসারে বানর লইয়া সে কিরূপে লণ্ডনে আসিল?—তাহার সন্ধান লইবার উপায় কি? তিনি পিতলের যে চাক্তিখানি পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত জানোয়ারটার সম্বন্ধ কি? কি উদ্দেশ্যে তাহা তাহার গলায় বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল?—এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় চেয়ারে বসিয়াই তিনি অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলেন; কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সার ডিকটনের গৃহে যে তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেটা নর কি বানর, এ বিষয়ে এখনও আমার সন্দেহ আছে। তাহার কার্য্যপদ্ধতি মানুষের মত, বিশেষতঃ, সে আহত হইয়া মানুষের ভাষাতেই আর্ত্তনাদ করিয়াছিল; কিন্তু আমার গুলীতে যেটা নিহত হইয়াছে—সেটা খাটি গোদা হনুমান। তবে কি করিয়া বলি এইটাই সার ডিকটনের ঘরে চুরী করিতে গিয়াছিল?"

অতঃপর মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার আলমারির দেরাজ হইতে পিতলের সেই চাক্তিখানি বাহির করিয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার উপর যে ভীষণাকার হনুমানের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলেন তাহা যে, তাঁহার গুলীতে নিহত হনুমানটারই প্রতিকৃতি—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে অবনত দৃষ্টিতে সেই চাক্তিখানি দেখিতে দেখিতে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মনে হইল, চাক্তি-খোদিত সেই দুর্দ্দান্ত বানরটা হঠাৎ স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং জীবিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিতেছে,—যেন সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া, উভয় বাহুর বন্ধনে তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিবে! তাহার সুগোল আরক্তিম চক্ষু ঘূর্ণিত হইয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার মনে

এরূপ মোহের সঞ্চার হইল যে, সেই চাক্তির হনুমানটাই তখনও যেন তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়নে বসিয়া তাঁহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতেছিল, এবং দাঁত বাহির করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল !

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া সেই চাক্তিখানি দেরাজে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই কক্ষে তিনি তখন একাকী বসিয়া ছিলেন। স্মিথ বহুপূর্ব্বে শয়ন করিতে গিয়াছিল ; সার্জেণ্ট ও কন্‌ষ্টেবল ব্রিগ্‌স তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নিজেদের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি চুরুটটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই জানোয়ারটা আমার গুলীতে মরিয়াও আমাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না ! উহার প্রভাবে আমার স্নায়ু পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ পিতলের চাক্তিখানাই এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যের প্রধান সূত্র, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সূত্রের সাহায্যেই আমাকে রহস্যভেদের চেষ্টা করিতে হইবে ; অন্য কোন সূত্র আবিষ্কার করিবার আশা নাই। আর অধিক রাত্রি নাই ; প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি। প্রভাতে উঠিয়াই 'বৃটিশ মিউজিয়মে' যাইতে হইবে। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হ্যাগার্টি বহুভাষাবিৎ এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ। তাঁহাকে চাক্তিখানি দেখাইলে জিনিসটি কি, কোন্‌ দেশের জিনিস, তাহা হয় ত বলিতে পারিবেন, এবং উহাতে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় যে কথাগুলি লেখা আছে—তাহার পাঠোদ্ধার করাও হয় ত তাঁহার অসাধ্য হইবে না।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন ; তাহার পর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাতায়নটি বন্ধ করিলেন, এবং পিস্তলটি পূর্ব্ববৎ মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রত্যূষে তাঁহার গৃহদ্বারে সবেগে করাঘাতের শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তত প্রত্যূষে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; কিন্তু পুনঃপুনঃ করাঘাতে দ্বার কাঁপিতে লাগিল ! বন্ধু ভিন্ন কোন অপরিচিত লোক তখন তাঁহাকে ওভাবে বিরক্ত করিতে সাহসী হইবে না বুঝিয়া, তিনি উঠিয়া দ্বার

খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ গম্ভীর, ললাট চিন্তাভারে কুঞ্চিত।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঃ, এক রাত্রে তোমার চেহারার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ব্লেক! তোমাকে যে চেনা যাইতেছে না! সার্জেণ্ট বাগনানের নিকট যে অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিলাম—তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য তোমার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়াছি। সে বলিল, কাল রাত্রে একটা প্রকাণ্ড সিম্পাঞ্জি না গরিলা মোটর-গাড়ীতে আসিয়া তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল; সে না কি এক কিলে তোমার জানালাটি গুঁড়া করিয়া ঘরে আসিয়াই, খাটিয়া সমেত তোমাকে চুরী করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ তুমি জাগিয়া উঠায়, সে খাটিয়া ছাড়িয়া তোমাকে প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য উভয় বাহু প্রসারিত করিলে—"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টরের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর ভাই! তোমার লোমহর্ষণ গল্পটি খবরের কাগজওলাদের জন্য মুলতুবি রাখিয়া, যে সকল ব্যাপার সত্য সত্যই ঘটিয়াছিল—তাহাই শোন। তুমি যাহা শুনিয়া আসিয়াছ, তাহার সঙ্গে অনেকখানি ভ্যাজাল মিশিয়াছে; তবে একটি ভীষণাকার হনুমান কাল রাত্রে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছিল—এ কথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক পূর্ব্ব-রাত্রির সকল ঘটনার কথা সংক্ষেপে ইন্স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন। ইন্স্পেক্টর এরূপ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতে লাগিলেন যে, তাঁহার চুরুটের আগুন কখন নিবিয়া গিয়াছিল—তাহারও হুঁস ছিল না। বিস্ময়ে ও কৌতূহলে তাঁহার কটা চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্যাপারটা আগাগোড়া বড়ই অদ্ভুত ব্লেক! অত বড় একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার কেহ যে পকেটে করিয়া আনিয়া লণ্ডনে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা দুই এক পিপে মদের কাজ নয়! কে কি উপায়ে ঐ জানোয়ারটাকে কোথা হইতে আমদানী করিয়াছিল—তাহা সর্ব্বাগ্রেই জানা চাই। কে-ই বা উহাকে মোটর-কারে আনিয়া তোমার বাড়ীর কাছে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর

জানোয়ারটা কেনই বা রাত্রিকালে তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল, —তাহাও জানিতে না পারিলে এই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন হইবে না। গোয়েন্দাগিরি করিতে করিতে বুড়া হইলাম,—বিস্তর চোর ডাকাত, গুণ্ডা বাট্‌পাড়্‌কে জেলে পুরিয়াছি ;—কিন্তু এরকম বান্দুরে-শয়তানীর দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।—রহস্যটা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে !”

এই সময় মিসেস্ বার্ডেল পেয়ালাপূর্ণ কফি আনিয়া মিঃ ব্লেকের টেবিলে রাখিয়া গেল ; মিঃ ব্লেক তাহা পান করিতে করিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, “তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, ঐ সকল কথা আমিও ভাবিয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমি স্বীকার করি, দেশ বিদেশে আমার শত্রুর অভাব নাই, তাহারা সর্ব্বদাই আমার মাথা লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে ; কিন্তু আমি এরূপ একজনও শত্রুর কথা জানি না—যে রাত্রি কালে আমার দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষে ঐ রকম একটা ভীষণাকার পোষা গোদা হনুমান পাঠাইয়া তাহার সাহায্যে সঙ্কল্পসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। এ সম্পূর্ণ নূতন ও অচিন্তপূর্ব্ব ব্যাপার ! যদি প্রতিহিংসাই বল—তবে তাহা চরিতার্থ করিবারও এই কৌশলটি অত্যন্ত মৌলিক। সে কথা যাক্ ; যে চতুর তস্করটি সেদিন রাত্রে সার ডিকটন পারসন্সের খানসামাটিকে যমালয়ে পাঠাইয়া, তাঁহার ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের জহরত আত্মসাৎ করিয়া আমাদের চক্ষুর উপর হইতে চম্পট দান করিয়াছিল, তাহার নূতন কোন কীর্ত্তির সংবাদ পাইয়াছ ? সেই ঘটনার পর আর কাহারও হীরকালঙ্কার চুরী গিয়াছে কি ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “না. দশ দিনের মধ্যে কেবল গত রাত্রিটাই ফাঁক গিয়াছে ; কাল রাত্রে কাহারও বাড়ী হইতে কোন হীরকালঙ্কার অপহৃত হয় নাই। আমার বিশ্বাস, চোরটা সার ডিকটনের বাড়ী হইতে পলায়নের পূর্ব্বে আমাদের তাড়া খাইয়া কাল রাত্রে অন্য কোথাও চুরী করিতে যায় নাই। আমরা সতর্ক আছি বুঝিয়া সে গা ঢাকা দিয়াছে ; বোধ হয় এখন দুই এক দিন আর কাহারও ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, ‘তাহার চলিবার শক্তি নাই বলিয়াই সে হয় ত নৈশ-

অভিযানে বাহির হইতে পারে নাই ; কারণ আমার গুলী লাগিয়া তাহার একখানি পা জখম হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি তাহাকে সার ডিকটনের ঘরের ছাদের উপর খোঁড়াইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে কয়েক দিন তাহার পায়ের ব্যথা না সারিবে—সে কয়দিন তাহার নূতন অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন “হাঁ, তাহা হইলে একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাওয়া যায়! ইতিমধ্যে আমরা চারি দিকে তাহাকে খুঁজিয়া দেখিব ; কিন্তু সার ডিকটনের বাড়ীর সেই দুর্ঘটনার সহিত গত রাত্রির ঘটনার কোন সংস্রব থাকা সম্ভবপর কি না ভাবিয়া দেখিয়াছ ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন বল ত।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হাসিয়া বলিলেন, “তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? সার ডিকসন পারসন্‌সের বাড়ীতে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে—বিশেষজ্ঞের মতে তাহা বানর, সিম্পাঞ্জি, বা ঐ জাতীয় কোন জানোয়ারের অঙ্গুলি-চিহ্ন ; আর গত রাত্রে তোমার গৃহে যে অতিথির আবির্ভাব হইয়াছিল—সেটিও ঐ জাতীয় জীব।—সুতরাং ইনি তিনিই কি না, ইহা জানিবার জন্য একটু আগ্রহ হয় বৈ কি!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওকথাও যে না ভাবিয়াছি এরূপ মনে করিও না ; কিন্তু যে বিড়াল-ধর্ম্মী তস্কর সার ডিকটনের বাড়ীতে নরহত্যা করিয়া হীরকালঙ্কারগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে—সে, ও আমার গুলীতে নিহত জানোয়ারটা যে অভিন্ন প্রাণী, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই কুট্‌স!—আমি উভয়কেই জীবিত অবস্থায় অতি নিকট হইতে দেখিয়াছি,—একজনের আলিঙ্গন-পাশেও আবদ্ধ হইয়াছিলাম ; আমার বিশ্বাস, তোমার এই সন্দেহ অমূলক। হাঁ, তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব ; তবে এই উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই—একথা আমি বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, আমি একটি অদ্ভুত সূত্র পাইয়াছি ; তাহাতেই আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুটস্ আগ্রহভরে বলিলেন, "অদ্ভুত সূত্রটা কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পিতলনির্ম্মিত সূত্র,—তাহার সঙ্গে একটি মেডেল বাঁধা !"—তিনি ডেস্কের দেরাজ হইতে পিতলের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই চাক্তিখানি বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসের হাতে দিলেন ; এবং কোন্ সময় তাহা কোথায় কি ভাবে পাইয়াছিলেন—সে কথাও তাঁহাকে বলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস সবিস্ময়ে চাক্তিখানির দুই পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "চোরটা সার ডিকটনের তেতালার কুঠুরী হইতে পলায়নের পূর্ব্বে সেই কক্ষে ইহা ফেলিয়া গিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া যায় নাই ; আমার বিশ্বাস, টাইগার তাহাকে আক্রমণ করিবার সময় দাঁত দিয়া ইহা কামড়াইয়া-ধরিয়া হ্যাচ্‌কা টান দিতেই, এটি ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং ইহা সেই তস্করের গলায় বাঁধা ছিল, এইরূপ অনুমান করিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "কিন্তু জিনিসটা কি ? কেনই বা সে ইহা গলায় পরিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে রহস্যভেদ করা অনেক সহজ হইত ; কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য।—জিনিসটি কি, এবং ইহাতে কি লেখা আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিব ; তুমি না আসিলে এতক্ষণ সেই চেষ্টায় বাহির হইতাম।—জিনিসটির চেহারা দেখিয়া কবচ বলিয়াই মনে হয় ; প্রাচ্য ভূখণ্ডে এইরূপ মন্ত্রপূত কবচ ব্যবহারের প্রথা আছে। উহা ব্যবহারে না কি অমঙ্গল দূর হয়। চোরটা কি উদ্দেশ্যে এই বানরমুখো বয়েৎ-লেখা চাক্তি ব্যবহার করিত, তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য !"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য কাহাকে ইহা দেখাইবে স্থির করিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বৃটিশ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হ্যাগার্টি বহুভাষাবিৎ ; প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার গভীর জ্ঞান। তাঁহাকে দেখাইলে তিনি

বোধ হয় এই বয়েৎগুলির অর্থ বলিতে পারিবেন ; কোন্ দেশের জিনিস, কত কালের জিনিস, এবং কি উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়—তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট জানিতে পারিব।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কিন্তু তাহাতে রহস্য ভেদের সুবিধা হইবে কি না সন্দেহ ; তথাপি জিনিসটি কি, লেখাগুলির অর্থ কি—তাহা জানিয়া রাখা ভাল। অন্ধকারের ভিতর যদি একটু আলো দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। যাহাই হউক, সেই দুঃসাহসী চতুর চোরটাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে, আমার চাকরীটুকু বজায় রাখা কঠিন হইবে। বিশেষতঃ, বানরটা কোথা হইতে আসিয়া কাল রাত্রিকালে কি কারণে তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল—তাহার সন্ধান না হইলে চলিবে না। আমি মনে করিতেছি লণ্ডনে যত পশুশালা, সৌখীন বড়লোকের চিড়িয়াখানা, এবং সার্কাসের দল আছে—সর্ব্বত্রই আগে সন্ধান লইয়া জানিব—তাহাদের কোন বানর-টানর খাঁচা হইতে কোনও কৌশলে পলায়ন করিয়াছে কি না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আগে এই সন্ধান লওয়াই ভাল ; কিন্তু ইহা কাহারও খাঁচা-ভাঙ্গা বানর নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পলাতক হনুমান ধরিলে, কেহ তাহাকে মোটর-গাড়ীতে আমার বাড়ীর কাছে রাখিয়া যাইত না, বা আমাকে গোপনে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কৌশলক্রমে রাত্রিকালে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্যও সেই হনুমানজির আগ্রহ হইত না। সম্মুখে মানুষ দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করা এক কথা,—আর গুপ্তসঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া ডিটেক্‌টিভের দুর্গম শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করা আর এক কথা!”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গিয়া মৃত বানরটি দেখিয়া আসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন পর্য্যন্ত বাহিরের লোকেরা এই বানর-শিকারের কথা জানিতে পারে নাই ; জানিতে পারিলে তাহারা জানোয়ারটিকে দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেকের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিত।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার আফিসে চলিলেন।

তাঁহার গুপ্তচরেরা যদি কোন নূতন সংবাদ আনিয়া থাকে—তাহা জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকল সভ্য দেশেই গোয়েন্দাদের হাতে বিস্তর গুপ্তচর থাকে; এদেশেও আছে, নতুবা কি সরকার যেখানে-সেখানে—খাপ্‌ বোলের চালার নীচে, ঝোড়ে-জঙ্গলে বোমা আবিষ্কার করিতে পারিতেন? এই সকল গুপ্তচর সরকারের ব্যয়ে পরম সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং চাকরী বজায় রাখিবার জন্য অদ্ভুত কৌশলে নানা গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকেও এইরূপ উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইত।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক রাত্রিজাগরণ-জনিত অবসাদ দূর করিবার জন্য আর এক পেয়ালা বাষ্পসমাচ্ছন্ন কফি গলাধঃকরণ করিলেন। স্মিথ তাঁহার অদূরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে প্রাভাতিক দৈনিক পাঠ করিতেছিল; সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া, সবিস্ময়ে একটা হুঙ্কার দিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, একটা জবর খবর আছে। 'মেলে' লিখিতেছে—জন ফেড ও ডার্ক ডোলাণ্ড উভয়েই লণ্ডনে আসিয়াছে; কাল তাহারা সাউদাম্‌টনে জাহাজ হইতে নামিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক কফির পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া কাগজখানি লইবার জন্য স্মিথের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়াইলেন।—তিনি কাগজখানি লইয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক এক বৎসরের মধ্যে এই দুইজন স্বনামধন্য-পুরুষের কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই।

জন ফেড বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; তাঁহার বয়স অল্প। তিনি পৃথিবীর অনেক অপরিজ্ঞাত ভূভাগ আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বৎসরের অধিকাংশ কাল দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; এতদ্ভিন্ন সুবিখ্যাত দস্যুপতি রেক্‌সির দস্যুতস্কর-সম্মিলনীর একজন প্রধান শত্রু ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় রেক্‌সির দলের অনেক দস্যু ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। ডার্ক ডোলাণ্ড অর্থাৎ ব্যাটের পরিচয় ত পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সে যে রেক্‌সির দলের কত বড় শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহা 'ভূতের বেগারে' পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে। সে পূর্ব্বে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুচতুর

দস্যু ছিল। তাহার দস্যুবৃত্তির বিস্ময়কর কাহিনী 'রহস্য-লহরী'র বিভিন্ন খণ্ডে (চূড়ান্ত চাতুরী, জালের জাহাজ ও ঘোগের ঘরে বাঘ) প্রকাশিত হইয়াছে। পরে সে দস্যুবৃত্তিতে বীতস্পৃহ হইয়া সাধুভাবে কালযাপন করিতেছিল; এবং মিঃ ব্লেকের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, দস্যুদলনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। মিঃ ব্লেক জন ফেড ও ব্যাটের উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতেন। জন ফেড শিকার করিবার জন্য দীর্ঘকাল পূর্ব্বে দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছিলেন, ব্যাটকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। শিকার ব্যতীত বিভিন্ন দেশ-দর্শনও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। দস্যু-দলপতি রেক্‌সির মৃত্যুর পর মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা একটু হ্রাস হইয়াছিল; কারণ রেকসির মৃত্যুতে তাহার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং প্রধান প্রধান দস্যু তস্করদের অনেকেই কারাগারে বাস করিতেছিল। জন ফেড ও ব্যাট্ অগত্যা দস্যু-শিকার ছাড়িয়া দেশান্তরে পশু-শিকার করিতে যাওয়ায়, মিঃ ব্লেক বহুদিন তাঁহাদের সংবাদ পান নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক শুনিয়াছিলেন—জন ফেড ও ব্যাট তিব্বতে যাত্রা করিয়াছেন।

মিঃ ব্লেক সংবাদ-পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন—জন ফেড ব্যাটকে সঙ্গে লইয়া আট মাস পূর্ব্বে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেখানে তাঁহারা অনেক নূতন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সকল স্থান সভ্য জগতের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাঁহারা পূর্ব্ব দিন 'বেরেঙ্গা' জাহাজ হইতে সাউদাম্টন বন্দরে নামিয়া লণ্ডনে আসিয়াছেন।—এই প্রসঙ্গে আরও লিখিত হইয়াছিল—"মিঃ জন ফেড লণ্ডনের বিদ্বজ্জন-সমাজে তাঁহার আবিস্কার-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহার বক্তৃতার স্থান ও দিন স্থির হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, তাহাদের দুইজনকে বহুদিন দেখি নাই; শীঘ্রই এক দিন তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই আমোদ পাওয়া যায়। অনেক দেশের নূতন খবর তাহাদের নিকট শুনিতে পাইব। তাহারা যখন লণ্ডনে আসিয়াছে—তখন আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই একবার দেখা করিতে আসিবে; আজও আসিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হাঁ, সম্ভব বটে! এক সময় রেক্‌সির দলের দমনে তাহারা আমাকে যে সাহায্য করিয়াছিল—সে কথা কখন ভুলিতে পারিব না। কত বার আমাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল—অথচ তাহাদের উৎসাহ শিথিল হয় নাই। সেই সকল ঘটনার কথা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়! যাহা হউক, ফেড বোধ হয় দীর্ঘকাল লণ্ডনে থাকিবে না; কোনও একটা হুজুগ পাইলেই সে আবার দূরদেশে চলিয়া যাইবে। পৃথিবীর কত দেশে যে সে ঘুরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই! এই অল্প বয়সে সে বহু-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; আর আমরা?—কেবল গোয়েন্দাগিরি করিয়াই অমূল্য মনুষ্যজন্মটা কাটাইয়া দিলাম!"

মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতেই বৃটিশ মিউজিয়মে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি লইয়া মিউজিয়মে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মিউজিয়মের অধ্যক্ষ আচার্য্য হ্যাগার্টির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। আচার্য্য হ্যাগার্টি কার্য্যোপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য মফস্বলের কোন নগরে গিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক একজন কর্ম্মচারীর নিকট জানিতে পারিলেন—তাঁহার লণ্ডনে ফিরিতে কয়েক দিন বিলম্ব হইবে। মিঃ ব্লেক এই সংবাদে দুঃখিত হইলেন; অতঃপর তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, চিন্তাকুল চিত্তে দোতালা হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন। পিতলের চাক্তিখানি তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে ছিল।

স্মিথ তাঁহার বিষণ্ণভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আচার্য্য হ্যাগার্টি ত কয়েক দিন লণ্ডনে ফিরিবেন না শুনিলাম। এখানে আরও অনেক পণ্ডিত লোক আছেন,—তাঁহাদের কেহ চাক্তিখানার পাঠোদ্ধার করিতে পারিবেন না? জিনিসটা কি, তাহা কি আর কেহই বলিতে পারিবেন না? দেখুন কর্ত্তা, জন ফেড পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে, অনেক দেশের ভাষাও তাহার সুবিদিত; চাক্তিখানি দেখিয়া সে কি বলে, তাহা শুনিতে দোষ কি?"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "কথাটা মন্দ বল নাই স্মিথ! ফেড প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত; এই চাক্তিখানি প্রাচ্য দেশেরই জিনিস বলিয়া

মনে হয়। হাঁ, তাহাকে দেখাইলে সে ইহার ইতিহাস বলিতেও পারে। এখানে কোন কাজ হইল না, বেলাও তেমন অধিক হয় নাই ; চল ফেডেরই সন্ধানে যাই। এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিব ;—তাহার সঙ্গে দেখা হইবে, আর যে আশায় এখানে আসিয়াছিলাম—সে আশাও পূর্ণ হইতে পারে।”

লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে জন ফেডের একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। জন ফেড বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ; ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশেও তাঁহার অনেক বাড়ী ছিল। মিঃ ব্লেক সেই সকল বাড়ী না চিনিলেও তাঁহার লণ্ডনের বাড়ী চিনিতেন। তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফেডের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিতেই একটি বৃদ্ধ ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে মিঃ ফেডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “হাঁ মহাশয়, মিঃ ফেড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সাউদাম্‌টন হইতে তাঁহার সটনের বাড়ীতে গিয়াছেন। গত রাত্রে তিনি সেই বাড়ী হইতে টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছেন—আজ এক সময়ে এখানে আসিবেন। তাঁহার সটনের বাড়ীর নাম ফার্‌স্‌।”

মিঃ ব্লেক জানিতেন লণ্ডন হইতে সটনের দূরত্ব তেমন অধিক নহে ; সুতরাং সেই ট্যাক্সিতেই তিনি সটনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ট্যাক্সিওয়ালা যথাযোগ্য ভাড়া পাইবে বুঝিয়া আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

মিঃ ব্লেক সটনে উপস্থিত হইয়া মিঃ ফেডের বাসগৃহ সহজেই খুঁজিয়া লইতে পারিলেন। অট্টালিকাটি বহুপ্রাচীন হইলেও সুবৃহৎ, অনেকখানি জমীর উপর তাহা নির্ম্মিত ; তাহার আশে-পাশে আর কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। রাজপথ হইতে কিছু দূরে, শ্রেণীবদ্ধ ‘ফার’ বৃক্ষগুলির অন্তরালে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় এই অট্টালিকা ‘ফার্‌স্‌’ নামে অভিহিত হইয়াছিল। অট্টালিকার ফটকের উপর তাহার নাম অঙ্কিত ছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে লইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন, “গাড়ী লইয়া ফটকের সম্মুখে তোমার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, এখন

তুমি কোন আড্ডায় গিয়া বিশ্রাম কর। আধ ঘণ্টা পরে এখানে গাড়ী আনিয়া আমাদিগকে লণ্ডনে লইয়া যাইও।”

ট্যাক্সিওয়ালা প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ফটক পার হইয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই অট্টালিকায় কোন লোক আছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল না। অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ, বাতায়নগুলির শার্শি খড়খড়ি বন্ধ; কোন চিম্‌নী দিয়া ধোঁয়াও উঠিতেছিল না। মিঃ ব্লেক সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকার বারান্দায় উঠিয়া সদর দরজার বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম সবেগে টিপিতে লাগিলেন; ঢং ঢং শব্দে সেই শূন্য অট্টালিকা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক কয়েক বার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, কিন্তু ভিতর হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। অতঃপর তিনি দ্বারে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিতে লাগিলেন; তথাপি সেই সুবৃহৎ দ্বার খুলিল না, তাহা একটুও নড়িল না।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এখানেও আসা বোধ হয় বৃথা হইল স্মিথ! কৈ, কাহারও ত কোন সাড়াশব্দ নাই! হয় ত ফেড কাল রাত্রিটুকু এখানে ছিল, আজ প্রত্যুষেই উঠিয়া স্থানান্তরে—ও কি স্মিথ! কি একটা শব্দ হইল না?”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “হাঁ কর্ত্তা, মাটীর তলা হইতে কি একটা শব্দ শুনিলাম; কেহ কোন শক্ত জিনিসের উপর যেন হাতুড়ী ঠুকিতেছিল!”

মিঃ ব্লেক দ্বার-প্রান্তস্থ দেওয়ালের নিকট সরিয়া গিয়া একটা চিঠির বাক্স দেখিতে পাইলেন; বাক্সটি প্রাচীরে গাঁথা, তাহার মুখে লৌহ-নির্ম্মিত ডালা। মিঃ ব্লেক সেই ডালাটি টানিয়া তুলিয়া ভিতরের গহ্বর-পথে কর্ণস্থাপন করিলে, তাঁহার মনে হইল—ভূগর্ভ হইতে পুনঃ পুনঃ সবলে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলেন; কিছু কাল পরে বিকৃত কণ্ঠের চিৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল! তিনি চম্‌কাইয়া উঠিয়া মাথা তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, “স্মিথ, রকম ত ভাল বোধ হইতেছে না! আমি কাহারও আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম, যেন সে বিপন্ন হইয়া উদ্ধারের প্রার্থনা করিতেছে!”

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## বিস্ময়াবহ কাহিনী

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ কয়েক মিনিট কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, "ঠিক কর্ত্তা! কেহ কোথাও কোন রকমে বিপন্ন হইয়া, উদ্ধার লাভের আশায় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে! কিন্তু কে কোথায় কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছে—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।—কি আশ্চর্য্য! হাতুড়ীর মত গুমাগুম্ কিল পড়িবারও শব্দ শুনিতেছি যে! ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ ধাক্কার শব্দ আমিও শুনিয়াছি। সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।—এই অট্টালিকার ভিতরেই কাহারও কোন বিপদ ঘটিয়াছে। ব্যাপারখানা যে কি—তাহা বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই! তবে মনে হইতেছে, আমরা এখানে ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? দরজায় ধাক্কা দিয়া কোন ফল হইবে না। ভিতরে কেউই থাক, আর যে কেহই থাক, ভিতর হইতে যদি তাহার দরজা খুলিয়া দেওয়ার উপায় থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ সে দরজা খুলিয়া দিত। আমরা ত অনেকক্ষণ ধরিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়াছি, ঘণ্টা বাজাইতেও কসুর করি নাই।"

মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যেরূপেই হউক, দরজা ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।"

কিন্তু দরজাটি সুদৃঢ় ও স্থূল ওককাষ্ঠ-নির্ম্মিত, তাহার অর্গল ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। দ্বারে ধাক্কা দিয়া সেই অর্গল বা দরজা ভাঙ্গিবার উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিতে না পারিয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন; স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া স্মিথকে বলিলেন, "অট্টালিকার বাহিরেই যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া পদপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তাহার মনে হইল তাহার পায়ের কাছে পথের ধারে যে সকল লম্বা ঘাস জন্মিয়াছিল, সেই ঘাসের ভিতর হইতে কাহারও অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছিল! স্মিথ তৎক্ষণাৎ দৃঢ় মুষ্টিতে কতকগুলি ঘাস উপ্‌ড়াইয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে একটি অনুচ্চ ধাতু নির্ম্মিত 'ভেন্‌টিলেটারে' তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাহা তৃণরাশি দ্বারা আবৃত থাকায় পূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই ভেন্‌টিলেটারটি অট্টালিকার দেওয়ালের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও, মৃত্তিকা হইতে তাহার উচ্চতা দুই ইঞ্চির অধিক নহে। সেই ভেন্‌টিলেটারের ভিতর দিয়া কোন মনুষ্যের বিকৃত স্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই ভেন্‌টিলেটরের নিকট বসিয়া-পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হালো! ব্যাপার কি? কেহ কি ইহার নীচে আছ? কোন রকম বিপদে পড়িয়াছ না কি?"

মিঃ ব্লেক কান পাতিয়া শুনিতে পাইলেন, একজন লোক আর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, "ডোলাণ্ড, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, অবশেষে আমাদের আর্ত্তনাদ একজন লোকেরও কর্ণগোচর হইয়াছে! লোকটি আমাদের বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।—কে গো মহাশয় আপনি! দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন। আমরা এই অট্টালিকার একটা গুদাম-ঘরের ভিতর আটকা পড়িয়া গিয়াছি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আমরা এখানে আবদ্ধ আছি। আমাদের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। আপনি যেরূপে পারেন বাড়ীর ভিতর আসুন মহাশয়! এজন্য যদি সমুদয় দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়—তাহা করিতেও আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনি ভিতরে আসিয়া গুদামের দরজা খুলিয়া আমাদের উদ্ধার করুন। এই গুদামের ভিতর ভয়ানক ঠাণ্ডা, আমাদের সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; দেহের রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর অধিক কাল এখানে আবদ্ধ থাকিতে হইলে আমরা মারা যাইব।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে তুমি কথা কহিতেছ? ফেড্ না কি?"

ভিতর হইতে উত্তর হইল, "হাঁ, আমি ফেড। আপনি কে বলুন ত! আপনার গলার আওয়াজ যে খুব চেনা-চেনা ঠেকিতেছে! আপনি—আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক নহেন? আমার বিশ্বাস চিনিতে ভুল করি নাই।"

মিঃ ব্লেক উৎফুল্ল চিত্তে সোৎসাহে বলিলেন, "না ফেড, তুমি ভুল কর নাই, তোমার অনুমান সত্য, আমি ব্লেক; কিন্তু আমি এখানে একাকী আসি নাই, তোমার বন্ধু স্মিথও আমার সঙ্গে আসিয়াছে। তোমরা কিরূপ বিপদে পড়িয়াছ, বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমরা ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—ব্যাটও তোমার সঙ্গে আছে। একটু আগে তুমি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিলে না?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ডার্ক-ডোলাণ্ড অর্থাৎ ব্যাট ভূগর্ভস্থ গুদাম হইতে বলিয়া উঠিল, "হাল্লো মিঃ ব্লেক।—আপনি সত্যই আসিয়াছেন? বড়ই সুখী হইলাম, কিন্তু আমাদের কষ্টের সীমা নাই; আর বেশীক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়া আমাদের সঙ্গে গল্প করিবেন না, আমরা যে মারা যাই! এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বরফের মত ঠাণ্ডা গুদাম হইতে আমাদের উদ্ধার করুন।"

জন ফেড বলিলেন, "রান্না-ঘরের জানালা তেমন শক্ত নহে, সেই জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। হল-ঘরের দক্ষিণ দিকে দ্বারের বাহিরে গুদামে প্রবেশ করিবার সিঁড়ি দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেওয়ালের কাছে একখানি কোদালি দেখিতে পাইলেন; তাহা হাতে লইয়া তিনি রান্না-ঘরের পশ্চাতে আসিলেন, এবং তাহার আঘাতে জানালার একখানি খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহার ভিতর হাত পুরিয়া দিলেন; ছিট্‌কিনি তাঁহার হাতে ঠেকিতেই, তাহা ঘুরাইয়া তিনি জানালা খুলিয়া ফেলিলেন। স্মিথ সেই উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। অতঃপর মিঃ ব্লেকও তাহার অনুসরণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাঁহারা গুদামের দ্বারের কাছে আসিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে

পাইলেন না। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া আলো জ্বালিলেন। তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! ইহারা অনায়াসে অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে নিজের বাড়ীর গুদাম-ঘরে কয়েদ হইয়াছে!—কে উহাদিগকে ওখানে কি কৌশলে কয়েদ করিল?"

মিঃ ব্লেক গুদামে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর কতকগুলি পুরাতন প্যাকিং-বাক্স ও ফুলের টব পুঞ্জীভূত দেখিলেন, কিন্তু মিঃ ফেড বা ব্যাটকে কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাঁহার হাতের বিজলি-দীপ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা কোথায় আছ? তোমাদিগকে ত দেখিতে পাইতেছি না।"

সেই গুদামের এক প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল, "আমরা এই কোণের ঘরে আবদ্ধ আছি।"

মিঃ ব্লেক শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি বিজলি-বাতির আলোকে দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি পুরু দরজা দেখিতে পাইলেন। দরজা রুদ্ধ; কিন্তু চাবি সমেত তালা তাহার কড়ায় বাধিয়া ঝুলিতেছিল। এই দৃশ্যে মিঃ ব্লেকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি বুঝিতে পারিলেন ফেড ও ডার্ক ডোলাও স্বেচ্ছায় সেখানে বন্দী হন নাই, কেহ তাঁহাদিগকে সেখানে পুরিয়া রাখিয়া গুদামের সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।—কিন্তু এই কার্য্য কে করিল? ফেডের নিজের গুদাম-ঘরে তাঁহার এই ভাবে আবদ্ধ হইবার কারণ কি?

মিঃ ব্লেক তালার চাবি ঘুরাইয়া দ্বারের কড়া খুলিলেন, তাহার পর রুদ্ধ-দ্বারে ধাক্কা দিলেন; কিন্তু দ্বার খুলিল না; তখন তিনি দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলেন; দ্বারের মরিচাধরা কব্জা ক্যাঁ-কোঁ শব্দে সরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিয়া হাতের বিজলি-বাতি উঁচু করিয়া ধরিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঝুল-কালীমাখা ভূতের মত চেহারার দুইজন লোক সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়াও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না! তাঁহাদের পরিধানে পায়জামা, পায়ে চটি জুতা।

তাঁহাদের পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহের সর্ব্বত্র ধূলা, ঝুল, ও মাকড়সার জালে এ ভাবে আবৃত হইয়াছিল যে, সুপরিচিত হইলেও তাঁহাদিগকে চিনিবার উপায় ছিল না। মিঃ জন ফেডের হাতে একটি রিভলবার, এবং ব্যাটের হাতে একটি স্থূল লৌহদণ্ড!

মিঃ জন ফেভ মিঃ ব্লেকের মুখে দিকে চাহিয়া সহর্ষে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমরা বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল ভাবে যখনই ছট্-ফট্ করিয়া মরি, ঠিক সেই সময়টিতেই আপনি ত্রাণকর্ত্তা রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন; দুই একবার নহে, বহুবারই এরূপ ঘটিয়াছে। আজ এই সঙ্কটকালে আমার এই নিভৃত পল্লী-গৃহে আপনার দেখা পাইব—ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর! বাহির হইতে আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন—ইহা ধারণা করিতে পারি নাই। আমরা এখানে বিপন্ন হইয়াছি—ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! তোমরা এখানে কোন বিপদে পড়িয়াছ, তাহাও জানিতাম না। এখানকার কোন ঘটনাই আমি অবগত নহি। আমি ও স্মিথ তোমার সন্ধানে বাহির হইয়া তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সকালে হঠাৎ জানিতে পারিলাম তুমি ও ডোলাণ্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়াছ। তোমার লণ্ডনের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম—তোমরা এখানে আসিয়াছ। আমরা লণ্ডন হইতে এখানে আসিতেছি। কিন্তু সে কথা যাক, তোমাদের এ অবস্থায় দেখিতেছি কেন? এখানে তোমাদের কয়েদ করিল কে?"

তখন দারুণ শীতে মিঃ জন ফেডের দাঁতে দাঁতে বাধিয়া যাইতেছিল; তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'পরে সকল কথা শুনিবেন মিঃ ব্লেক! এখন চলুন একটা গরম ঘরে গিয়া একটু সুস্থ হইয়া লই। উঃ, এখানে কি ভীষণ শীত! এই ইন্দুরের গর্ত্তের ভিতর আমরা নয় দশ ঘণ্টা ধরিয়া আবদ্ধ আছি, আর শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি! মনে হইতেছিল এই গুদাম হইতে আর উদ্ধার লাভ করিতে পারিব না, এখানেই মরিয়া পড়িয়া থাকিব। সৌভাগ্যক্রমে আপনারা

আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাই কোন রকমে প্রাণরক্ষা হইল। মুখে আর কথা বাহির হইতেছে না; চলুন শীঘ্র উপরে যাই।”

মিঃ ফেড সেই গুদাম হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি দিয়া একটি সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক ব্যাট (ডার্ক ডোলাণ্ড) ও স্মিথের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই কক্ষের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহাদের চক্ষু স্থির! তাঁহাদের মনে হইল একটা প্রচণ্ড ঘুর্ণিবায়ু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জিনিস ওলট্-পালট্ করিয়া ফেলিয়াছে। চেয়ার ও টেবিলগুলি উল্টাইয়া পড়িয়া ছিল। গদী-আঁটা চেয়ারগুলির গদী ছিন্ন-ভিন্ন, ঘরের পর্দ্দাগুলি শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন। মেঝের গালিচাও বহুস্থানে ছিন্ন ও মেঝে হইতে অপসারিত। সেই কক্ষের এক কোণে একটি লোহার সিন্দূক ছিল; তাহারও ডালা ভগ্ন। দেওয়ালে যে সকল ছবি ছিল—তাহা দেওয়াল হইতে নামাইয়া চূর্ণ করা হইয়াছিল। গা-আলমারিগুলির দ্বারও কোন ভারি অস্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

মিঃ ফেড সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, “এ সকল কি ব্যাপার! এটি আমার ধূমপানের কক্ষ; কে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এইভাবে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে? মিঃ ব্লেক! এই কক্ষের অবস্থা দেখিয়া আপনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি?”

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে কয়েকটি গৃহ-সামগ্রী পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর মিঃ ফেডের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, কোন তস্কর এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন-একটা বিশেষ সামগ্রীই অনুসন্ধান করিতেছিল। সাধারণ ধনরত্নের লোভে সে গৃহ-সামগ্রীগুলি এ ভাবে ওলট্-পালট্ করে নাই; তবে সে কোন্ সামগ্রীর সন্ধানে আসিয়াছিল—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।”

মিঃ ফেড বলিলেন, “আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আগে একটা গরম কাপড় পরিয়া আসি; তাহার পর

মারিবার হুকুম দিব। এই সকল কুকুরকে সায়েস্তা করিবার জন্ত চাবুকই অব্যর্থ অস্ত্র।”

মিঃ ব্লেক ক্রোধে অপমানে কাঁপিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি তখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এই লাঞ্ছনায় তাঁহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ লগুড়াহত সিংহের ন্যায় তাঁহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ওয়ার্ডারবেশধারী দস্যু তাঁহাকে ধাক্কা দিতে দিতে সেই কক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। হঠাৎ নিজের পরিচ্ছদের প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ; তাঁহার মনে হইল কয়েদীর পরিচ্ছদে তাঁহাকে কয়েদী সাজিতে হইয়াছে। কয়েদী নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া কারাধ্যক্ষকে আক্রমণ করিলে তাহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—তিনিও সেইরূপই লাঞ্ছিত হইলেন। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। সাটিরা যে উপায়েই হউক সেখানে কারাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছে ; সেখানে সে সর্ব্বশক্তিমান, তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারই জেলখানার কয়েদী। তিনি একাকী অসহায় অবস্থায় কিরূপে এই অপমানের প্রতিফল দিবেন—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ওয়ার্ডারের ধাক্কা খাইয়া তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই অক্ষম ক্রোধে ওয়ার্ডারের কোন ক্ষতি হইল না। সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া তিনি সাটিরার উল্লাস-হাস্য শুনিতে পাইলেন। সাটিরা হী-হী করিয়া হাসিয়া বলিল, “এই ত নির্য্যাতনের আরম্ভ মাত্র ; ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাকে তিন দিন অনাহারে রাখিয়া ফাঁসি কাঠে লট্‌কাইয়া দিব। আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

ওয়ার্ডার মিঃ ব্লেককে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, “জেলখানার কর্ত্তার গায়ে হাত তুলিতে যাও—তোমার ত ভারি স্পর্দ্ধা ! তোমাকে নিশ্চয়ই চাবুক খাইতে হইবে। কর্ত্তার হুকুমে আমিই তোমাকে শায়েস্তা করিব। কয়েদী কয়েদীর মতই থাকিবে, তা’ নয়, কয়েদী হইয়া লাট সাহেবের মত লম্বা লম্বা কথা ! এ রকম দুর্ম্মতি তোমার কেন হইল ? তোমার মত বদমায়েস বে-শায়েস্তা কয়েদী আমি আর একটাও দেখি নাই। তোমার ঠিক ফাঁসি হইবে।”

মিঃ ব্লেক যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন সেই কক্ষেই নীত হইলেন। সকল কক্ষই তাঁহার পক্ষে সমান নির্জ্জন। ওয়ার্ডার তাঁহাকে সেই কক্ষে পুরিয়া তাঁহার হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে দুই একটি হিতোপদেশ দিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক হতাশভাবে টুলে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন; চিন্তার অকূল সমুদ্রের তিনি কূল দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

# অষ্টম প্রবাহ

## পলায়ন

সেই কারাকক্ষে বসিয়া বি, আই, ৭২৪ নং কয়েদী অবনত মস্তকে দীর্ঘকাল তাঁহার আকস্মিক দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিলেন, কিন্তু অতঃপর কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না ; ক্রমাগত তাঁহার মনে হইতে লাগিল, “এখানে কিরূপে আসিলাম, সাটিরা কি কৌশলে আমাকে এখানে কয়েদ করিল ?”

তাঁহার স্মরণ হইল লর্ড পাওয়ার্সের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পল্লীভবনের নিভৃত শয়ন-কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন ; নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সাটিরার কারাগারের একটি নির্জ্জন কক্ষে অবরুদ্ধ হইয়াছেন ! লর্ড পাওয়ার্সের সুরক্ষিত অট্টালিকা হইতে সাটিরা তাঁহাকে চুরী করিয়া আনিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না ; কিন্তু সাটিরা কিরূপে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল ?

লর্ড পাওয়ার্সের জ্ঞাতসারে বা তাঁহার সম্মতিক্রমে তিনি ডাক্তার সাটিরা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন, মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল সাটিরার এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সহিত লর্ড পাওয়ার্সের সংস্রব থাকিতেই পারে না। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র চরিত্রগত সামঞ্জস্য ছিল না। ডাক্তার সাটিরা ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যু, সর্ব্বপ্রকার পাপে অকুণ্ঠিত, লর্ড পাওয়ার্স ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম ; তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য, তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখর। তিনি সাটিরার সহিত যোগদান করিয়া মিঃ ব্লেককে এই বিপদে ফেলিয়াছেন—ইহা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে চিন্তাকুল চিত্তে পাদচারণ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “এ যে কি রহস্য তাহা কোন ক্রমে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ! আমি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন কিভার্ণ প্রাসাদে গিয়াছি, এ সংবাদ সাটিরা কিরূপে

জানিতে পারিল ? তবে কি সাটিরাই লর্ড পাওয়ার্সের সিন্দুক হইতে তাঁহার হীরকালঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছিল ? সে মার্ল-হাউস হইতে পলায়ন করিবার সময় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড হস্তগত করিয়াছিল, তাহার অর্থাভাব হয় নাই ; তবে লর্ড পাওয়ার্সের হীরকালঙ্কারগুলি কেন সে অপহরণ করিল ?—দস্যুরা পরস্বাপহরণের সুযোগ পাইলেই তাহা অপহরণ করে—হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও পরধন অপহরণের লোভ সংবরণ করিতে পারে না ; এই জন্যই কি সাটিরা এই কার্য্য করিয়াছে, না তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল ?”

মিঃ ব্লেক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না। কয়েক ঘণ্টা পরে সেই কক্ষদ্বারে পুনর্ব্বার শব্দ হইল। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ওয়ার্ডারবেশধারী ভীষণাকৃতি দস্যুই দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ওয়ার্ডার বলিল, “তোমার ব্যায়ামের সময় হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া খানিক চলাফেরা কর।”

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—যদিও সেই সুবিস্তীর্ণ কারাগারে কয়েদীর সংখ্যা অধিক নহে, এবং যাহারা কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে—তাহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইলেও, এবং তাহাদের অবস্থা তাঁহার অবস্থার ন্যায় শোচনীয় এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ না থাকিলেও, এই কারাগারে সাধারণ কারাগারসমূহের নিয়মাদি যথাযথভাবে পালিত হইয়া থাকে। তিনি কিছু কালের জন্যও সেই কারাগারের বাহিরে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি ওয়ার্ডারের অনুসরণ করিয়া কারাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। কারাপ্রাঙ্গণের অদূরে সুপ্রশস্ত ব্যায়াম ক্ষেত্র উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সেই ব্যায়ামক্ষেত্র ইংলণ্ডের সরকারী কারাগার সমূহের ( Government prisons ) ব্যাযামক্ষেত্রগুলিরই অনুরূপ। সেখানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে সমুন্নত কারা-প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় ছিল না ; ঊর্দ্ধে মুক্ত নীলাকাশ। ব্যায়ামক্ষেত্রের মধ্যস্থলে চক্রাকার পথ ছিল, তাহা প্রস্তরাবদ্ধ। পথ অনেকগুলি, একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে আর একটি বৃত্ত ;—এইরূপ বৃত্তাকৃতি অনেকগুলি পথ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এই

সঙ্কীর্ণ পথে কয়েদীদিগকে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইত, এবং কারা-প্রহরীরা অদূরে দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। এক একটি বৃত্তে কয়েকবার ঘুরিয়া আসিলে কয়েদীদের ব্যায়াম শেষ হইত।

মিঃ ব্লেক কারাগারে আসিয়া অন্য কোনও কয়েদীকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া তিনি ভিন্ন পথে আর একজন কয়েদীকে বেড়াইতে দেখিলেন। সে তাঁহারই মত কয়েদীর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কিছুদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোকটি স্থূলাঙ্গ, তাঁহার অপেক্ষা খর্ব্বকায়; পরিচ্ছদটি তাহার দেহের তুলনায় অত্যন্ত খাটো, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টুপি। মিঃ ব্লেক দূর হইতে দেখিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিলেও তাহার চলিবার ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটি তাঁহার পরিচিত; কিন্তু তাহাকে তখন চিনিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে সেই কয়েদী তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ-যে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "কুট্‌স! তুমি? তুমি এখানে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্লেক! তুমিও এখানে! তুমিও কয়েদী? কি সর্ব্বনাশ!"

উভয়ে পরস্পরের প্রতি এভাবে চাহিয়া রহিলেন যে, তাঁহাদের সেই ভঙ্গি তৃতীয় ব্যক্তি দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না। লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবন কিভার্ণ প্রাসাদ হইতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ পাইয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার লইয়া সেখানে গমন করিয়াছিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে ডাক্তার সাটিয়ার কবলে পড়িয়া এই কারাগারে নীত হইয়াছেন—তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই,—এমন কি, এরূপ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও জানিতেন না, মিঃ ব্লেক তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়া তাঁহারই মত বিপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহারা পরস্পরকে কয়েদীর বেশে ব্যায়াম-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কয়েক মিনিট বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া, স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন তাঁহাদের বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ব্লেক, তোমারও অবস্থা আমার মত! সাটিরা তোমাকে কিরূপে পাক্‌ড়াইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে যে উপায়ে পাক্‌ড়াইয়াছে, বোধ হয় ঠিক সেই উপায়েই। লর্ড পাওয়ার্সের কিভার্ণ প্রাসাদ হইতে তুমি অদৃশ্য হইয়াছ শুনিয়া আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় সেখানে গমন করিয়াছিলাম. সেখান হইতে রাত্রিকালে আমাকে কেহ চুরী করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু দস্যুরা আমাদিগকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহা জানিতে পারিয়াছ কি?"

দূরে যে ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাঁহাদের কথা শুনিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "মুখ বুঁজিয়া থাক, এখানে গল্প করা চলিবে না।—দু'জনে দশ দশ গজ তফাৎ থাকিয়া পায়চারী কর। কথা কহিলে বেত খাইবে।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অগত্যা নির্ব্বাক হইতে হইল। তাঁহারা আরও এক ঘণ্টা সেই পথে ভ্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু প্রহরী কর্ত্তৃক অপমানিত হইবার ভয়ে আর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা কি উপায়ে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি উপায়ে কিভার্ণ প্রাসাদ হইতে সেখানে আনীত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার হাতমুখ বাঁধিয়া সেখানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ডাক্তার সাটির্ণী তাঁহাদের উভয়কেই মহাশত্রু মনে করে; সে বৈর-নির্য্যাতনের অভিসন্ধিতে তাঁহাদের উভয়কে ঠিক একই ভাবে এই কারাগারে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু লর্ড পাওয়ার্সের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সুরক্ষিত প্রাসাদ হইতে সে তাঁহাদের উভয়কে কিরূপে এখানে লইয়া আসিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তবে সাটিরার একটা কথা তাঁহার স্মরণ হইল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "দুই এক দিনের মধ্যেই তুমি অনেক সঙ্গী পাইবে; তোমাদের দলের সকলেরই একত্র প্রাণদণ্ড হইবে।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "নরপিশাচ সাটিরা আমাকে ও কুটসকে এখানে আনিয়া কয়েদ করিয়াছে; তাহার ঐ কথার মর্ম্ম এখন বুঝিতে পারিলাম। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে করে—তাহাদের অনেককেই এখানে আনিয়া কয়েদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকাল সে এ খেলা খেলিতে পারিবে—তাহার সম্ভাবনা অল্প। আমরা কোথায় আসিয়াছি—ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহা জানিতে পারিলাম না! ইন্‌স্পেক্টর কুটসও তাহা জানিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসের সহিত কথা কহিবার আর কোন সুযোগ পাইলেন না। প্রহরীটা তাঁহাদের উভয়কেই সঙ্গে লইয়া কারা-প্রাঙ্গণে প্রত্যাগমন করিল, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে একতালার একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া মিঃ ব্লেককে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তাঁহারা স্বতন্ত্র দুইটী কারা-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই বিস্তীর্ণ কারাগারের কোন প্রকোষ্ঠ হইতে কোন বন্দীর কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর না হওয়ায় সেই কারাগারে অন্য কোন কয়েদী ছিল কি না তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

ডাক্তার সাটিরা মিঃ ব্লেককে বলিয়াছিল—দুই এক দিনের মধ্যে আরও অনেককে আনিয়া সেই কারাগারে আবদ্ধ করা হইবে। সে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া অল্প দিনেই অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনর হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনেক খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ ও অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারী, এমন কি, লণ্ডনের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সে শত্রু মনে করিত; কারণ তাঁহারা সকলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাটিরা তাঁহাদের সকলকেই নানা কৌশলে ধরিয়া আনিয়া এই কারাগারে বন্দী করিবে, এবং তাঁহাদের প্রতি ইচ্ছানুযায়ী উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হইবে—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিলেন না। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, সাটিরা ছলে বলে কৌশলে আরও দুই এক জনকে সেখানে ধরিয়া আনিতে পারে; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য মিঃ ব্লেক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে ;—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি কি উপায়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি টুলের উপর বসিয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন। কারারক্ষীর পদশব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রহরী সেই কক্ষের বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান! তিনি কি কৌশলে পলায়ন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি টুল হইতে উঠিয়া সেই কক্ষের বাতায়নের নীচে উপস্থিত হইলেন, এবং উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন সেই পথে পলায়ন করা অসাধ্য। একে ত সেই বাতায়নে আরোহণ করাই অসাধ্য, তাহার উপর বাতায়নটি লোহার সুদৃঢ় গরাদে-বেষ্টিত; সেই গরাদেগুলি অপসারিত করিবারও উপায় ছিল না। দ্বারের বাহিরে প্রহরী না থাকিলেও তিন ইঞ্চি পুরু তক্তা-নির্ম্মিত দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেই কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া, তিনি যে সেখান হইতে পলায়নের কোন কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিবেন—ইহা সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। সেই কক্ষের বাহিরে আসিলে পলায়নের সুযোগ ঘটিতেও পারে,—কিন্তু কারা-প্রহরী আবার কখন তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ব্যায়ামের সময় ভিন্ন অন্য সময় তাঁহার বাহিরে যাইবার সুযোগ ছিল না, এবং পরদিন সেই সুযোগ পাইলেও কি কৌশলে সশস্ত্র প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিবেন—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

তিনি এতই অধীর হইয়া উঠিলেন যে, এক এক মিনিট তাঁহার নিকট এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে সকল অপরাধী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ থাকে—তাহারা কি করিয়া কালাতিবাহিত করে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল আসিল। কারা-রক্ষী সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার জন্য এক পেয়ালা চর্ব্বিমিশ্রিত সুপ এবং কয়েক টুকরা আধপোড়া রুটি লইয়া আসিল।

খাদ্য ও পানীয়ের চেহারা দেখিয়াই মিঃ ব্লেকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিল।

ক্ষুধায় তাঁহার কষ্ট হইতেছিল বটে, কিন্তু তিনি খাদ্য সামগ্রী অপেক্ষাও একটি জিনিসের অধিক অভাব অনুভব করিতেছিলেন—তাহা তামাক। তাঁহার সঙ্গে তামাক না থাকায় তিনি দীর্ঘ কাল ধূমপান করিতে পারেন নাই। ধূমপানের জন্য তাঁহার এরূপ আগ্রহ হইয়াছিল যে, তখন তিনি একটি চুরুট বা খানিক তামাক ও পাইপটা পাইলে তাহার বিনিময়ে তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ( half of his worldly possessions ) অনায়াসে দান করিতে পারিতেন।

কারারক্ষী দ্বার খুলিয়া রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দ্বারের যে কলের সাহায্যে দ্বার খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যাইত, সেই কলখানিতে চাবি দিয়া দ্বার খুলিলেও দ্বার বন্ধ করিবার সময় চাবিটি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইত না।—দ্বার রুদ্ধ করিয়া কপাটে সজোরে চাপ দিলে আপনা-হইতেই দরজা বন্ধ হইয়া যাইত; কেবল দ্বার খুলিবার সময় চাবিটা ঘুরাইতে হইত।—ইহা লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ তাঁহার মাথায় একটি ফন্দীর উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, কলের ছিদ্রটি যদি কোন উপায়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলে কলের অভ্যন্তরস্থিত দাঁত সরিয়া আসিতে পারিবে না, সুতরাং বাহির হইতে দ্বারে চাপ দিলে দ্বার বন্ধ হইবে না।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, কারারক্ষী দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক রুটিখানি ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটু কোমল অংশ বাহির করিয়া লইলেন, এবং তাহা পাকাইয়া একটা সরু পলিতার মত করিয়া জামার ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন। সেই অখাদ্য রুটি আহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, তিনি সুপও স্পর্শ করিলেন না; অনাহারে থাকিয়া তিনি মুক্তি লাভের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কত কথাই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল! কিভার্ণ প্রাসাদের শয়ন-কক্ষ হইতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অদৃশ্য হইবার এক রাত্রি পরেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পর দিন সকালে তাঁহাকেও তাঁহার শয়ন-কক্ষে না দেখিয়া লর্ড পাওয়ার্স সে সংবাদ নিশ্চয়ই পুলিশের গোচর করিয়াছিলেন।—স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডেও সেই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইজনেরই অন্তর্দ্ধানে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। আন্দোলন আলোচনারও অন্ত ছিল না—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু পুলিশ কি তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের কারণ নির্ণয় করিতে পারিবে? ডাক্তার সাটিরা রাত্রিকালে গোপনে লর্ড পাওয়ার্সের গৃহে প্রবেশ করিয়া অথবা অনুচরদের পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা যে তাহারা বুঝিতে পারিবে মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

এই রূপ নানা চিন্তায় মিঃ ব্লেক সারাদিন অতিবাহিত করিলেন। অপরাহ্ণে কারারক্ষী তাঁহার কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কারারক্ষী এবার একাকী আসে নাই, ডাক্তার সাটিরাও তাহার সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

সাটিরা মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া একটু কুঁজো হইয়া দাঁড়াইল। আনন্দে ও গর্ব্বে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মিঃ ব্লেককে মৃদু স্বরে বলিল, "ওহে বাপু ৭২৪নং! এই কামরা তোমার পছন্দ হইয়াছে ত? তোমার মত দুর্দ্দান্ত অবাধ্য কয়েদীকে বাসের অযোগ্য অত্যন্ত জঘন্য কামরা দেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু আমি তোমার দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া এই উৎকৃষ্ট কারাকক্ষই তোমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তথাপি যদি তোমার কোন অভিযোগ থাকে তাহা আমাকে বলিতে পার: পানাহার সম্বন্ধে তোমার কোন প্রার্থনা থাকিলে আমি তাহা পূর্ণ করিতে সম্মত আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফাঁসীর আসামীকে যে কামরায় রাখা হয় সেই কামরা অপেক্ষা এই কামরা যে কতকটা ভাল, ইহা অবশ্য অস্বীকার করিতে পারি না। ফাঁসীর আসামীর কামরায় বাস কিরূপ আরামপ্রদ তাহা তুমি বোধ হয় জান না; কিন্তু শীঘ্রই তুমি সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। আমি দীর্ঘকাল ধূমপান করি নাই, তুমি আমার ধূমপানের ব্যবস্থা করিলে, এবং পা দু'খানার জড়তা দূর করিবার জন্য আর একটু বেড়াইবার সুযোগ দান করিলে খুসী হইব। ইহা ভিন্ন তোমার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই।"

ডাক্তার সাটিরা তাহার পরাক্রান্ত শত্রুদের মুঠায় পুরিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, মিঃ ব্লেকের কথা শুনিবামাত্র পকেট হইতে দুইটি উৎকৃষ্ট চুরুট ও ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া দিল; তাহার পর কারারক্ষীকে বলিল, "এই কয়েদীকে বাহিরে লইয়া গিয়া আরও আধ ঘণ্টা ঘুরাইয়া আন। সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টর কুটস এখানে আসিয়া কিরূপ আরাম ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া আসি। পূর্ব্বে যখন তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, সেই সময় সে আমাকে যে ভাষায় সম্ভাষণ করিয়াছিল তাহা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল—গোয়েন্দাগিরি উপলক্ষে সে যে সকল লোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহারা অত্যন্ত ইতর লোক। পুলিশের লোকেরা সাধারণতঃ দুর্ম্মুখ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুটস চাষারও অধম।"

ডাক্তার সাটিরার আদেশে ওয়ার্ডার মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া কারাকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতে যে পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন—সেই পথে তাঁহাকে আধ ঘণ্টা বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দিল। মিঃ ব্লেক রুটির ভিতর হইতে যে নরম শাঁসটুকু বাহির করিয়া কোটের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তিনি মুঠায় পুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাটিরা তাঁহাকে যে দুইটি চুরুট ও ম্যাচ্‌বাক্স উপহার দিয়াছিল, তাহাও তাঁহার কাছেই ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ধূমপান করিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন ওয়ার্ডারটা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল; তিনি তাহার মন বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইল না। সে তাঁহাকে মৌনভাবে বেড়াইতে আদেশ করিল। অগত্যা তিনি নীরব হইলেন। আধ ঘণ্টা অতীত হইলে ওয়ার্ডার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কামরায় ফিরিয়া চলিল।

মিঃ ব্লেক সেই কামরার সম্মুখে আসিয়া, হঠাৎ যেন চৌকাঠে বাধিয়া পতনোন্মুখ হইলেন, এবং সামলাইয়া লইবার জন্য দুই হাতে রুদ্ধ দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার মুঠার মধ্যে রুটির যে পলিতা ছিল, সেই সুযোগে তাহা তিনি সেই দ্বারের কলের ছিদ্রের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া ছিদ্রটি বন্ধ করিলেন। ওয়ার্ডার তাঁহার এই কৌশল বুঝিতে পারিল না। সেই দ্বার তখন বন্ধ ছিল না, ঠেলিবামাত্র তাহা

খুলিয়া গেল ; তাহার পর সে তাঁহাকে সেই কক্ষে পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সে জানিত দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিলে দ্বার আপনা-হইতে বন্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং দ্বার বন্ধ হইয়াছে ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল ; কিন্তু কলের ছিদ্রটি ময়দায় পূর্ণ থাকায় কলের দাঁত সরিয়া আসিতে পারিল না। ( it had prevented the tongue of the lock from snapping home ) সুতরাং দ্বার রুদ্ধ হইল না।

মিঃ ব্লেক সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া, প্রায় দশ মিনিট টুলের উপর বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিলেন ; অবশেষে যখন বুঝিলেন ওয়ার্ডারটা স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কৌশল সফল হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল ; এজন্য তিনি দরজার কপাট সাবধানে ধরিয়া অল্প ঠেলিলেন। দরজা ঈষৎ খুলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ কপাট ভিতর হইতে টানিয়া বন্ধ করিলেন। তাঁহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি পলায়নের উপায় স্থির করিতে পারেন নাই ; তখনও প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা ছিল। তখন পলায়নের চেষ্টা করিলে ধরা পড়িতে হইবে বুঝিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন। সাটিরা তাহার দলের কতজন দস্যুকে সেখানে আনিয়া তাহাদের হস্তে কারাগার রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিল—তাহা তিনি জানিতেন না। এজন্য তিনি স্থির করিলেন—রাত্রে যখন তাহারা শয়ন করিবে সেই সুযোগে তিনি পলায়নের চেষ্টা করিবেন। কারারক্ষীরা সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহার কামরা পাহারা দিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস না করিলেও, তাহারা শয়নের পূর্ব্বে একবার তাঁহার কামরার দ্বারে ধাক্কা দিবে এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বাহির হইতে ধাক্কা দিলে দরজা হঠাৎ খুলিয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষস্থিত ভারি টুলখানি কপাটের গায়ে চাপাইয়া দিলেন ; ( managed to wedge the wooden stool firmly against the door. ) তাহার পর তিনি তাঁহার সেই তক্তার শয্যায় ( plank-bed ) কম্বল-মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন ; কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, নানা চিন্তায় তিনি সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ওয়ার্ডার তাঁহার সন্ধান লইতে আসিয়াছে। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ ওয়ার্ডার দ্বার খুলিবার চেষ্টা না করিয়া, দ্বারের মধ্যস্থলে যে ঘুল্‌ঘুলি ( spy-hole ) ছিল, তাহার কাঠের আবরণ ঠেলিয়া সেই ঘুলঘুলি দিয়া তাঁহার কামরার ভিতর দৃষ্টিপাত করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও গাঢ় না হওয়ায় জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছিল; ওয়ার্ডার সেই আলোকে মিঃ ব্লেককে শয্যায় শায়িত দেখিতে পাইল।

কয়েদী রাত্রির মত শয়ন করিয়াছে বুঝিয়া ওয়ার্ডারটা নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রস্থান করিল। রাত্রিকালে সে আর সেখানে ফিরিয়া আসিবে না বুঝিয়া মিঃ ব্লেকও নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি আরও কয়েক ঘণ্টা সেই ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। মিঃ ব্লেক পাচ ছয় ঘণ্টার পর শয্যা ত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহার জুতা-জোড়াটা একত্র করিয়া তাহাদের ফিতার কিয়দংশ খুলিয়া ফেলিলেন, এবং উভয় ফিতার প্রান্তভাগে গ্রন্থি দিয়া ( knotted the laces together ) দুই পাটি জুতা গলার দুই ধারে ঝুলাইয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি দ্বারের নিকট আসিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন, উৎসাহে উদ্দীপনায় তাঁহার বক্ষঃস্থল দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে শুক্ল পক্ষের রাত্রি বলিয়া চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। খণ্ডচন্দ্রের মৃদু কিরণে কারাপ্রাঙ্গণ তখন আলোকিত। তিনি কারাকক্ষের বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বারান্দার ছাদ কাচনির্ম্মিত, ( glass-roof ) এই জন্য জ্যোৎস্নালোকে কারাগারের বারান্দাও অল্প আলোকিত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন কক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইলেন না; সেই বিশাল কারাগার যেন সুপ্তিঘোরে সমাচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল। তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে 'গ্যালারী' পার হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিলেন, এবং লৌহনির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়া একতালায় নামিলেন।

মিঃ ব্লেক কারাগারে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন। তাঁহার পিস্তলটি লর্ড পাওয়ার্সের পল্লীভবনে তাঁহার শয়ন-কক্ষে পড়িয়া ছিল; তাহা তিনি সঙ্গে লইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু আত্মরক্ষার উপযোগী একটা সম্বল হাতে না লইয়া বাহিরে যাওয়া সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার পূর্ব্বোক্ত কাঠের টুলের একটি

পায়া খুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহা লইয়া কারাকক্ষের বাহিরে আসা যে সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা তিনি পরে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একতালায় নামিয়াই বারান্দায় একজন ওয়ার্ডারকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি আতঙ্কাভিভূত হইলেন। তিনি একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ওয়ার্ডারটা একখানি চেয়ারে বসিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তাহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; এবং 'ফরর-ফৎ' 'ফরর-ফৎ' শব্দে তাহার নাসিকাগর্জ্জন হইতেছিল—তাহাও তিনি শুনিতে পাইলেন।

এরূপ সুযোগ উপেক্ষা করা অনুচিত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, তথাপি নিদ্রিত প্রহরীর মস্তকে দণ্ডাঘাত করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিয়া তিনি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন—এ সুযোগ নষ্ট করিলে তাঁহাকে মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। যাহারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় সেখানে ধরিয়া আনিয়াছিল, মাদকদ্রব্য প্রয়োগে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে কারা-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বনীয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি লঘু-পদক্ষেপণে নিদ্রিত ওয়ার্ডারের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয় হস্তে সেই কাঠের গদা ঊর্দ্ধে তুলিয়া তন্দ্রাভিভূত প্রহরীর মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সেই এক আঘাতেই প্রহরী ধরাশায়ী হইল; সে আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না।

মিঃ ব্লেক প্রহরীর সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া সেই চেয়ারে স্থাপিত করিলেন; তাহার পর তাহার কোমরবন্দ হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কক্ষের দিকে চলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভ্রমণ-শেষে কারাগারে প্রত্যাগমন করিলে, একতলার কোন্ কক্ষে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তথাপি অনেকগুলি কক্ষ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট থাকায় রাত্রিকালে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কামরা

চিনিয়া লইতে তাঁহার একটু অসুবিধা হইল; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্সকে তাঁহার তক্তার শয্যায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্স সেই গভীর রাত্রেও নিজের শয্যায় বসিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং দুর্ভেদ্য কারাগার হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁহার কারাকক্ষের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং সভয়ে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "কোন কথা নয় কুট্স! নির্ব্বাক্ থাক। তুমি তোমার পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হও—আমি এখনই আসিতেছি। যদি নিঃশব্দে তোমার কম্বলখানি ছিঁড়িতে পার তাহা হইলে তাহা ছিঁড়িয়া কতকগুলা লম্বা ফালি করিয়া রাখ, সেগুলি কাজে লাগিবে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, চতুর ব্লেক কোন কৌশলে কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাকেও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তিনি মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন; কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই সেখানে প্রত্যাগমন করিলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্স দেখিলেন—তাঁহার স্কন্ধে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি বিরাজিত!—তিনি মিঃ ব্লেককে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, দ্বার প্রান্তে দাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের অনুষ্ঠিত কাজ দেখিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক সেই ওয়ার্ডারটাকে ইন্স্পেক্টর কুট্সের শয্যায় নিক্ষেপ করিয়া কুট্সের কম্বলের ফালি দিয়া তাহার হাত, পা ও মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্স আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; আনন্দে উৎসাহে তখন তাঁহার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল!—তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার ব্লেক! আমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, না, সজাগ অবস্থায় তোমার অদ্ভুত বাহাদুরী দেখিতেছি? সত্যই কি আমরা সাটিরার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে

পারিব? তুমি কি কৌশলে তোমার কামরা হইতে পলাইয়া আসিলে?—আর এই বদ্‌মায়েস বেটাকেই বা—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনও স্ফূর্ত্তি করিবার সময় হয় নাই কুট্‌স! আমরা এখনও এই ভীষণ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। এখান হইতে পলায়ন করিবার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথেষ্ট সময় পাইব।—আমরা কোথায় আসিয়াছি জানিতে পারিয়াছ কি?—এ কোন্‌-কারাগার?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুই 'মালুম' নাই; সকল ব্যাপারই ভৌতিক কাণ্ডের মত অদ্ভুত মনে হইতেছে! আমাদিগকে কোথায় ধরিয়া আনিয়াছে, কি কৌশলেই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। এ সমস্তই আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। সাটিরা যাদুকর। আমার বিশ্বাস, এ সকল কাণ্ড তাহার ইন্দ্রজালের ফল। আমার এইমাত্র স্মরণ আছে—আমি লর্ড পাওয়ার্সের আহ্বানে এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার পল্লীভবন কিভার্ণ প্রাসাদের দোতালার একটি কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলাম; পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম—এই কারা-প্রকোষ্ঠে ঐ তক্তার উপর একটা নোংরা বিছানায় পড়িয়া আছি! আমার মনে হইতেছিল—আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি। এ যে গবর্মেণ্টের কারাগার, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সাটিরা—ফেরারী আসামী সাটিরা—যাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ সারা দেশটা চষিয়া ফেলিতেছে—সেই সাটিরা গবর্মেণ্টের কারাগারের অধ্যক্ষ! এই জেলখানার সে মালিক! ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ভাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে বক্তৃতা বন্ধ কর। বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আগে দরজা বন্ধ কর। সাটিরা কতগুলি অনুচর সঙ্গে আনিয়া এখানে আড্ডা লইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই; তবে যদি সে পনের কুড়িজন অনুচর সহ এখানে আসিয়া থাকে—তাহা হইলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। সে সব পারে; কোন কার্য্য তাহার অসাধ্য নহে। আমরা পলায়নের কি ব্যবস্থা করিব—তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে, কারাগারের বাহিরে যাইবার কোনও উপায় আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে হইবে।"

স্মিথ এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথাই শুনিতেছিল; সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি বলিতে পারি—ঐ বানরগুলা সেই সকল হীরক রত্ন কোথায় পাইয়াছিল।—উহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহাবীর হনুমান যখন সোনার লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, সেই সময়েই হউক, আর রাম যখন রাবণ-বধ করিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়েই হউক, সে রাবণের রত্ন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লেজে বাঁধিয়া ইণ্ডিয়ায় লইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার বংশধরদের জন্ম ঐ সকল হীরক রত্ন গুপ্ত স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। জেনারেল হনুমান অন্যায় কাজ করে নাই। একালের বড় বড় জাঁদরেলরাও ঐ কাজটি করিয়া থাকেন, প্রমাণ—"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর স্মিথ! তোমার কোন অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন নাই।"

স্মিথ মুখ কাচু-মাচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; মিঃ ফেড বলিতে লাগিলেন, "যাহাই হউক, ঐ সকল মহামূল্য হীরক জহরত দেখিয়া লুব্ধ ডাক্তার সাটিরার লোভ অসংবরণীয় হইয়া উঠিল।—তাহার নিকট যে কথা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। তাহার ধারণা হইল, সেই সকল জহরতের মূল্য কোটী পাউণ্ডের কম নহে! কিন্তু বানরগুলা তখনও তাহাকে বিশ্বাস করিয়া সেগুলি স্পর্শ করিতে দিল না। অবশেষে ধূর্ত্ত ডাক্তার সাটিরা এই মতলব স্থির করিল যে, সে ঐ সকল হীরক জহরত-সাহায্যে মারুতিদেবের একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে হীরক-মুকুটে ও রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিবে। ডাক্তার সাটিরা কি কৌশল বানরগুলাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করিয়াছিল, তাহা সে আমাদের নিকট প্রকাশ করে নাই; তবে নির্ব্বোধ বানরগুলা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল। অনন্তর ডাক্তার সাটিরা ক্রমাগত এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র মারুতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং ইহা সে মারুতিদেবের বিরাট মূর্ত্তির পার্শ্বস্থ গুহায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, শয়তানটার মতলব বুঝিতে পারিয়াছি; সে সুযোগ বুঝিয়া এক দিন এই হীরক-রত্নালঙ্কারভূষিত মূর্ত্তিটি চুরী করিবে, এবং বানরগুলাকে

রস্তা প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের অলক্ষ্যে সেই দেশ হইতে পলায়ন করিবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল।”

মিঃ ফেড বলিলেন, “আপনার অনুমান সত্য। সে আমাদের বলিয়াছিল—ঐরূপ মতলব করিয়াই সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য তাহার পলায়নের গোপনীয় ফিকিরটাও আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল; ভাবিল, আমরা ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিঙা ফুঁকিব, তাহার ফন্দীর কথা আমাদের জানা থাকিলে তাহার কি ক্ষতি হইবে?—সে বলিল, সেই পাহাড়ের পূর্ব্ব ধারে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে; তাহা পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিশিয়াছে। পাহাড়ের নীচে সেই নদীর ধারে সে একখানি নৌকা রাখিয়াছে; নৌকাখানি শালতি; শাল কাঠ খুঁড়িয়া সে স্বয়ং তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই নৌকায় সে কিছুদিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদিগকে হত্যা করা হইলে, বানরগুলা যখন আনন্দোৎসবে মত্ত হইবে—সেই সুযোগে সে এই মূর্ত্তিটি অপহরণ করিয়া নৌকায় উঠিবে। নৌকাখানি একবার নদীর খরস্রোতে পড়িলে আর তাহাকে ধরে কে?—এই কথা বলিয়া ডাক্তার সাটিরা হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিবার সময়েও তাহার মুখের ভঙ্গী কি কদর্য্য!

“গল্পটা ক্রমেই লম্বা হইয়া পড়িতেছে, এখন ইহা সংক্ষেপেই শেষ করি, মিঃ ব্লেক!—আমরা সেই রাত্রে একটি গিরি-কন্দরে আবদ্ধ থাকিলাম; কিন্তু বানর-প্রহরীদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া, আমরা মধ্যরাত্রেই সেই গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে আসিয়া দেখি ব্যাট আমার সঙ্গে নাই! একটু ভাবনা হইল; কিন্তু সেই অন্ধকারে পাহাড়ের মধ্যে তাহাকে কোথায় খুঁজিব? অগত্যা একাকী সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, চন্দ্রালোকে পূর্ব্ব দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। কিছু দূরেই নদী। আমি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখি—ব্যাট্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছে! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কোথায় গিয়াছিলে?’—শয়তানটা মিটি-মিটি হাসিয়া বলিল, ‘চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া আসিলাম!’—আমরা তৎক্ষণাৎ শাল কাঠের সেই লম্বা নৌকায় উঠিয়া নদী-স্রোতে নৌকা ভাসাইলাম।

নৌকা তীরবেগে ছুটিল; তখন ব্যাট কোটের ভিতর হইতে এই মূর্ত্তি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির!"

ব্যাট্ মিঃ ফেডের কথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইল, এবং কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাট্ সাধু হইয়াও পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই! চুরী করিবার জন্য উহার হাত নিস্‌পিস্ করে, আর সুযোগ পাইলে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' করিতে ভোলে না!"

ব্যাট আত্ম-সমর্থনের জন্য বলিল, "ডাক্তার সাটিরা এই মহামূল্য মূর্ত্তিটি চুরী করিয়া নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িত; এই দুষ্কর্ম্মটি তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহার পাপের ভার কমাইয়া দিয়াছি,—ইহাতে দোষ হইয়াছে কি? চোরের ধন চিরদিন বাট্‌পাড়েই লইয়া থাকে; কিন্তু এখন মনে হইতেছে—এ যেন সাপের ছুঁচো ধরা হইয়াছে! যাহাদের জিনিস, তাহাদের ফেরত দিতে পারিলে দেশে ফিরিয়াও প্রাণ হাতে করিয়া বেড়াইতে হইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, 'চুরীর পর অনুতাপ করা সাধুর লক্ষণ! এখন তুমি সাধু হইয়াছ কি না?"

মিঃ ফেড বলিলেন, "নদীপথে পলায়নের সময় আমাদিগকে কি বিপদেই পড়িতে হইয়াছিল! স্থানে স্থানে নদী এরূপ সঙ্কীর্ণ ও উভয় পার্শ্বস্থ পাহাড় এরূপ বক্র যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হইতেছিল—শালতিখানি তীরবেগে চলিতে চলিতে পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া চূর্ণ হইবে! তাহার উপর নদীর উভয় তীরস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি অসংখ্য বানরে পূর্ণ; বানরগুলা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত পাতর ও গাছের ডাল ছুড়িতে লাগিল। দুই চারিটা বানর নদীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া আমাদের নৌকা আক্রমণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নৌকা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রখর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহারা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছিল—আমরা তাহাদের হীরকালঙ্কৃত দেবমূর্ত্তিটি অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছি!"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, "বানরের এত বুদ্ধি?"

মিঃ ফেড বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমার সকল কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না; এজন্ত আপনাকে দোষী করিতে পারি না। আমারও প্রথমে এ সকল বিষয়ে আপনারই মত সংশয় ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে আমার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাল রাত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহাই কি বানরের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের অকাট্য প্রমাণ নহে!

মিঃ ব্লেক নিঃশেষিতপ্রায় চুরুটটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ফেড, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর যে, ডাক্তার সাটিরা ঐ অপহৃত মূর্ত্তিটী তোমার কবল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে একদল বানর 'বডি-গার্ড' লইয়া হিমালয়ের সেই দুর্গম প্রদেশ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণ করিয়াছে?"

মিঃ ফেড বলিলেন, "বিশ্বাস করিবার কথা কি বলিতেছেন?—আমি যে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম—খুর্দ্দান প্রদেশ হইতে পলায়ন করিবার পর আমরা মুহূর্ত্তের জন্ত ডাক্তার সাটিরার দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই! মনে হইত, সে সর্ব্ব স্থানে ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। এমন কি, পথিমধ্যে সে কয়েক বার আমাদিগকে হত্যা করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল! আমরা বোম্বাই আসিয়া, জাহাজের প্রতীক্ষায় বোম্বাইএর 'মালাবার হোটেলে' কয়েক দিন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।—সেই সময় এক দিন ভ্রমণ-শেষে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি—আমাদের কামরার আস্‌বাব্‌-পত্রগুলি লণ্ড-ভণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে; আমাদের লগেজগুলিও কে খুলিয়া জিনিস-পত্রগুলি নাড়া-চাড়া করিয়াছে! আমার বিশ্বাস, হীরক-রত্নালঙ্কার-বিভূষিত এই মূর্ত্তিটি চুরী করিবার উদ্দেশ্যেই কেহ ঐ কাণ্ড করিয়াছিল; কিন্তু কে আমাদের কামরায় প্রবেশ করিয়া এইরূপ অত্যাচার করিয়াছিল—তাহা হোটেলের কেহই জানিতে পারে নাই! যাহা হউক, আমি এই মূর্ত্তিটি পূর্ব্বেই হোটেলের ম্যানেজারের সিন্দূকে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম বলিয়া তাহা অপহৃত হয় নাই। অতঃপর আমরা জাহাজে চাপিলে, জাহাজের কামরাতেও এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছিল; অথচ কে তাহা করিয়াছিল—জানিতে পারা যায় নাই! মূর্ত্তিটি আমার 'ক্যামেরা'র মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়াই সে-যাত্রাও তাহা রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু এই ঘটনার পর আর আমাদের জাহাজে থাকিতে সাহস

হইল না। জাহাজ সৈয়দ-বন্দরে উপস্থিত হইলে মূর্ত্তিটি আমার ক্যামেরার মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, ব্যাটের সঙ্গে আমি সেই বন্দরেই নামিয়া পড়িলাম। আমাদের জিনিস-পত্র লইয়া জাহাজ চলিয়া গেল, তাহাতে আমরা আর উঠিলাম না।

"সৈয়দ বন্দরে নামিয়া অন্য পথে দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়া মনে করিলাম—ডাক্তার সাটিরা আর আমাদের সন্ধান পাইবে না, আমরা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিয়াছি; কিন্তু পরে বুঝিলাম আমার এই ধারণা সত্য নহে। সে আর আমাদের অনুসরণ করিল না বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়া গোপনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আমরা সাউদাম্টনে অবতরণ করিবামাত্র সে তাহা জানিতে পারিল; আমরা সাউদাম্টন হইতে লণ্ডনে না গিয়া এই বাড়ীতে আসিয়াছি—ইহাও তাহার অজ্ঞাত রহিল না। আমরা এই বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পর কাল রাত্রে এখানে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল—তাহা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন। সেই সকল অত্যাচারের নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। ব্যাটও আমার ন্যায় ভুক্তভোগী; সুতরাং এ সকল অত্যাচার যে ডাক্তার সাটিরা বা তাহার কোন অনুচরের কাজ—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে কি?"

এই সকল কথা বলিয়া মিঃ ফেড চঞ্চল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; তাঁহার আশঙ্কা হইল ডাক্তার সাটিরা সেই মুহূর্ত্তেও সেই কক্ষের কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতেছে, ও সেই মূর্ত্তিটি অপহরণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। সে অবিলম্বেই হয় ত কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকোণ হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য বানর-ফৌজকে ইঙ্গিত করিবে; আর বানরগুলা দল বাঁধিয়া আসিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিবে, এবং সকলকেই খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। মিঃ ব্লেক মিঃ ফেডের ন্যায় অসামান্য সাহসী ও বলবান যুবকেরও চোখে মুখে ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ডাক্তার সাটিরা কিরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন।

মিঃ ব্লেক নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে, পূর্ব্বোক্ত চাক্তিখানির কথা স্মরণ হওয়ায়, পকেটে হাত দিলেন। চাক্তিখানি তাঁহার পকেটেই ছিল; তিনি তাহা বাহির করিয়া মিঃ ফেডের হাতে দিলেন, বলিলেন, "এ জিনিসটি কি, বলিতে পার ?—তুমি ত পৃথিবীর নানা দে—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ফেড সেই চাক্তিখানির দিকে চাহিয়া আতঙ্কে হাত টানিয়া লইলেন; বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে হঠাৎ হাত ঠেকিলে মানুষের মুখের ভাব যেরূপ হয়—মিঃ ফেডেরও সেইরূপ মুখভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইলেন।

হাত টানিয়া লইবার সময় চাক্তিখানি মিঃ ফেডের হাত হইতে টেবিলের উপর পড়িয়া গিয়াছিল; মিঃ ফেড বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ আপনি কোথায় পাইলেন মিঃ ব্লেক? ইহা যে খুর্দ্দানীদের দেবতা মারুতিরই ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি। ইহার অপর দিকে ইহারই বিবরণ লিখিত আছে। খুর্দ্দানের প্রত্যেক গোদা বানর এইরূপ এক একটি চাক্তি রক্ষাকবচ স্বরূপ কণ্ঠে ধারণ করে। আপনি বোধ হয় এখানেই ইহা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন? কাল রাত্রে যে বানরটা আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল—তাহারই গলা হইতে সম্ভবতঃ ইহা খসিয়া পড়িয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল রহস্যের অন্ধকার-যবনিকা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতেছে; কিন্তু এই রহস্যের কোন কোন অংশ তিনি বুঝিতে পারিলেও, কতকগুলি বিষয় তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বোধগম্য হইল না। মিঃ জন ফেডের বিস্ময়াবহ গল্প শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে লণ্ডনে জহরত-চুরীর যে সংক্রামকতা আরম্ভ হইয়াছিল—ডাক্তার সাটিরা নামক অসাধারণ লোকটিই সেজন্য দায়ী। যে বানর বা বানরাকৃতি মানুষ (ape-man) প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বাহুর নিষ্পেষণে একজন লোককে নিহত করিয়াছিল, এবং একজন কন্‌ষ্টেবলকেও প্রায় সাবাড় করিয়াছিল—সে যে খুর্দ্দানী বানর, এ বিষয়েও মিঃ ব্লেকের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই শ্রেণীর বানর চুরী করিতেছে বলিয়াই তাহারা

ধরা পড়িতেছে না, আশ্চর্য্য কৌশলে পলায়ন করিতেছে। সার ডিকটন পারসন্সের বাড়ীতে চোরের যে অঙ্গুলি-চিহ্ণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল—তাহা পরীক্ষা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, তাহা পশুশালা-সংরক্ষিত বানরের অঙ্গুলি-চিহ্ণের অনুরূপ চিহ্ণ, তাহা মনুষ্যের অঙ্গুলি-চিহ্ণ নহে। সার ডিকটন পারসন্সের গৃহে উপস্থিত হইয়া টাইগার তস্করটাকে আক্রমণ করিবার সময় যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল—তাহা স্মরণ করিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, তস্করটা মানুষ বা টাইগারের পরিচিত কোন পশু না হওয়ায়, সেই মহাবলবান ও ভীষণদর্শন মানবাকৃতি পশুটাকে দেখিয়া সে দূরে সরিয়া গিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক কোথায় কিরূপে সেই চাক্তিখানি পাইয়াছিলেন, বানররূপী তস্কর কি কৌশলে সার ডিকটনের অট্টালিকার ছাদ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, এবং গভীর রাত্রে একটা প্রকাণ্ড হনুমানকে কি উপায়ে তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন—সেই লোমহর্ষণ কাহিনী সংক্ষেপে মিঃ ফেডের নিকট বিবৃত করিলেন। মিঃ ফেড রুদ্ধনিশ্বাসে স্তম্ভিত ভাবে এই কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তিনি ব্যাটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ ডোলাও, এখন মনে হইতেছে তুমি হীরকরত্ন-বিভূষিত ঐ বানর-দেবতার মূর্ত্তিটা চুরী করিয়া আনিয়া ভালই করিয়াছ। ইহার শেষ ফল কি হইবে—তাহা কি আমরা কোনও দিন অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম? কোথায় দুর্গম তিব্বত-সন্নিহিত, হিমালয়ের শৃঙ্গান্তরালে সংগুপ্ত খূর্দ্দানের অরণ্য, আর কোথায় লণ্ডন! এই উভয় স্থানের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও ডাক্তার সাটিরা আমাদের অনুসরণে এদেশে আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আর এদেশে সে একাকী আসে নাই. একাধিক খূর্দ্দানী অনুচর তাহার সঙ্গে আছে। খূর্দ্দানীদের হীরকরত্ন-মণ্ডিত মারুতি-মূর্ত্তি অপহৃত হওয়ায়, সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই সে লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর গৃহ হইতে হীরকরত্নাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

ব্যাট বলিল, "হাঁ, চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া ভালই করিয়াছি—তোমার এই মন্তব্য শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু একটা কথা যে কিছুতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না! এদেশে ডাক্তার সাটিরার একাকী আগমন অসম্ভব না হইতেও পারে—কিন্তু সে একদল হনুমান সঙ্গে লইয়া কি উপায়ে এদেশে আসিল? কপি-ফৌজ সঙ্গে লইয়া তাহাকে এদেশে আসিতে দেখিলে সে সংবাদ কি কেহ গোপনে রাখিত? আর এদেশে আসিয়াই বা সে সদলে কোথায় লুকাইয়া আছে? মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মনে হয়—সে লণ্ডনের নিকটেই কোন স্থানে আড্ডা লইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা যখন এই গুপ্ত-রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তখন সেই নরহন্তা দস্যুকে, যে উপায়ে হউক, গ্রেপ্তার করিতে পারিব। পুলিশ একবার তাহার হাতে হাতকড়া আঁটিতে পারিলে আর তাহার নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকিবে না; বিচারে নিশ্চয়ই তাহার ফাঁসি হইবে। তবে যে বানর বা বানরাকৃতি মানুষটা সার ডিকটনের সর্দ্দার-খানসামাকে হত্যা করিয়াছে—সেটা ধরা পড়িলে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে বলিতে পারি না। আদালতে অভিযুক্ত হইলে সে আত্ম-সমর্থন করিতে পারিবে কি না তাহাও অনুমান করা অসম্ভব!"

মিঃ জন ফেড মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আগে ত তাহাদের গ্রেপ্তার করুন; তাহাদের কি শাস্তি হইবে, সে চিন্তায় এখন মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সাধারণ দস্যুতস্করগুলাকে যত সহজে গ্রেপ্তার করে, ডাক্তার সাটিরাকে গ্রেপ্তার করা তাহাদের পক্ষে তত সহজ হইবে না। সে তাহাদের মুঠার ভিতর হইতে পাঁকাল মাছের মত সরিয়া পড়িবে; এবং বিপন্ন হইলে, আত্মরক্ষার জন্য দুই পাঁচজনকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, একথাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এমন কি, সে আপনাকেও মহাশত্রু মনে করিয়া হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে,—এবিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। আপনি সে দিন রাত্রে সার ডিকটন পারসন্‌সের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইহা সে জানিতে পারিয়াছে। আপনি তাহার

একটা অনুচরকে খোঁড়া করিয়াছেন, আর একটাকে হত্যা করিয়াছেন; সুতরাং আপনি জীবিত থাকিলে তাহার বিপদের আশঙ্কা আছে—ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। এ অবস্থায় আপনাকে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ।—আমি সেদিন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাড়ী ফিরিলে টাইগার হঠাৎ ক্ষেপিয়া-উঠিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু স্মিথের প্রতি ব্যবহারে তাহার ক্ষ্যাপামীর কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই; এখন আমার অনুমান হইতেছে—টাইগার আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছিল, এবং আমার কোটটি নখরাঘাতে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়াছিল—তাহার এই কার্য্যের সহিত ডাক্তার সাটিরার কোন কৌশল জড়িত আছে; কিন্তু সে কি কৌশলে টাইগারকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।”

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল, তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের (a famous savant) নিকট শুনিয়াছিলেন—ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর যোগী আছে তাহারা দ্রব্যগুণে কোন জীবকে ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তদ্বারা তাহার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করাইতে পারে। সেই পণ্ডিত ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট প্রাণী যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে—তাহার গাত্রে একপ্রকার গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করা হয়, সেই দ্রব্যের গন্ধে জানোয়ারটা ক্ষেপিয়া-উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; এমন কি, কোন শান্ত শিষ্ট গৃহপালিত পশুও সেই দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইবামাত্র উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এইরূপ কোন গন্ধদ্রব্য তাঁহার পরিচ্ছদে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই বানরটা তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং টাইগারও হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া—তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল; কিন্তু কে কি কৌশলে

সেইরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন গন্ধদ্রব্য তাঁহার পরিচ্ছদে নিক্ষেপ করিয়াছিল—তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেরূপ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব গন্ধদ্রব্য সম্বন্ধে লণ্ডনে কাহারও অভিজ্ঞতা আছে—ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! তাঁহার সন্দেহ হইল, ডাক্তার সাটিরাই তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন সুযোগে এই কার্য্য করিয়া থাকিবে।

মিঃ ব্লেক ঐ সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মিঃ ফেড তাঁহাকে বলিলেন, "আশা করি আপনি শীঘ্রই ডাক্তার সাটিরার সন্ধান পাইবেন; কিন্তু আপনি কি ভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার আড্ডা খুঁজিয়া বাহির করিতেই আপনার আট দশ দিন লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। তোমার টেবিলের উপর, ঐ যে হীরক-রত্নভূষিত দেবতাটি বর্ত্তমান, ঐটিই আমার বঁড়সীর টোপ; উহার সাহায্যেই ডাক্তার সাটিরাকে ধরিতে পারিব! আশা করি সেজন্য চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না। যদি সে এই বিগ্রহমূর্ত্তিটি উদ্ধার করিবার আশায় খুর্দ্দান হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ-দূরবর্ত্তী লণ্ডনে আসিয়া থাকে—তাহা হইলে সে ইহা হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না, কোন বিপদের আশঙ্কাতেও সেই চেষ্টায় নিবৃত্ত হইবে না—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একটি চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করিলেন, এবং দুই তিন মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বলিলেন, "ফেড, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলিব, মন দিয়া শোন। আশা করি আমার উপদেশগুলি সতর্ক ভাবে পালন করিবে, কারণ তোমার কার্য্যের উপর আমার সঙ্কল্পের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে লণ্ডনে উপস্থিত হইব, এবং এখানে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি—তাহা সমস্তই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিব। তাহার পর তুমি ও ব্যাট লণ্ডনে যাত্রা করিবে। বলা বাহুল্য, এই হীরক রত্নমণ্ডিত মূর্ত্তিটিও তোমরা সঙ্গে লইয়া যাইবে। লণ্ডনে গিয়া তোমাকে তোমার ব্রেয়ান স্কোয়ারের বাড়ীতেই উঠিতে হইবে। ডাক্তার

সাটিরা কিরূপ বুদ্ধিমান ও চতুর এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই নাই বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তোমাদের নিকট যে সকল কথা শুনিলাম—তাহা সত্য হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—লোকটা অসাধারণ চতুর; সুতরাং সে নিশ্চয়ই তোমাদের গতিবিধির সন্ধান লইবে। তোমরা যখন যেখানে যাইবে—সে তোমাদের উপর দৃষ্টি রাখিবে। আমার বিশ্বাস, তোমরা লণ্ডনে যাত্রা করিবামাত্র সে স্বয়ং বা তাহার কোন বিশ্বস্ত অনুচর তোমাদের অনুসরণ করিবে। তোমার লণ্ডনের বাড়ীতে পৌঁছিয়া সারাদিন তোমরা বাড়ীতেই থাকিবে, মুহূর্ত্তের জন্ত গৃহত্যাগ করিবে না। আজ সন্ধ্যাকালে আমি তোমাকে টেলিফোনে আমার বক্তব্য বিষয় জানাইব। তৎপূর্ব্বেই তুমি সান্ধ্য পরিচ্ছদে (evening clothes) সজ্জিত থাকিলেই ভাল হয়; কারণ রাত্রি আটটার সময় ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত তোমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে, এবং আশা করি সেজন্ত তুমি প্রস্তুত থাকিবে।”

এই কয়েকটি কথা ভিন্ন মিঃ ব্লেক মিঃ ফেডকে অন্ত কোন কথা বলিলেন না; তিনি কি উদ্দেশ্তে এইরূপ উপদেশ দিলেন তাহা জানিবার জন্তও মিঃ ফেড আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। সেই অট্টালিকার বাহিরে একখানি ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল; মিঃ ব্লেক, মিঃ ফেড ও ব্যাটের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ সহ সেই ট্যাক্সিতে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিওয়ালাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে আদেশ করিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে আসিয়া মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিলেন, এবং স্মিথকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত সাক্ষাতের জন্ত তাঁহার আফিসে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত এক ঘণ্টা ধরিয়া কি পরামর্শ করিলেন, তাহা অন্ত কেহ জানিতে পারিল না।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## এই কি ডাক্তার সাটিরা ?

স্মিথ ট্যাক্সিতে বসিয়া মনে মনে বড় গরম হইতেছিল ; তাহার রাগের একটু কারণও ছিল, সে শেষ পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেকের সঙ্গে রহিল, সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল, অথচ মিঃ ব্লেক তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া-রাখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন, তাহাকে সঙ্গে লইলে কি দোষ হইত ? কুট্‌সকে তিনি যে সকল কথা বলিবেন সে তাহা কি শুনিবার অযোগ্য ? ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কি তাহার অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাসের পাত্র ?—অতঃপর এক ঘণ্টার মধ্যেও যখন তাঁহাদের পরামর্শ শেষ হইল না—তখন স্মিথ অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, “নাঃ, আজ আর কর্ত্তার পরামর্শ শেষ হইবে না।”

এক ঘণ্টা অতীত হইলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আফিস হইতে পথে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল মুখ ও উৎসাহ দেখিয়া স্মিথের মনে হইল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি খুসী হইয়াছেন, কিন্তু তখনও স্মিথের অভিমান দূর হয় নাই—এজন্য সে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন ; তিনি হাসিয়া বলিলেন, “একটা সু-খবর আছে স্মিথ ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, যে রকম ব্যবস্থায় কাজ করা স্থির হইল তাহাতে আশা হয় ডাক্তার সাটিরা যতই ধূর্ত্ত হউক, তাহাকে ও তাহার সহকারী বানর দস্যুটাকে আজ রাত্রেই আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারিব। আমার বিশ্বাস, ডাক্তার সাটিরা ব্রেয়ান স্কোয়ারে ফেডের বাড়ীতে গিয়া সেই বিগ্রহ-মূর্ত্তিটা হস্তগত করিবার জন্য আর একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। হাঁ, আজ রাত্রেই সে সেখানে যাইবে। একবার সে ফেডের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে আর তাহার নিষ্কৃতি লাভের আশা

থাকিবে না। তাহাকে ও তাহার অনুচরকে গ্রেপ্তার করিবার সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া আসিলাম।”

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া মিঃ ফেডকে টেলিফোনে জানাইলেন, তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে তিনি যেন বিস্মৃত না হন।—সে কথা তিনি ব্যাটকেও স্মরণ করাইয়া দিলেন। মিঃ ফেড ব্যাটকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে লণ্ডনের ব্রেয়ান স্কোয়ারস্থিত তাঁহার প্রাসাদোপম ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ ফেডকে বলিলেন, “আমার উপদেশ তোমাদের স্মরণ আছে ত? রাত্রি আটটার সময় ডিনারে যাইবার জন্য পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবে। সেই সময় তোমার বাড়ীর পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। আমি ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই দ্বার দিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে তোমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব।”

সেইদিন রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার উপদেশ অনুসারে সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিলাম। কুড়িজন সশস্ত্র প্রহরী ব্রেয়ান স্কোয়ারের আশি নব্বই গজ দূরস্থিত একটি অট্টালিকায় লুকাইয়া থাকিবে। সেই বাড়ীতে টেলিফোন আছে; টেলিফোন-আফিসে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—রাত্রি আটটার সময় হইতে সেই অট্টালিকার সহিত মিঃ ফেডের বাড়ীর ‘টেলিফোন’-লাইন সংযুক্ত থাকিবে। তুমি ফেডের বাড়ীর টেলিফোনের ‘রিসিভারে’ সাড়া দেওয়ামাত্র পুলিশ প্রহরীরা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া ফেডের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিবে। যদি সেই শয়তান ডাক্তারটা—তাহার নাম সাটিরা নয়?—আজ রাত্রে মিঃ ফেডের বাড়ীতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার হাতে হাতকড়া আঁটিয়া দিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া আনন্দে ও উৎসাহে স্মিথের চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আফিসে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টাখানেক

ধরিয়া তাঁহার সহিত কিরূপ পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন, তাহা স্মিথ এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল ; কিন্তু তাঁহাদের এই সকল যোগাড়-যন্ত্র সেই রাত্রে সফল হইবে কি না তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না, কারণ ডাক্তার সাটিরা ও তাহার বানর অনুচর হীরক-রত্নমণ্ডিত মারুতি মূর্ত্তির লোভে যদি সেই রাত্রে মিঃ ফেডের গৃহে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা ধরা পড়িবে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র না থাকিলেও, তাহারা ঠিক সেই রাত্রেই মূর্ত্তিটি চুরী করিতে আসিবে কি না তাহা অনুমান করিবার উপায় ছিল না।

মিঃ ব্লেকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল। তিনি টোটাভরা একটা পিস্তল পকেটে ফেলিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যে ট্যাক্সিতে আসিয়াছিলেন, সেই ট্যাক্সিখানি তখনও মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, মিঃ ব্লেক, কুট্‌স ও স্মিথ সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া একটা ঘুরো পথে ব্রেয়ান স্কোয়ারের পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি নির্জ্জন অংশে উপস্থিত হইলেন। মিঃ জন ফেডের বাড়ীর পশ্চাতে তাঁহার যে বাগান ছিল, সেই বাগানের পাশে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সম্মতিক্রমে একখানি সোপানের সাহায্যে সেই বাড়ী হইতেই মিঃ ফেডের বাগানের প্রাচীর পার হইয়া, বাগানে প্রবেশ করিবার বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।—সেই পথে মিঃ ফেডের বাগানে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আমাদের কি এভাবে গোপনে এখানে না আসিলে চলিত না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফেডের বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তার সাটিরার দলের কোন লোক পাহারায় আছে কি না কে বলিবে ? যদি কেহ থাকে, সে আমাদিগকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই ডাক্তার সাটিরাকে সতর্ক করিত ; সুতরাং আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইত। এই জন্যই এই পথে আসিলাম। এ পথে আমরা অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে কেহই আমাদের সন্ধান পাইবে না। আর কয়েক মিনিট পরে ফেড ও ব্যাট সদর দরজা দিয়া এই অট্টালিকা ত্যাগ করিলে ডাক্তার সাটিরা মনে করিবে একজন চাকর ভিন্ন এ বাড়ীতে আর কেহই

নাই।—কিন্তু আমরা চাকরটাকেও কোন কৌশলে বাড়ী হইতে বিদায় করিব; তখন সাটিরার আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকিবে না।

তাঁহারা মিঃ ফেডের পশ্চাৎদ্বারে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী দ্বার খোলা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই দ্বার দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া মিঃ ফেড ও ব্যাটের সাক্ষাৎ পাইলেন। ফেড ও ব্যাট তখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে সাদরে ধূমপানের কক্ষে লইয়া চলিলেন। এই কক্ষটি একতালায় নির্ম্মিত। এই কক্ষের জানালাগুলির শার্সি খড়খড়ি বন্ধ থাকায় কক্ষস্থিত উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের অস্তিত্ব বাহির হইতে বুঝিবার উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে মিঃ ফেড সেই কক্ষের এক কোণে সংস্থাপিত একটি লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্বোক্ত মাকৃতি-মূর্ত্তি তাহার ভিতর রাখিয়া দিলেন। তিনি বিগ্রহের অঙ্গ হইতে কোনও অলঙ্কার অপসারিত করেন নাই।

মিঃ ব্লেক, মিঃ ফেডকে বলিলেন, "এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা খাইতে যাও। সদর দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া, বাড়ীর সম্মুখেই একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইবে। সেই ট্যাক্সি লইয়া পশ্চিম পল্লীর যে কোন ভোজনাগারে খাইতে যাইতে পার। ভোজন শেষ করিয়া যদি তোমাদের একটু মজা দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমরা সেই ভোজনাগার হইতে ২৭নং নেইন টেরেসে যাইতে পার। সেখানে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কতকগুলি ছদ্মবেশধারী প্রহরী লইয়া লুকাইয়া আছেন দেখিতে পাইবে; তোমরাও সেই দলে মিশিয়া পড়িবে।"

মিঃ ফেড হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, মজাটা কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, আপনাদের মজার যখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে—তখন আমরা অনায়াসে খাইয়া আসিতে পারি। আহারান্তে আমরা উভয়ে নিশ্চয়ই সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইব। আশা করি ইহাতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আপত্তি হইবে না। আজ রাত্রে যদি ডাক্তার সাটিরা ধরা পড়ে—তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া বাঁচিব; কিন্তু তাহা কি

হইবে? সে ডাক্তার কুট্‌স অপেক্ষা অনেক অধিক ধূর্ত্ত, এবং আপনার অপেক্ষাও দূরদর্শী—এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার চাতুর্য্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ হাতে হাতেই পাইবে। জিদ ও অতি লোভ অত্যন্ত বুদ্ধিমানকেও অন্ধ করিয়া থাকে—ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।"

অতঃপর মিঃ ফেড ও ব্যাট মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া মহানন্দে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সদর দরজা দিয়া পথে আসিয়াই দেখিলেন একখানি ট্যাক্সি তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহারা সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া পশ্চিম-পল্লীর দিকে যাত্রা করিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ফেডের একমাত্র ভৃত্য পোষাক পরিয়া ও মাথায় টুপি আঁটিয়া সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিল। সেই অট্টালিকায় মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, এবং স্মিথ ভিন্ন অন্য কেহই রহিল না। ধূমপানের কক্ষের এক দিকে আগুন রাখিবার একটি স্থান ছিল, স্থানটি পর্দ্দা দ্বারা আবৃত। মিঃ ব্লেক তিনখানি চেয়ার আনিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখিলেন; এবং তস্করেরা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়—এই উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লেক পর্দ্দাখানি প্রসারিত করিয়া, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ সহ সেই পর্দ্দার আড়ালে লুকাইলেন; তাঁহারা তিন জনে তিনখানি চেয়ারে বসিয়া রহিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দেখ ব্লেক, আমাদের এই সকল আয়োজন যদি পণ্ড হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না, তবে সেই ডাক্তারটা যে রকম লোভী ও দুঃসাহসী—তাহাতে সে যে ঐ বানরের মূর্ত্তিটা এখানে আছে এই সন্দেহে এখানে আসিতে কুণ্ঠিত হইবে, ইহা ত মনে হয় না। যদি সে সত্যই এখানে আসে—তাহা হইলে কতক্ষণ পরে আসিবে, অনুমান করিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আসিবে, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; তবে তাহার আসিতে কিছু বিলম্ব হইতেও পারে। তাহার যতই বিলম্ব হউক, রাত্রি বারটার মধ্যেই তাহাকে এখানে দেখিতে পাইব; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই

আমাদিগকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে, এজন্য ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন না করিলে চলিবে না। আমি আলোটা নিবাইয়া দিই। যদি ডাক্তার সাটিরা বা তাহার অনুচরেরা জানিতে পারিয়া থাকে—ফেড ও ব্যাট ভোজন করিতে বাহিরে গিয়াছে তাহা হইলে রাত্রি বারটার পূর্ব্বে তাহারা বাড়ী ফিরিবে না বুঝিয়া সাটিরা সেই সময়ের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইবে।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গীদের পাশে আসিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে আমরা যে টেলিফোনের কথা বলিয়াছি, তাহার এক প্রান্ত মিঃ ব্লেকের পার্শ্বে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তিনি জানিতেন রিসিভারটি তিনি হাতে তুলিয়া লইলেই ইন্স্পেক্টর কুট্সের সহকারী পুলিশ-ফৌজ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কয়েক মিনিট-মধ্যে সেখানে আসিয়া পড়িবে এবং মিঃ ফেডের বাসভবন ঘিরিয়া ফেলিবে!

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল; ইন্স্পেক্টর কুট্স নিদ্রালু প্রকৃতির লোক, তাঁহার হাঁই উঠিতে লাগিল; তাই তিনি মধ্যে মধ্যে হাত পা ছড়াইয়া আলস্য দূর করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। স্মিথও কি একটা শব্দ শুনিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিল।

বলা বাহুল্য, মিঃ ব্লেকও সেই শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি বাতায়নের শার্শি খট্ করিয়া ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া-তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন বৃহৎ পশুর কর্কশ গ্যাঙ্গানী তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, বাতায়নের শার্শি সরাইয়া কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের শীতল বায়ুর একটা ঝাপ্টায় তাঁহাদের সম্মুখস্থিত পর্দ্দাখানি আন্দোলিত হইল।

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইল; কিন্তু ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের নিকট তাহা কয়েক ঘণ্টার মত দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল! ইহার দুই তিন মিনিট পরেই খট্ করিয়া 'সুইচ' টিপিবার শব্দ; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; কারণ সেই কক্ষ আলোকিত হইবামাত্র ক্রুদ্ধ বন্য জন্তুর মেঘ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর হুঙ্কার তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেকের দক্ষিণ হস্ত তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের 'রিসিভার' স্পর্শ করিল, কিন্তু তিনি তখনই তাহা না তুলিয়া, পর্দ্দার যে অল্প ফাঁক ছিল—সেই ফাঁক দিয়া পর্দ্দার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; যাহা দেখিলেন—সেই ভীষণ দৃশ্য জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ থাকিবে! তাঁহার বক্ষঃস্থল দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং সর্ব্বশরীর ভয়ে কণ্টকিত হইল; অতিকষ্টে তিনি আত্মসংবরণ করিলেন।

তিনি দেখিলেন—সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি ভীষণাকার প্রকাণ্ড হনুমান দুই পায়ে ভর দিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে! তাহার সর্ব্বাঙ্গ কপিশবর্ণ সুদীর্ঘ লোমে আবৃত; সুবৃহৎ দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত; তাহার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা দুটিতে বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হইয়া আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছিল! সেই চক্ষুতে ক্রূরতা ও জীঘাংসা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পূর্ব্ব-রাত্রে যে বিকটাকার বিশালদেহ বানরটা মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের বাতায়ন হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে—তাঁহার গুলীতে নিহত হইয়াছিল, তাঁহার মনে হইল সেই হনুমানটাই সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছে! উভয় বানরই অভিন্ন আকারবিশিষ্ট।

কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে সেই হনুমানটাকে একাকী দেখিলে তত দূর ভীত, বা বিস্মিত হইতেন না; সেই হনুমানের পাশে তিনি এক ভীষণাকার মনুষ্যমূর্ত্তিও দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার স্কন্ধদ্বয় সুবিশাল (enormously broad shoulders) বক্ষঃস্থল লৌহ-কপাটবৎ সুপ্রশস্ত; বাহুদ্বয় অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক,—তাহা এরূপ দীর্ঘ যে, জানুস্পর্শ করিতেছিল! তাহার নাসিকা এরূপ খর্ব্ব ও চেপ্টা যে, তাহার নাসিকার অস্তিত্বে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল! নাসিকার খর্ব্বতার জন্য তাহার মুখ মণ্ডল অধিকতর কদর্য্য ও ভীষণ দেখাইতেছিল। ইহার উপর কাতলা মাছের মত প্রকাণ্ড হা! চক্ষুর ঠিক উপরেই সুদীর্ঘ ভ্রূ-যুগল, তাহা চক্ষুর উপর লতাইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রূর আড়াল হইতে তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয়ের দীপ্তি ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের চক্ষুর দীপ্তির ন্যায় অতীব ভয়াবহ; তাহাতে লোমহর্ষণ পৈশাচিকতা প্রতিফলিত! মিঃ ব্লেক স্পন্দিত হৃদয়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার পেশীপুষ্ট লোমশ হস্তের অঙ্গুলিগুলি গরিলার অঙ্গুলির ন্যায় সরু, এবং অস্বাভাবিক দীর্ঘ!

এই নরাকার পশুর মুখের দিকে আতঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষে শোণিতপ্রবাহ যেন সহসা অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল! তাহার কণ্ঠতালু কি এক অব্যক্ত ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল—এই নরাকার পশু, এই মার্জ্জার-ধর্ম্মী তস্করই (cat burglar) সার ডিকটন পারসন্সের খানসামাকে হত্যা করিয়াছিল, পুলিশের যে কন্‌ষ্টেবলটা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াছিল, তাহাকেও এই নরপশু আক্রমণ করিয়াছিল।—মিঃ ব্লেক প্রকৃতিস্থ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে টেলিফোনের 'রিসিভারটা' তুলিয়া লইয়া তাহার বৈঠকে রাখিবামাত্র মুক্তবাতায়ন-পথে আর একজন লোককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ ফেডের নিকট ডাক্তার সাটিরার আকৃতির যে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলেন, আগন্তুককে দেখিবামাত্র সেই বর্ণনা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—এই ব্যক্তিই ডাক্তার সাটিরা। তাহার চক্ষু-দুইটি সর্পের চক্ষুর ন্যায় সুগোল এবং নির্নিমেষ, সর্পের খলতা সেই চক্ষে প্রতিফলিত; তাহার মস্তকটি শকুনীর মস্তকের ন্যায় কদাকার ও ক্ষুদ্র; তাহার মুখ শয়তানের কবিকল্পিত মুখের ন্যায় কুটীল, কুৎসিত ও আতঙ্ক-উৎপাদক; তাহার স্কন্ধদ্বয় এরূপ উচ্চ যে, তাহা হইতে যেন দুইটি কুঁজ বাহির হইয়াছিল। তাহার ক্ষীণ দেহ বক্র; একটি কৃষ্ণবর্ণ আলখেল্লায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; হাত দুইখানি আলখেল্লার ভিতর সংগুপ্ত থাকায় মিঃ ব্লেক তাহার হাত দেখিতে পাইলেন না।

এই ভীষণাকার তিন মূর্ত্তিকে সেই কক্ষ-মধ্যে আবির্ভূত দেখিয়া অসমসাহসী ব্লেকেরই মন যখন আতঙ্কে অভিভূত হইল—তখন স্মিথ ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। ভয়ে স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ বায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আতঙ্কে এরূপ ঘামিয়া উঠিলেন যে, ঘর্ম্ম-স্রোতে তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইল; তাঁহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইয়া তাঁহার মুখের উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বানরটা সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দুই এক মিনিট থাবা গাড়িয়া বসিয়া কট্‌-মট্‌

করিয়া চারি দিক দেখিয়া লইল, তাহার পর বিকট মুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া হা করিল, এবং জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল; কিন্তু হঠাৎ তাহার মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন হইল; সে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখে প্রসারিত সেই পর্দ্দাখানির দিকে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া একটা বিকট শব্দ করিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গের লোমরাশি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দুই তিনবার তাহার কণ্ঠ হইতে এরূপ চাপা অথচ জলদগম্ভীর গর্জ্জন নিঃসৃত হইল যে, পর্দ্দার অন্তরালস্থিত তিনজনেরই মনে হইল—তাহার গর্জ্জনে সেই কক্ষটি পুনঃপুনঃ কাঁপিয়া উঠিতেছে!

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—আর সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না—বানরটা বুঝিতে পারিয়াছে পর্দ্দার অন্তরালে কেহ কেহ লুকাইয়া আছে; মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। বানরটা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা বানর ও তাহার সঙ্গীদ্বয়কে আক্রমণ না করিলে, তাঁহাদের সকলকেই প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।—মিঃ ব্লেক টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইয়া যে মুহূর্ত্তে তাহার বৈঠকে নামাইয়া রাখিয়াছিলেন,—সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কুট্‌সের সহযোগী পুলিশ-প্রহরীরা মিঃ ফেডের অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিতে আসিতেছিল—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের কারণ ছিল না। সুতরাং মিঃ ব্লেক শত্রুগণকে আক্রমণের অভিপ্রায়ে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বিদ্যুদ্বেগে বহির্গত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং পিস্তল উদ্যত করিয়া শ্লেষের সহিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নমস্কার ডাক্তার সাটিরা! আমি আদেশ করিতেছি—তুমি ও তোমার সঙ্গী এই মুহূর্ত্তে মাথার উপর হাত তুলিয়া দাঁড়াও; বুঝিবার শক্তি থাকিলে তোমার পোষা বানরটাকেও আমার আদেশ পালন করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তখনই মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্মিথ মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে ছিল; তাহার পিস্তলও সম্মুখে প্রসারিত। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের পিস্তল ডাক্তার সাটিরার মাথার উপর উদ্যত থাকিলেও ভয়ে তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবামাত্র তিনি শুষ্ক স্বরে বলিলেন,

"হাঁ, ডাক্তার সাটিরা! তোমাদের সকলকেই মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা কাহারও প্রাণরক্ষার আশা নাই।"

ডাক্তার সাটিরাই হউক, বা অন্য কেহই হউক, মিঃ ব্লেক যাহাকে সম্বোধন করিয়া মাথার উপর হাত তুলিতে আদেশ করিলেন, সে আরক্তিম ক্রুদ্ধ নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহা যেন পিশাচের হাসি! তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল। সে হাসি বন্ধ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওঃ, তুমিই ব্লেক? গোয়েন্দা তুমি, কিন্তু আজই তোমার গোয়েন্দাগিরির শেষ!"

ডাক্তার সাটিরা মাথার উপর দুই হাত তুলিল বটে, কিন্তু মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাহার হাতের মুঠার মধ্যে কাচের ভাঁটার মত কি একটা জিনিস চক্-চক্ করিতেছে! বিদ্যুতালোকে সেই দ্রব্যটী দেখিয়া, তাহা কি, মিঃ ব্লেক ইহা স্থির করিতে না পারিলেও, বুঝিতে পারিলেন—তাহার ভিতর কোন সাংঘাতিক পদার্থ সংগুপ্ত আছে,—এবং গোলাটী যদি ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারে।

মিঃ ব্লেক সাটিরার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হস্তস্থিত স্ফটিক-গোলকটি লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী ছুড়িলেন। তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ; কাচের গোলকটি নিমেষ-মধ্যে শত-খণ্ডে চূর্ণ হইল, এবং তাহার ভিতর যে তরল পদার্থ ছিল—তাহা ডাক্তার সাটিরার পরিচ্ছদ সিক্ত করিল। ইহা দেখিয়া সে আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের পিস্তলের গুলীতে সেই আধারটি চূর্ণ হইলেও গুলী দ্বারা সে আহত হয় নাই, তথাপি সে কেন আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া ওভাবে আর্ত্তনাদ করিল—ইহা বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার এই বিস্ময় মুহূর্ত্ত মধ্যে লোমহর্ষণ আতঙ্কে পরিণত হইল!—অতঃপর যে ভীষণ ব্যাপার তাঁহার নয়নগোচর হইল, তাহাতে তাঁহার দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল!

ইন্স্পেক্টর কুট্স সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, বানরটা হঠাৎ কি রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!"

বস্তুতঃ, বানরটা মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে আক্রমণের চেষ্টা করা দূরের কথা, তাঁহারা যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাও যেন সে ভুলিয়া গেল! সে আর তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার নাসারন্ধ্র ও চক্ষু বিস্ফারিত হইল; কাঁচের ভাঙ্গা ভাঁটা হইতে যে দুই চারি বিন্দু তরল পদার্থ সেই কক্ষের মেঝের কার্পেটের উপর পড়িয়াছিল, তাহার গন্ধ বানরটার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গের লোমরাশি কণ্টকিত হইয়া উঠিল, এবং সে গম্ভীর গর্জ্জনে সেই কক্ষ কম্পিত করিয়া তাহার পার্শ্বস্থ ডাক্তার সাটিরার দেহের উপর লাফাইয়া পড়িল! এবং তাহাকে আক্রমণ করিয়া এরূপ জোরে দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল যে, বানরটার সুদীর্ঘ নখরগুলি সাটিরার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধ আবেগে প্রচণ্ড বেগে তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।

ডাক্তার সাটিরা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বানর তাহার কণ্ঠরোধ করায় সে চিৎকার করিতে পারিল না, বিদীর্ণ কণ্ঠ হইতে দারুণ যন্ত্রণা-সূচক একটা অস্ফুট শব্দ নির্গত হইল মাত্র! ডাক্তার সাটিরা তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; বানরটা তাহার দেহে শোণিত-শোষক জেঁাকের মত লাগিয়া রহিল। অবশেষে সাটিরা বানরের দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া বানরটার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াই মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সেই অবস্থায় বানরটা তাহার দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে ভীত ও স্তম্ভিত হইলেও, অতঃপর এই ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; ডাক্তার সাটিরা মহাপাপিষ্ঠ নর-পিশাচ হইলেও, একটা পশু তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে—আর তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিবেন, এরূপ হৃদয়হীনতা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ।—তিনি বানরটার লোমশ পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের আওয়াজ করিলেন। পিস্তলের তিনটি গুলী উপর্য্যুপরি বানর-দেহে বিদ্ধ হইল। বলা বাহুল্য, তাহাতেই তাহার বানর-লীলার অবসান হইল।

মিঃ ব্লেক বানরটাকে গুলী করিবামাত্র অদূরবর্ত্তী বাতায়নের শার্শি ও খড়খড়ি মড়-মড় ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বানরটার দিকেই সকলের দৃষ্টি ছিল; সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুট্স, এবং স্মিথ এক সঙ্গে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, যে বিকটাকার নরপশুটা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই বাতায়নের শার্শি ও খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল! সেই বাতায়নের বাহিরে বাগান। নরপশুটা জানালা ভাঙ্গিয়া সেই বাগানে পলায়ন করিবামাত্র—চারি দিক হইতে 'পুলিশ-হুইশ্লে'র শব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরে পুলিশ-প্রহরীগণ সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল; এবং সশস্ত্র সতর্ক প্রহরীদল ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ জন ফেড ও ব্যাট তাহাদের সঙ্গেই মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না; সকলেই মেঝের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা প্রকাণ্ড গোদা হনুমান একটি লোককে জড়াইয়া ধরিয়া মেঝের মধ্যস্থলে পড়িয়া আছে;—উভয়ের দেহ অসাড়, উভয়েই মৃত্যু-কবলিত! ডাক্তার সাটিরার সর্ব্বাঙ্গ হনুমানটার তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখরাঘাতে বিদীর্ণ, তাহার কণ্ঠ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, শোণিতধারায় তাহার পরিচ্ছদ প্লাবিত। হনুমানটার পিঠ হইতে শোণিতের স্রোত বহিয়া মেঝের কার্পেট রঞ্জিত করিয়াছিল। মৃত্যুকালেও তাহারা সুদৃঢ় আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই—সেই দৃশ্য অতি ভীষণ!—সকলেই ভয়ে কণ্টকিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে বাগানের ভিতর হইতে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির ধুপ্ধাপ্ শব্দ সেই কক্ষস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। পলাতক নরপশুটার বিকট চিৎকারে সেই উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রহরীরা 'বাঁধো', 'মারো' ইত্যাদি ভৈরব গর্জ্জনে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

কয়েক মিনিট পরে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন জমাদার হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্সকে বলিল, 'ইন্স্পেক্টর! যে মানুষ-পশুটা বাগানের ভিতর দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। উঃ, তাহার শরীরে কি ভয়ঙ্কর শক্তি; ছয়জন

বলবান প্রহরী তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না! তাহার এক এক চড়ে আমাদের দলের তিনজন লোক মাটী লইয়াছে; তাহার হাতের চড় যেন বজ্রাঘাত! সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দলের কোন লোক গুরুতররূপে জখম হয় নাই। আমরা সেই নর-পশুটার হাতে পাঁচ-জোড়া হাতকড়া আঁটিয়া দিয়াছি; পায়ে ডবল বেড়ি দিয়া বাঁধিয়া-রাখিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি ললাটের ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিয়া আশ্বস্ত চিত্তে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আঃ, বাঁচা গেল! পালের গোদাটাকে মারিয়া বানর মরিয়াছে, জহরত-চোরও ধরা পড়িয়াছে। কি আনন্দ!"

যে লোকটি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে নিহত বানরটার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ফেড সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ও কি ডাক্তার সাটিরা? উহার মুখখানা শেষ বার প্রাণ ভরিয়া দেখি।"

বানরটা মিঃ ব্লেকের গুলীতে নিহত হইলেও মিঃ ফেড সভয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ডাক্তার সাটিরার মুখ দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে কি সন্দেহ হইল, তিনি সাটিরার মুখে হাত দিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে চর্ম্মাবরণের মত কি একটা জিনিস টানিয়া তুলিলেন, যেন মৃত ব্যক্তির মুখের একপর্দ্দা চামড়া উঠিয়া আসিল!

মিঃ ফেড তাহা ঊর্দ্ধে তুলিয়া-ধরিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ যে পাতলা রবারি-নির্ম্মিত মুখোস! লোকটা মুখোস পরিয়া আসিয়াছিল? উহার মুখে এই মুখোস ছিল—ইহা কি আপনারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন?—না, এ লোক নিশ্চয়ই ডাক্তার সাটিরা নয়!"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ফেডের হাত হইতে মুখোসটা লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—তাহা চর্ম্মবৎ পাতলা রবার-নির্ম্মিত মুখোস; এবং তাহা এরূপ দক্ষতা সহকারে রঞ্জিত হইয়াছিল যে, মুখের রঙ্গের সহিত তাহার রঙ্গের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না! কেবল চক্ষুদুটি

ও নাসিকার ছিদ্র অনাবৃত। মিঃ ব্লেক বহু প্রকার মুখোস দেখিয়াছিলেন, মুখোস সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু এরূপ সুকৌশল-রচিত অদ্ভুত মুখোস তাঁহারা পূর্ব্বে কোন দিন দেখেন নাই। স্মিথের মুখে কথা নাই; সে দারুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অত্যন্ত নিকটে গিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করিলে এই মুখোসের অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় ছিল না, ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইল। এই জন্যই মুখোসধারী সকলকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মিঃ ফেড এই মুখোসের অস্তিত্ব তখনও জানিতে পারিতেন না; বানরটা মুখোসধারীকে আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা মুখোসের এক অংশ বিদীর্ণ করায় মিঃ ফেড মুখোসের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মুখোস উন্মোচিত হইলে তাঁহারা যে মুখ দেখিতে পাইলেন—তাহার বর্ণ কৃষ্ণাভ, তাহা ইউরোপীয়ের মুখ নহে; প্রাচ্য-ভূখণ্ডবাসী কোনও লোকের মুখ বলিয়াই সকলের ধারণা হইল!

মিঃ ব্লেক সেই মুখোসটি পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া মিঃ ফেডকে বলিলেন, “ফেড, তুমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পার—এই মুখোসধারী সত্যই ডাক্তার সাটিরা নহে?”

মিঃ ফেড হতবুদ্ধি হইয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, “হাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই মৃতব্যক্তি ডাক্তার সাটিরা নহে। বোধ হয় সাটিরার কোন অনুচর এই মুখোস মুখে আঁটিয়া সাটিরা সাজিয়াছিল; কিন্তু আমি খুর্দ্দানে ডাক্তার সাটিরাকে দেখিয়া থাকিলেও, তাহার মুখে এই মুখোস ছিল কি না নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিব না; তবে সেখানে সে মুখোস ব্যবহার করিত না বলিয়াই মনে হয়; সেখানে তাহার মুখোস-ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণও ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।”

মিঃ ফেডের কথা শেষ হইলে ব্যাট্ বলিল, “মিঃ ব্লেক, ফেডের সঙ্গে আমিও ত সেইদেশে গিয়াছিলাম, ডাক্তার সাটিরাকে আমিও দেখিয়াছিলাম; সুতরাং আমার অভিমতেরও কিঞ্চিৎ মূল্য থাকিতে পারে। আপনি আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব—ডাক্তার সাটিরা স্বয়ং এখানে আসিয়া

তাহার পোষা বানরের আক্রমণে এ ভাবে নিহত হইয়াছে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ঐ লোকটা আসল সাটিরা নয়! আজ রাত্রে আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এখানে যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, সেই ফাঁদে এত সহজে ধরা দিতে আসিবে, ডাক্তার সাটিরা তত নির্ব্বোধ নহে। এত সহজে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আশা নাই; তবে সে যে আমাদের অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছে, এবং লণ্ডনেই আড্ডা করিয়াছে—এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। যাহা হউক, আপনাদের চেষ্টা যত্ন আজ বৃথা হয় নাই, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রধান আসামী ঐ নরপশুটা ধরা পড়িয়াছে, এবং এই ভয়ঙ্কর বানরটাও বানর-লীলা সংবরণ করিয়াছে—ইহা অল্প লাভ নহে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “সে কথা সত্য; কিন্তু একটা কথা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই! ঐ লোকটা ডাক্তার সাটিরা হউক বা না হউক, বানরটা উহার বশীভূত ছিল—একথা ত মিথ্যা নহে; তবে বানরটা হঠাৎ উহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল কেন? বানরটা আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া উহাদের দলপতিকে হত্যা করিল দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক ইহার কারণ জানিতেন, কিন্তু সে কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; কারণ জড়বাদী ইউরোপে এরূপ কথা কেহ বিশ্বাস করিত না। অনর্থক উপহাসাস্পদ হইবার ইচ্ছা না থাকায় মিঃ ব্লেক সে কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি শুনিয়াছিলেন হিন্দুস্থানে এক শ্রেণীর যোগী আছেন, বহু প্রকার বৃক্ষ লতার অদ্ভুত গুণের কথা তাঁহাদের সুবিদিত। তাঁহারা জানেন এক প্রকার বৃক্ষ-পত্রের নির্য্যাস যদি কাহারও অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়—তাহা হইলে যে কোন জন্তু—সে যতই নিরীহ হউক, এমন কি, পোষা জানোয়ার পর্য্যন্ত সেই নির্য্যাসের গন্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি তাহার পোষা বানর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছে, সে ডাক্তার সাটিরা হউক, বা তাহার দলস্থ অন্য কোন লোক হউক, সে ভারত-সন্নিহিত প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল, এবং যে উপায়েই হউক, পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ-পত্রের নির্য্যাসের কথা অবগত হইয়া,

কোন কৌশলে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, এবং কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে তাহা নানা কৌশলে ব্যবহার করিতেছিল। মিঃ ব্লেক প্রাচ্যের অনেক আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বিশ্বাস করেন। যাহার কারণ অজ্ঞাত, তাহাই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কুসংস্কার মাত্র—এ কথা তিনি তর্কস্থলে অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি বলেন, টেলিগ্রাফ, ফনোগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে উহা জনসাধারণের বুদ্ধির অগোচর ছিল; কিন্তু এখন ক্ষুদ্র শিশুও তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় জগতে কোন ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করায় মূঢ়তাই প্রকাশিত হয়।

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টর কুটসের প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঐ লোকটা আমাদের আদেশে যখন হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় উহার হাতে একটি কাচের ভাঁটা দেখিয়াছিলাম; তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে এরূপ কোন অদ্ভুত পদার্থ ছিল—যাহা আমার দেহ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইলে, ও সেই তরল পদার্থ আমার পরিচ্ছদে লিপ্ত হইলে, ঐ বানরটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া আমাকে হত্যা করিত; কিন্তু আমি গুলী করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সেই তরল পদার্থ উহারই পরিচ্ছদে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গন্ধে উহার পোষা বানরটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া উহাকেই আক্রমণ করিয়াছিল; তাহার ফল ঐ সম্মুখেই দেখিতেই পাইতেছ!"

* * * *

মার্জ্জার-ধর্ম্মী যে নর-পশুটা মিঃ ফেডের বাগানে ধরা পড়িয়াছিল, তাহাকে সুদৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, দ্বাদশ জন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী অদূরবর্ত্তী থানায় লইয়া গিয়া গারদে পুরিল।

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুটস তাহাকে থানায় রাখিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিবার সময় মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এটা ঠিক মানুষও নয়, পশুও নয়, উভয়েরই মাঝামাঝি! ইহার অপরাধের বিচারে দণ্ডবিধি আইনের ধারা খাটিবে কি না—বুঝিতে পারিতেছি না ব্লেক! উহাকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত করিলে বিচারকের বিচারের অসুবিধা হইবে না; কিন্তু যদি ওটা পশু বলিয়া গণ্য হয়—তাহা হইলে

উহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় গুলী করিয়া হত্যা করা, অথবা চিরজীবন লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা ভিন্ন উপায় নাই। কোন উকীল কৌন্সিলী কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিচারালয়ে উহার পক্ষ সমর্থন করিতেও পারেন; তখন এই নর-পশুটা কি ভাবে আদালতে আত্মসমর্থন করিবে জানিতে আগ্রহ হয়।"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যে নরপিশাচ এই সকল অনিষ্ট ও অশান্তির মূল, সেই কি এই বানরটার আক্রমণে নিহত হইল?—সে আসল সাটিরা হইলে, ভবিষ্যতে আমাদের আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই; কিন্তু যদি ডাক্তার সাটিরা জীবিত থাকিয়া গোপনে আমাদের শত্রুতা-সাধনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কূট কৌশলে আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে, এবং এদেশে অশান্তি উপদ্রবের সীমা থাকিবে না। সে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার পৈশাচিক সঙ্কল্প সাধন করিবে। সুতরাং ডাক্তার সাটিরা জীবিত আছে কি না তাহাই জানা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন!"

মিঃ ফেড বলিলেন, "আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য।"

কিন্তু ডাক্তার সাটিরা তখনও জীবিত থাকিয়া লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজকে কি ভাবে অতঃপর বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেকের সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে সে কি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।

সমাপ্ত

রহস্য-লহরীর ১১০ নং সচিত্র উপন্যাস—
রাজা জাল!
ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে মার্কিন দস্যুর রাজাগিরির চূড়ান্ত অভিনয়!
"রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক-মেসিন-প্রেস"হইতে
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।